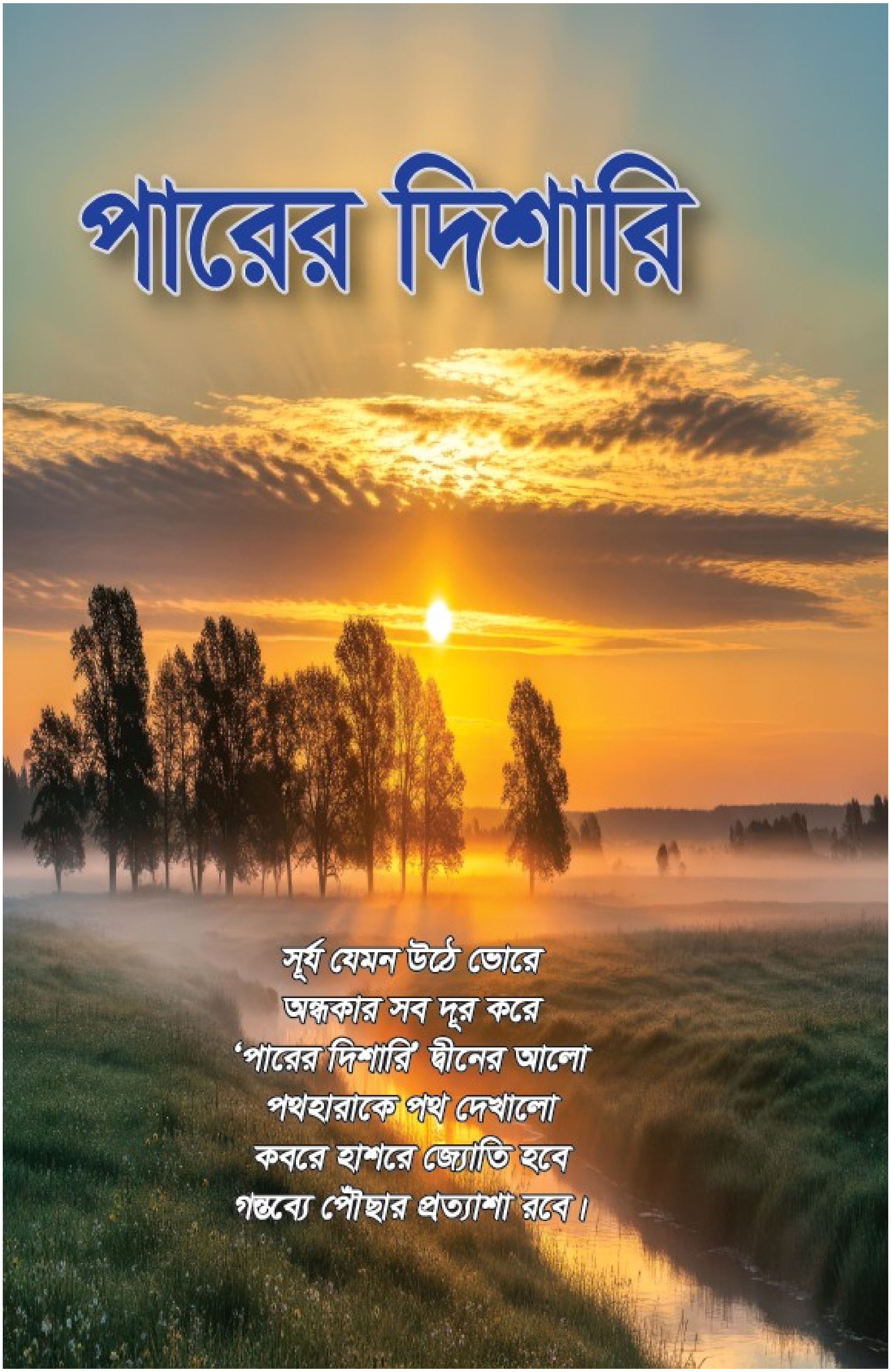
পারের দিশারি
সূর্য যেমন উঠে ভোরে
অন্ধকার সব দূর করে
‘পারের দিশারি’ দ্বীনের আলো
পথহারাকে পথ দেখালো
কবরে হাশরে জ্যোতি হবে
গন্তব্যে পৌছার প্রত্যাশা রবে।

পারের দিশারি

ডা. মোঃ আব্দুল জলিল
এম বি বি এস, বি সি এস (স্বাস্থ্য),
ডি এম ইউ(আল্ট্রা), ই ও সি (এনেস্থেসিয়া)

প্রথম প্রকাশকাল ঃ ১ জানুয়ারি, ২০২৬

রচনায় :
ডা. মোঃ আব্দুল জলিল
ফ্ল্যাট নং - বি/৭, বাসা নং-০৯, রোড নং-৫
সেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা।

সম্পাদনায় :
করিমুন নাহার (রোজী)

প্রকাশনায় :
ডা. ফারজানা মেহেজেবীন (স্বর্ণা)
ডা. তাবাচ্ছুম মেহেজেবীন (সম্পা)
আনিকা মেহেজেবীন (ঐশী)

সার্বিক সহযোগিতায় :
জাহাঙ্গীর আলম
ডা. আব্দুর রউফ
ডা. এস.এম.ইদ্রিস
মো. দলিল উদ্দিন আহামেদ (দুলাল)
ডা. আক্তার জাহান
ডা. সুমাইয়া
মো. কামাল হোসেন
মো: সজল মিয়া

লেখক কর্তৃক সর্বস্ব সংরক্ষিত

নিম্নের ওয়েবসাইডে ঢুকে
ফ্রি ডাউনলোড করে বইটি পড়ুন!
parerdishari.com

বর্ণবিন্যাস ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
মোঃ সিরাজুল ইসলাম

হাদিয়া : ৩০০/- (তিনশত) টাকা মাত্র।

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ জয়েন প্রিন্টিং প্রেস
ভিক্টোরিয়া রোড, টাঙ্গাইল-১৯০০।

লেখকের কথা

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা মুসলমান, ধর্ম ইসলাম। সমাজের অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত বিধায় নিজের অজান্তেই হর-হামেশা গর্হিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। বলতে গেলে সমাজব্যবস্থা নৈতিক অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। মানুষ ইসলামি অনুশাসন পরিত্যাগ করে পঙ্গপালের মতো জাহান্নামের দিকে ছুটছে। বিপথগামী এ মানুষগুলোকে সুপথে ফেরানোর অনুভূতি থেকে জীবনঘনিষ্ঠ কিছু বিষয়কে হাদিস ও কুরআনের দৃষ্টিতে ছন্দাকারে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি।বইটি লিখার ব্যাপারে যারা যেভাবে সহযোগিতা করেনছেন এবং যাদের লিখনির সহযোগিতা গ্রহন করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

সাধ্যমতো প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকের কাছে সবিনয় অনুরোধ, কোনো ভুলত্রুটি বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবগত করলে কৃতজ্ঞ হবো। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু বিন্দুমাত্রও কারো উপকারে আসলে আমার নাজাতের ওসিলা হতে পারে। আল্লাহ এ সামান্য মেহেনতটুকু কবুল করুন। আমিন।

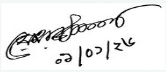

ডা. মোঃ আব্দুল জলিল
০১৭১১-৯০৭৯৮৫

অভিমত

ডা. মোঃ আব্দুল জলিল, এম বি বি এস, বি সি এস (স্বাস্থ্য), ডি এম ইউ (আল্ট্রা), ই ও সি (এনেস্থেসিয়া) কর্তৃক কাব্যাকারে রচিত **'পারের দিশারি'** যুগের প্রেক্ষাপটে একটি অসাধারণ সমাজ সংস্কারক গ্রন্থ।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন এনেস্থেসিয়ার ডাক্তার হয়ে ইসলাম সম্পর্কে তিনি ব্যাপক পড়াশুনা করে ইসলামকে যেমন জানার চেষ্টা করেছেন তেমনি তার সেই জানার আলোকে দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মার জন্য দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন। মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে ঈমান আক্বীদাহ বিষয়ে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলি তিনি তাঁর কলমের আঁচড়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।অনেক জায়গায় আমাদের ত্রুটিগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেও কসুর করেন নি। তাঁর এ ধরনের একটি মহৎ কাজকে আমি স্বাগত জানাই।

ইসলাম নিয়ে পড়াশুনার প্রতি তার অদম্য ইচ্ছা তাকে আজ এই গ্রন্থটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে এবং পরিমার্জন করতে একবার নয় দু' দু'বার আমার জামালপুরের বাসায় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেছেন। ব্যস্ততার কারণে আমি তাকে সেভাবে সময় দিতে পারি নি। তবে চেষ্টা করেছি পুরো গ্রন্থটি একবার চোখ বুলাতে।

গ্রন্থটিতে ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা এসেছে। যে বিষয়ে সংশোধন করতে আমার মতো নাদান অপারগতা প্রকাশ করে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদেরকে গ্রন্থটি পুনঃ দেখিয়ে নিতে অনুরোধ করি। ভাষাগত দিকটি বিশেষত ভাষার গাঁথুনি ও ছন্দ মিলাতে প্রতিশব্দের কিছু অভাব রয়েছে বৈ কি। তাই গ্রন্থটিকে প্রাঞ্জল এবং সুপাঠ্য করতে বাংলাভাষা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরিমার্জনেরও সুপরামর্শ দিয়েছি।

তিনি গ্রন্থটিতে ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র সংস্কার বিষয়ক মোট ৭৫টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি কুরআন হাদিসের দৃষ্টিতে মুসলমানদের ঈমান আক্বীদাগত ত্রুটিগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ধর্মের নামে ধর্মান্ধতা এবং সমাজে প্রচলিত অপসংস্কৃতি-কুসংস্কার-বিদাত ইত্যাদি থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় সে বিষয়েও তিনি আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

পীরপূজা আর মাজার পূজার নামে সমাজে প্রচলিত শিরকের মূল উৎপাটনে লেখনির মাধ্যমে তার সাহসী ভূমিকা উচ্চতর প্রশংসার যোগ্য। দেশ জাতির ঈমান আক্বীদাসহ সমাজ সংস্কারে তার সামান্য শ্রম কবুল হোক আল্লাহর দরবারে-এ দোয়াই করছি। কামনা গ্রন্থটির বহুল প্রচারের। আল্লাহ হাফেজ।

৩১.০৭.২৫

ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
প্রফেসর, হাদিস বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

অভিমত

ডা. মো: আব্দুল জলিল, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডিএমইউ (আল্ট্রা), ই.ও.সি (এনেস্থেসিয়া) কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ 'পারের দিশারি' বইটি আদ্যপান্ত পড়েছি। এটি ইসলামি সাহিত্যে চমৎকার একটি নতুন সংযোজন। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা শিরক, বিদআত, কুফরি, মুনাফিকি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ। যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন সুন্নাহ ও হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সরল ও সাবলীল ভাষায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁর এ কাব্য ব্যাপকভাবে সারা জাগাবে এবং ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। আমি তাঁর প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি এবং আগামী দিনে আরো ইসলামের খেদমতে এগিয়ে এসে নতুন নতুন লেখা উপহার দেবেন এ প্রত্যাশা করছি।

০৪-০৭-২০২৫

মো: জাহাঙ্গীর আলম
অধ্যক্ষ
হাজী আহমাদ আলী আলিয়া কামিল মাদরাসা
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অধ্যক্ষ/সচিব
হাজী আহমাদ আলী আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ।
কোড নং- ১৩৫৪৭, ইন নং-১২৮৪২৮
মোবাঃ ০১৭৩২-৩২৯৩৭৫

সূচিপত্র

পারের দিশারি/১০
শিরকের অন্ধকার/১৬
আরকানুলঈমান/ ২২
মুমিন-মুসলমান/ ২৪
উপার্জনে হালাল-হারাম/২৯
প্রচলিত শিরক ও মুসলমান/৩৫
ঈমানের গুরুত্ব/৪০
ধর্ম ব্যবসা/ ৪৪
জন্মসূত্রে মুসলমান/ ৪৭
আমি এক ভণ্ডপীর/ ৪৯
মাজার পূজা/ ৫৩
সুদ ভয়াবহ এক অভিশাপ/ ৫৭
দুবাই যামু/ ৬৩
জালিমের পরিণতি/ ৬৬
অহংকার পতনের মূল/ ৭৩
বান্দার হক/৭৯
গিবত কারো করতে নাই/ ৮৫
লাল ফিতার দৌরাত্ম্য/ ৯১
বৃদ্ধাশ্রম/ ৯৪
ছেলে চাই/৯৮
দুরন্ত কৈশোর/১০৩
ঘুসের মহোৎসব/ ১০৬
ম্যারিড ব্যাচেলর/১১৪
সবরে মেওয়া ফলে/ ১১৬
সদকা শক্তিশালী এক ইবাদত/ ১২২
প্রাচুর্যের লোভ/ ১২৯
জাকাত দিয়ো ভাই/ ১৩৫
তাক্বওয়া বিনে জান্নাত নাই/ ১৩৯
বিদাতের বেড়াজালে মুসলমান/ ১৪৫
নামাজ বিনে নাজাত নাই/ ১৫১

সূচিপত্র

ঈমানহারা মুসলমান/ ১৫৯
আশা ও ভয়/ ১৬৫
হৃদয়ের ব্যাধি/ ১৭০
রিজিক তোমায় খুঁজে/ ১৭৫
মুমিনের জীবনে তাওয়াক্কুল /১৮১
আত্মার পরিশুদ্ধি/ ১৮৫
তওবাতুন্ নসুহা/ ১৯১
যৌতুক সামাজিক ব্যাধি/ ১৯৭
মৃত্যু কেন আমায় ডাকে/ ২০২
প্রকৃত সফলতার জীবন/ ২০৮
মিথ্যে-সভ্যতার এক কলঙ্ক/ ২১২
তকদিরে বিশ্বাস/ ২১৭
ক্ষমতার অপব্যবহার/ ২২১
নেশার কবলে যুব সমাজ/ ২২৫
দুর্নীতির ভয়াবহতা/ ২৩০
রেগে গেলে তো হেরে গেলে/ ২৩৫
ভুলের দুনিয়া / ২৪০
আমি কবর বলছি ভাই/ ২৪৩
আত্মীয়-স্বজনের অধিকার/ ২৪৮
প্রতিবেশীর হক/ ২৫৩
মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য/ ২৫৯
হিজাবি নারী/ ২৬৫
আদর্শ শিক্ষা/ ২৭১
জিভের আপদ/ ২৭৬
আহকামুল ঈমান(কালেমার শর্ত)/ ২৮২
মুনাফিকের স্বরূপ/ ২৮৭
নিয়ামতের শুকরিয়া চাই/ ২৯২
গল্প নয় জীবন কাহিনি/ ২৯৬
এতিমের অশ্রু/ ৩০০

সূচিপত্র

সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা/ ৩০৫
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ/ ৩০৮
মুঠোফোন/ ৩১৩
চোখের গুনাহ/ ৩১৮
আমানতের খেয়ানত করো না/ ৩২৩
করো না ভিক্ষা/ ৩২৮
উম্মুল কুরআন/ ৩৩৪
বাঁচতে চাই/ ৩৪০
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা/ ৩৪৬
ধূমপানে বিষপান/ ৩৫০
ভ্রান্ত আক্বীদা/৩৫৭
শাফায়াতের বিভ্রান্তি/ ৩৬২
তাওহিদের গুরুত্ব/ ৩৬৭
প্রবৃত্তির ধোঁকা/ ৩৭৩
শরিয়তের আলোকে ইছালে সওয়াব/ ৩৮০
ধোঁকার দুনিয়া/৩৮৬

পারের দিশারি

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ভাই
দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে চাই
মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে তারে
কাজে বাস্তবায়ন করো পরে
ঈমান বলতে এটাই তবে
পারের দিশারি পরকালে হবে।

জীবনের সফলতার চাবি তাই
ঈমানের মাঝেই খুঁজে পাই
মুমিনের যত কর্মকাণ্ড রবে
ঈমানকে ঘিরেই পরিচালিত হবে।

ঈমান আনা যতটা সহজ হয়
ধরে রাখাটা এতো সহজ নয়
ঈমানি মৃত্যু হবে যার
পরকালের সফলতা শুধুই তার
মুমিন বান্দা জান্নাতে যাবে
জাহান্নামে গেলেও ক্ষণস্থায়ী হবে।

মারেফাতে-রব-দ্বীন-রাসুল (স:)
এ হলো ঈমানের তিন উসূল
পরিপূর্ণ ঈমানকে তবে
দণ্ডায়মান এর উপরই পাবে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে
ঈমানের দাবি অনেকেই তোলে
শুধু মৌখিক স্বীকৃতিই ঈমান নয়
কালেমাকে অন্তরে বসাতে হয়
বিশ্বাস যখন দিলে রবে
কর্মেও তা প্রকাশ পাবে।

কালেমা উৎকৃষ্ট জাতের বৃক্ষ ভবে
যার সুদৃঢ় মূল জমিনে রবে
শাখা-প্রশাখা খুঁজতে যাবে
আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত পাবে
পরশ পাথর কালেমা তবে
সংস্পর্শে খাঁটি সোনা হবে।

এমনই জাদু কালেমাতে রয়
সকল সমস্যারই সমাধান দেয়
পরকালের ব্যবসার মূলধন তবে
এরই মাঝে লুকানো পাবে
শাশ্বত এ কালেমার জন্য হায়
দোজাহানেই মুমিন সফলতা পায়।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাই
দু'টি ধাপ রয়েছে ভাই
লা ইলাহায় 'না-বোধক' পাবে
ইল্লাল্লাহতে 'হাঁ-বোধক' রবে।

একাধিক মাবুদকে অস্বীকার করে
সমস্ত সমকক্ষকে বাতিল ধরে
'তাগুতকে' বর্জনে করে নাও
গায়রুল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দাও
ঈমানের শর্তকে মেনে নিবে
ইবাদত শুধুই আল্লাহর হবে।

তাগুত যখনই বিদায় হবে
খালি অন্তরে স্রষ্টাকে বসাবে
দু'টি ধাপই যুগপৎ হলে
ঈমানের বাতি উঠবে জ্বলে
জীবন তোমার আলোকিত হবে
শিরকের অন্ধকার নাহি রবে।

ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত ঈমানকে পাই
ঈমানের পূর্বশর্ত তাগুতমুক্ত দিলকে চাই
'তাগুতকে' হটানোর মানে তবে
শিরক-কুফর-নিফাকির অবসান হবে।

হাল জমানার অবস্থা পাই
পরিপূর্ণ ঈমান মানুষের নাই
রবের ইবাদত যদিও করে
তাগুতের বিশ্বাস পুষে অন্তরে।

অবস্থা যার এমন হবে
নিভুনিভু বাতিই ঈমানের পাবে
মিটমিটে এমন আলোতে ভাই
পুলসিরাত পাড়ির সুযোগ নাই।

'ওয়াহদানিয়াতের' সাক্ষ্য দিবে
আল্লাহর তাওহিদ স্বীকৃতি পাবে
সৃষ্টি-প্রতিপালন-পরিচালনায় তবে
একক হিসেবেই তাঁকে মানতে হবে
ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য তাই
'গায়রুল্লাহর' কোনো ইবাদত নাই।

কাফির-মুশরিক ইবাদত করে
আল্লাহর সাথে 'গায়রুল্লাহকেও' ধরে
'তাওহিদের' জ্ঞানের অভাব তাই
মুমিন হতে পারে নাই।

এমন মুসলমানও সমাজে রয়
মসজিদে ঠিকই হাজিরা দেয়
ঈমানের দাবি রাখে অন্তরে
সেজদা-মানত মাজারেও করে

মুশরিক ও এদের মধ্যে ভাই
মূলে কোনো পার্থক্য নাই।

'লা শারিকের' সাক্ষ্য দিলে
শিরক থেকে মুক্তি মিলে
ইবাদতের যোগ্য এক আল্লাহ ভবে
অংশীদার বানালে মুশরিক হবে।

'দ্বীন' বলতে আল্লাহর ইবাদতকেই পাই
শরিয়তের বাহিরে কোনো ইবাদত নাই
'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহর' দাবি এটাই
নবীর তরিকায় সমস্ত ইবাদত চাই
আল্লাহর বিধানের সত্যায়ন হবে
সমাজে 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠা পাবে।

মুমিন যদি হতে চাও
ঈমানকে আগে বানিয়ে নাও
ঈমান যদি খাঁটি রবে
অল্প আমলেই নাজাত পাবে।

ঈমান যার বেঠিক পাই
'আবেদ' হয়েও জান্নাত নাই
বান্দার জান্নাত-জাহান্নাম তবে
'ঈমান' দিয়েই নির্ধারণ হবে।

পেট যদি ভালো রবে
ডাল ভাতেও স্বাস্থ্য হবে
অসুখ পেটে থাকলে ভাই
গোস-পোলাওয়ে উন্নতি নাই।

আকিদাভ্রষ্ট একদলকে সমাজে পাই
ইবাদত-বন্দেগিতে ঘাটতি নাই
ইসলাম থেকে এরা খারিজ হয়
শিকার লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর যেমন বেরিয়ে যায়
বামে অঙ্কহীন 'শূন্যের' মূল্য নাই
ঈমানহীন আমল বৃথা তাই।

'ফেকি মাসলা-মাসায়েলের' ব্যাপারে
মতানৈক্য অবশ্যই থাকতে পারে
সমাজে এ নিয়ে দলাদলি পাই
আক্বীদা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নাই
জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা তবে
ঈমান আক্বীদায় নির্ধারিত হবে।

ঈমানের ফ্রেমে বাঁধানো এ জীবন
ভাঙা যাবে না চাইলেই মন
মৃত্যু যখন হয়ে যাবে
ঈমানই একমাত্র সঙ্গী হবে
পরকালে যত খাঁটি রবে
ঈমানই সব তরিয়ে নেবে
শেষ দায়িত্ব ঈমানের পাবে
জান্নাতে তোমায় পৌঁছে দেবে।

পারের দিশারি ঈমানকে তাই
হারানোর কোনো সুযোগই নাই
ঈমান হারিয়ে কবরে যাবে
জাহান্নাম চির ঠিকানা হবে।

তাগুতের ইবাদতকে অস্বীকার করে
ফিরলো যারা আল্লাহর তরে
সুসংবাদ তাদের জন্যই রবে
নিশ্চিত জান্নাত পরকালে পাবে।

তাওহিদের ঝাঁটা দিয়ে তাই
তাগুতকে আগে হঠাও ভাই
মুক্ত দিলে ঈমান রবে
পোক্ত ঈমান সেটাই তবে
শত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসলেও ভবে
ঈমান হারানো কঠিন হবে।

লা ইলাহা আল্লাহর 'দুর্গ' ভবে
প্রবেশ করলেই নিরাপত্তা দিবে
পারের কান্ডারি পরকালে হবে
দোজাহানের কামিয়াবি হাসিল তবে।

অন্তর নামক মোবাইলে ভাই
'ঈমানের সিম' ভরা চাই
স্রষ্টার 'নেটওয়ার্ক' পেয়ে যাবে
নইলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নই রবে।

পরকালে নাজাতের জন্য তাই
শিরক-কুফরমুক্ত ঈমানকেই চাই।

শিরকের অন্ধকার

আল্লাহর জাত-সিফাত-ইবাদতে হায়
অংশীদার মানুষ বানিয়ে নেয়
তাঁর তাওহিদে অংশীদারিত্ব তবে
শিরক বলেই গণ্য হবে
'নূহ' থেকে শেষ নবী পর্যন্ত যাবে
শিরকের বিরুদ্ধে লড়েছেন সবে।

সমকক্ষ তাঁর কেহ নাই
বানালে শিরক হবে ভাই
তাঁর হকের বিন্দুমাত্র কাউকে দেবে
শিরক বলেই গণ্য হবে

তাওহিদের বিপরীত শিরককে পাই
মহাজুলুম আসলে এটাই
তাওহিদ ও শিরক না বুঝলে তবে
পরকালে নাজাত কঠিন হবে
কুরআন দিলো স্পষ্ট ঘোষণা
হাশরে শিরক মাফ হবে না।

ডানে-বামে যেদিক তাকাই
শিরকের অন্ধকারে মানুষকে পাই
পিপীলিকার মতো ঝাঁক ধরে
ডুবছে মানুষ শিরকের সাগরে
পাপের রাজা শিরক তাই
জঘন্যতম পাপ পৃথিবীতে এটাই।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা ধরে
'সমকক্ষের' শিরক মানুষ করে
আল্লাহর ক্ষমতা শুধু তাঁরই পাই
'সমকক্ষের' যোগ্যতা কারো নাই

ইবাদত শুধু তাঁরই পাওনা
'গায়রুল্লাহর' কোনো ইবাদত হয় না।

দেখতে পাবে সমাজ ভরে
ইবাদতের চাকা উলটো ঘুরে
স্রষ্টাকে কৌশলে সাইড করে
সৃষ্টির ইবাদতই মানুষ ধরে
ইবাদতের শিরক তাতে হয়
মূলত এটাই সমাজে রয়।

শিরকের দুই বৃহৎ বাজার
ভণ্ডপীর আর যত মাজার
নিত্য হেথায় বেচাকেনা
শিরক ছাড়া আর কিছু না।

সংসারে আয়-উন্নতি চাই
ব্যবসা-বাণিজ্যে সুখ নাই
বেকারত্বের অবসান চাই
স্বামী-স্ত্রীতে মিল নাই
সন্তানের মুখ দেখতে চাই
সংসারে তো ছেলে নাই।

নির্বাচনে জিততে হবে
রাস্তায় গাড়ি নিরাপদ রবে
রোগ বালাইয়ে মুক্তি চাই
বিপদে উদ্ধার কী করে পাই।

এসব হাজত পূরণের তরে
ছুটছে মানুষ পীর-মাজারে
সেজদা-মানত-ফরিয়াদ করে।
কামায় বড়ো শিরক বস্তা ভরে।

ওলি-আউলিয়াদের অতিভক্তি করে
পীর-মাজারকে আঁকড়ে ধরে
স্রষ্টার প্রতি অপভক্তি হয়
শিরকের অপরাধ তাতে জন্মায়
স্রষ্টার ক্ষমতা সৃষ্টিকে দিয়ে
করে গর্ব পীর-মাজার নিয়ে।

আল্লাহর সাথে যে শিরক করে
আকাশ থেকে যেন ছিটকে পড়ে
পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়
নয়তো বাতাস দূরে উড়ায়
বাপদাদার ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে
যুগে যুগে শিরক মানুষ করে।

গোলাম গোলামের কাছে ভাই
ফরিয়াদের কোনো ভিত্তিই নাই
যখন যা দরকার হবে
সরাসরি রবের কাছেই চাবে।

নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও তাই
আল্লাহ বিনে ফরিয়াদ নাই
গোলামের কাছে চাইতে যাবে
ইবাদতের শিরক তাতে হবে।

পীর-মাজারের ক্ষমতা নাই
মানুষের হাজত পূরণে ভাই
ভুল করেও যদি কিছু চাবে
মুশরিক বলে গণ্য হবে
দেওয়া না দেওয়ার মালিক একাই
‘গায়রুল্লাহর’ কোনো ক্ষমতা নাই।

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতায় আল্লাহকেই পাই
অংশীদারিত্বের 'ইখতিয়ার' কারো নাই
নবী-পীর-আউলিয়া ক্ষমতা রাখে
এমন আক্বীদায় শিরক থাকে।

সেজদা পীর-মাজারে দিলে
মানত-ফরিয়াদ সেরে নিলে
বড়ো শিরকের পাপ এতে হলো
নিশ্চিত ঈমান হারিয়ে গেল।

সেজদা-মানত-ফরিয়াদ ইরাদত ভবে
একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত পাবে
এসব কেবল তাঁরই পাওনা
'গায়রুল্লাহর' কোনো ইবাদত হয় না।

এমন আবেদও সমাজে রয়
ইবাদত বন্দেগিতে রাত কাটায়
সকাল হতে না হতেই হায়
'খাজা বাবার' মদদ চায়।

ওলি-আউলিয়াকে 'কুতুব' ভাবে
বড়োপীর 'গাউসুল আজম' তবে
এমন কর্ম যার রবে
মুশরিক বলেই গণ্য হবে।

জীবনে যত চাওয়া রবে
সরাসরি রবের কাছেই হবে
ভায়া-মিডিয়া নির্ধারণ হলে
শিরকের পাপে জড়িয়ে গেলে।

"আলিমুল গায়িব" আল্লাহকে পাই
গায়রুল্লাহর গায়েব জানা নাই
পীর-আউলিয়া গায়েব জানে
এমন বিশ্বাসে শিরক আনে।

বড়ো শিরক করলে তবে
পূর্বের সমস্ত ইবাদত 'ডিলেট' হবে
ঈমান তার নাহি রবে
কাফির মুশরিক বনে যাবে।

ভবিষ্যতের কোনো ইবাদতও তাই
কবুলের কোনো আশাই নাই
মহাজুলুম শিরক থেকে ভাই
মুমিনকে দূরে থাকা চাই।

আল্লাহ চাইলে অপরাধ সব
হাশরে তিনি করবেন মাফ
শিরকের অপরাধের ক্ষমা নাই
কুরআনে ঘোষণা পরিষ্কার পাই
নবীরাও যদি শিরক করে
ক্ষমা তবুও মিলবে নারে।

যদিও তোমায় হত্যা করে
টুকরো করে জানে মারে
আগুনে পুড়িয়ে করে ছাই
তবুও শিরক করো না ভাই।

বড়ো শিরকের মামলায় তবে
শুনানির সুযোগও নাহি পাবে
সরাসরি জাহান্নামের হুকুম হবে
সেথায় বান্দা চিরকাল রবে
মুশরিকের জন্য জান্নাত নাই
আল্লাহ হারাম করেছেন তাই।

শিরক না করে চলে যাবে
নিশ্চিত জান্নাত পরকালে পাবে
শিরকের পাপ থাকলে ভবে
জান্নাতকে হারাম করেছেন 'রবে'।

শিরক থেকে বাঁচতে হলে
তাওহিদের বাতি জ্বালো দিলে
ভণ্ডবাবা আর মাজার ছাড়ো
তওবা-ইস্তেগফার আজই করো
জীবদ্দশায় খাঁটি তওবা হবে
শিরকের অপরাধও ক্ষমা পাবে।

সবচেয়ে বড়ো জুলুম শিরক রয়
শিরকে আল্লাহ অপমানিত হয়
আসুন সবাই শপথ করি
শিরকমুক্ত জীবন গড়ি।

আরকানুল ঈমান

আরকানুল ঈমান বলতে ভাই
ঈমানের খুটিসমূহকে পাই
আল্লাহর তাওহিদে রবে দৃঢ় বিশ্বাস
যতদিন থাকে তোমার শ্বাস
সবার স্রষ্টাই আল্লাহ খালিক
গোপন-প্রকাশ্যের তিনিই মালিক।

প্রতিপালন তিনি একাই করেন
কোনো সৃষ্টির ধার না ধারেন
তাঁর গুণাবলি শুধু তাঁরই
নাই তাতে কারো অংশীদারী।

ইবাদত শুধু তাঁরই পাওনা
গায়রুল্লাহর কোনো ইবাদত হয় না
সৃষ্টির ইবাদত করলে ভাই
শিরকের গুনাহ তাতে কামাই
তাঁর ক্ষমতার করে তুলনা
শিরকের ফাঁদে কেউ পড়ো না।

নবী-রাসুলদের বিশ্বাস করো
দ্বীনের নবীর রাস্তা ধরো
তাঁর দেওয়া তরিকা মতো
করো ইবাদত আছে যত
তরিকা কারো ভিন্ন হলে
আমল খাবে 'বিদাতে' গিলে।

সব কিতাবই বিশ্বাস করো
আমলের জন্য কুরআন ধরো
এমনই গ্রন্থ এটা ভাই
সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

আল্লাহর বিধান আল কুরআন
মানবো এলেও ঝড় তুফান
সঠিকভাবে কুরআনকে জেনে
হাদিস মোতাবেক যাবো মেনে।

ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি
রাখবে সেদিক বিশ্বাসের দৃষ্টি
আল্লাহর হুকুম পালন করে
যুগের পর যুগ ধরে
স্রষ্টার নিষ্পাপ সৃষ্টি হিসেবে
মানুষের ভালো চাহে নীরবে।

তকদির মোদের চিরসাথি
বিশ্বাস বিনে নাইকো গতি
ভালো-মন্দ যাকিছু হয়
মেনে নিতে হবে নিশ্চয়
তকদিরের ফয়সালার বিপক্ষে তাই
'যদি' শব্দের কোনো ব্যবহার নাই।

যদি না থাকে পরকালের ঈমান
কেমনে সে হবে মুসলমান
কুরআন হাদিসের ভাষা এমন
মৃত্যুর পরেও আছে জীবন।

কর্ম যাহা করলে ভবে
'পাই টু পাই' বুঝে পাবে
শেষ দিবসে সুরাহা হবে
বেহেশতে নাকি দোজখে যাবে।

মুমিন হতে হলে ভাই
আরকানের বিশ্বাস পুরোপুরি চাই
একটার প্রতিও অবিশ্বাস হবে
ঈমান তোমার নাহি রবে।

ঈমান যদি না হয় খাঁটি
আমল সবই হবে মাটি
পরকালে জান্নাত পেতে তাই
আরকানুল ঈমানের বিকল্প নাই।

মুমিন-মুসলমান

নসিহত কিছু মোরে করো ভাই
আমি মুমিন-মুসলমান হতে চাই
আল্লাহর বিধানে আত্মসমর্পণ হবে
মুমিন-মুসলমান বনে যাবে
নামের মুসলমান যে হবে
পরকালে নাজাত নাহি পাবে।

স্রষ্টার সামনে নত হবে
নতশিরে নিজেকে সঁপে দিবে
আল্লাহর তাওহিদকে মেনে নেবে
শিরক থেকে সদাই দূরে রবে।

আদেশ সবই মেনে যাবে
নিষেধ থেকে সদাই দূরে রবে
আক্বীদাহ-ইবাদত-উপার্জন-নীতিআদর্শে তবে
আপসহীন নিজেকে রাখতে হবে
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাই
আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা মানা চাই।

নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে
একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে
প্রকৃত মুসলমান তো সেই ভবে
জান্নাতের আশা পরকালে রবে
মুসলমান বলতে সাধারণভাবে হায়
মুমিন মুসলমানকেই বুঝানো হয়।

সমাজ ঘুরলে দেখা যায়
নামের মুসলমানই বেশি রয়
মুমিন-মুসলমান খুঁজতে যাবে
হাজারে হয়তো দু'চারজন পাবে।

অধিকাংশ মুমিনকেই দেখা যায়
রবের সাথে কৃত্রিম সম্পর্ক রয়

কতিপয় ফরজ-নফল আমল ধরে
মুসলিম নিজেকে দাবি করে।

ত্রুটিপূর্ণ এমন ঈমানে তবে
ঘুস-দুর্নীতির মোকাবিলা কঠিন হবে
নামাজ-রোজা-হজ যদিও করে
পাপ কাজ কভু নাহি ছাড়ে।

প্রকৃত মুমিন হতে তাই
ঈমানের সাথে তাক্বওয়া চাই
তাক্বওয়ার শক্তি এমনই রবে
হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

সৎ কাজে আনন্দ পায়
মন্দ কাজে কষ্ট হয়
এহেন অবস্থা প্রমাণ করে
আছে ঈমান তার অন্তরে।

ঈমানকে সবার আগে ধরো
শিরক-বিদাত পরিহার করো
মুমিনের ভিত্তি ঈমান তাই
ঈমান বিনে মুসলমান নাই।

ফরজ-ওয়াজিব-সুন্নত তবে
নবির তরিকায় আদায় হবে
হারাম কাজ ছেড়ে দিবে
ইবাদতের ছওয়াব তাতেও পাবে।

আদেশের আমলে 'আবেদ' হবে
নিষেধ মানলে 'মুত্তাকি' ভবে
মুমিন মুসলমান হতে তাই
উভয় আমলই একসাথে চাই।

মুসলমান ব্যক্তির মুসলমানিত্ব তবে
'মুয়ামেলাতের' কষ্টি পাথরে যাচাই হবে
ব্যবসা-লেনদেন-উপার্জনে তাই
শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ চাই।

জীবনের বাস্তবতার ফাঁদে পড়ে
হারাম উপার্জন মুসলমানও করে
সুদ-ঘুস-জুলুমের তরে
অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ে।

বাহ্যিক আমল দেখে তবে
ঈমানদার অনেককেই মনে হবে
উপার্জনের ক্ষেত্রে এসে ভাই
অনেকের মাঝেই ভেজাল পাই
মুমিন-মুসলমান যে হবে
শতভাগ হালাল রুজিই খাবে।

ধনসম্পদ-অর্থের প্রতি তাই
মানুষের লোভের শেষ নাই
যার হাতে যখন যাবে
সেই নিজেকে মালিক ভাবে।

কে কত মুমিন মুত্তাকি ভবে
লেনদেনই তার পরিচয় দেবে
অর্থসম্পদ লেনদেনে তাই
মুমিনকে স্বচ্ছ থাকা চাই।

হাজি সাহেবের দোকানে যাবে
ভেজাল পণ্য সাজানো পাবে
ক্রেতারা তাকে পরহেজগার জেনে
আসল দামে নকল কিনে।

আল্লার ভয় নাই অন্তরে
মুমিন হলে কেমন করে
ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তবে
সততাই মুমিনের পুঁজি হবে।

মাবাবা-আত্মীয়-প্রতিবেশী রবে
ভালো ব্যবহার সবাই পাবে
হাশরের মাঠে যেদিন যাবে
‘ব্যবহারই’ সবচেয়ে ভারী আমল হবে।

বান্দার হক যত রবে
‘পাই টু পাই’ মিটিয়ে দিবে
মুসলমানের জবান-হাত থেকে তবে
অন্য সবাই নিরাপদ রবে।

ভালো কাজে আনন্দ পায়
মন্দকাজ মনে কষ্ট দেয়
ঈমানের লক্ষণ এটা তবে
মুমিন বলেই গণ্য হবে।

খাঁটি মুমিনের চরিত্র এমন
ফুল পবিত্র থাকে যেমন
হাসি মুখে সত্য কথা বলে
বিনয়-নম্রভাবে সদাই চলে
আমানতের খিয়ানত করে না ভাই
ওয়াদা পালনে সচেষ্ট সদাই।

ইনসাফ করে কথা বলে
সত্য-ন্যায়ের পথে চলে
বিপদ-আপদে অধৈর্য নয়
গরিব-দুঃখীরা করুণা পায়।

জালিমের জুলুম হজম করে
ক্ষমা করে দেয় তারে
মুমিন-মুসলমান হতে তাই
এমন আখলাকই সবার চাই।

এসব গুণাবলি যার মধ্যে রবে
মুমিন-মুসলমান সেই তো ভবে
অভিভাবক হিসেবে স্রষ্টাকে পাবে
জীবনের অন্ধকার ঘুচে যাবে।

নবীর হাদিস শোননি তবে
এমন জামানার আগমন হবে
মসজিদ ভরা মুসল্লি রবে
মুমিন খুঁজে নাহি পাবে
সকালবেলা মুমিন রবে
সন্ধ্যায় কাফির বনে যাবে।

হাল জামানার অবস্থাও তাই
নামাজির অভাব সমাজে নাই
কষ্টি পাথরে যাচাই হ'লে
খাঁটি মুমিনের হদিস কমই মিলে।

হাজারো মুসলিমকে সমাজে পাই
ঈমান-ইসলামের সাথে সম্পর্ক নাই
প্রবৃত্তি ও শয়তানের গোলামির পরে
মুমিন নিজেকে দাবি করে।

ঈমান-আমল ঠিক চাই
তাক্বওয়ায় কোনো ঘাটতি নাই
সবর দিলে থাকতে হবে
দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাবে
মুমিন-মুসলমান হতে তাই
ঈমান-তাক্বওয়া-সবর-আমল চাই।

নফসের উপর যে ক্ষমতাবান
সেই তো সত্যিকারের মুসলমান
মুমিন অবস্থায়ই মৃত্যু চাই
ইসলামের বিধান এমটাই
হাশরে জান্নাতের প্রত্যাশা রবে
নামের মুসলমান দিশেহারা হবে।

উপার্জনে হালাল-হারাম

মৌলিক চাহিদা মানুষের রয়
পূরণে অর্থ-কড়ি দরকার হয়
পৃথিবীতে চলতে হলে ভাই
রুজি-রোজগার তাই তো চাই।

জীবন-জীবিকার জন্য তবে
উপার্জনের অনেক রাস্তাই পাবে
মুমিন-মুসলমান হিসেবে তাই
ইচ্ছাস্বাধীন উপার্জনের সুযোগ নাই
শরিয়ত মাফিক রোজগার হবে
হালাল উপার্জন সেটাই ভবে।

"আপসে জু আতা হায়
ওয়ে বিলকুল হালাল হায়"
এমন থিওরি বিশ্বাস করে
মুসলমানও আজকাল রুজি করে।

অনেক বকধার্মীককে সমাজে পাই
উপার্জনে কোনো বাছবিচার নাই
নামাজ-রোজা ঠিকই করে
অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে।

সুদ-ঘুস-জুলুম তাই
সবই এখন বৈধ পাই
হারামকে হালাল হিসেবে ধরে
শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম করে।

হারাম এক লোকমাও হায়
খাবার যদি পেটে যায়
'চল্লিশ' দিন অবধি নামাজ তবে
কবুল নাহি করা হবে।

হালাল উপার্জন ফরজ ভবে
মেহেনত প্রয়াস চালাতে হবে
এমন মেহেনতকারী মুমিন তবে
স্রষ্টার ভালোবাসা কুড়িয়ে পাবে
আল্লাহর নির্দেশ মুমিনকে তাই
হালাল উপার্জনই খাওয়া চাই।

দশ দিরহামে কাপড় নেবে
এক দিরহামও যদি 'হারাম' রবে
কাপড় যতদিন পরনে আছে
নামাজ-রোজা সবই মিছে
হালালের সাথে হারাম মিশাবে
পুরোটাই তোমার হারাম হবে।

'নফস' ধোঁকা দিবে হায়
হালাল হারাম বিষয় নয়
সম্মান নিয়ে চলতে ভবে
অর্থ-সম্পদ দরকার হবে।

"ধন নাই যার
মান নাই তার"
সম্পদ সম্মানের প্রতীক নয়
ইসলাম শিক্ষা এমনই দেয়।

নবীর হাদিস বলেছে তবে
এমন দিনের আগমন হবে
দু'হাতে সম্পদ কামিয়ে যাবে
হালাল-হারাম খোঁজ না নিবে।

মুসলমানও আজকাল রোজগার করে
হালাল হারামের ধার না ধারে
অবস্থাদৃষ্টে বুঝি তাই
সেদিন এসে গেছে ভাই।

রাসুল (স:)-মুমিন-সকল মানুষকে ভাই
আল্লাহর নির্দেশ শুধু একটাই
হালাল উপার্জন করে যাও
পবিত্র ও হালাল খাও।

খাদ্য-পোশাক-পানীয় তাই
হারাম উপার্জনে কিনেছো ভাই
শরীরের রক্ত-মাংসে তোমার
মিশে আছে হারাম খাবার।

আরাফার মাঠে আজীবন ধরে
কী লাভ হবে আকুতি করে
'বাইতুল্লাহর গিলাপে' কাঁদলেও তবে
ফরিয়াদ নাহি কবুল হবে
পবিত্র ও হালাল বিনা
গ্রহন তিনি করেন না।

জোর-জুলুম-অন্যায় করে
কামালে যাহা জীবন ভরে
সবই একদিন ছেড়ে যাবে
স্ত্রী-সন্তানে লুটে খাবে।

হাশরের মাঠে সেদিন তবে
হিসেব তোমাকেই দিতে হবে
যাদের জন্য চুরি করলে ভবে
তারাই তোমায় চোর বানাবে।

পাপের দায়ভার কেউ না নেবে
প্রত্যেকেই নিজ কর্মে দায়ী হবে
সম্পদ-সন্তান কোনোটা তাই
সে-দিন ধরা দিবে না ভাই।

হারাম টাকায় হজ-জাকাত হবে
সবই তোমার বৃথা যাবে
হারাম উপার্জনকারীর দোয়া ইবাদত তাই
কবুলের কোনো আশাই নাই।

হারাম উপার্জন সদকা করে
পুণ্য কামাই হবে নারে
সংসারে খরচ করলেও তবে

আয়-বরকত নাহি পাবে
মৃত্যুর সময় রেখে যাবে
জাহান্নামের পাথেয় পরকালে হবে।

হারাম উপার্জন করে খাবে
ত্রিমুখী ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে
আল্লাহর হকে টান পড়ে
বান্দার হকও নষ্ট করে
বন্দেগি সবই বিফলে যায়
মানব জীবনটাই বৃথা হায়।

হারাম খাওয়া অভ্যাস যার
ইবাদতের যোগফল 'জিরো' তার
নাজাতের আশায় নামাজরোজা করে
জাহান্নামের ফয়সালা পাবে হাশরে।

হারামের আধিক্যে মানুষ মুগ্ধ হয়
হালাল-হারাম কখনই সমান নয়
হালাল উপার্জন ফরজ যেমন
হারাম বর্জনও ফরজ তেমন।

হাশরে হিসাব দিতেই হবে
কোন পথে সম্পদ কামালে ভবে
হারাম রুজির রক্তমাংস
দোজখে পুড়েই হবে ধ্বংস।

কুরআন হাদিসে স্পষ্ট বুঝি
ইবাদত কবুলে হালাল রুজি
হালাল উপার্জনের খাবার খাবে
বাদে ইবাদত করে যাবে।

রুজি-রোজগার হারাম হলে
নামাজ-রোজা যাবে বিফলে
ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত তাই
হালাল রুজি করো ভাই।

হালাল খাবার যদি খাবে
দেহ ও মন সুস্থ রবে
হারাম খাবার খেলে তবে
অকল্যাণ ও ধ্বংসে গিলে নেবে
হারাম খাদ্যের বিরূপ প্রভাবে
ইবাদতের আগ্রহ হারিয়ে যাবে।

চিরস্থায়ী ভোগের রাস্তা ধরো
ক্ষণস্থায়ী আরাম হারাম করো
পরকালের কথা চিন্তা করে
সমুদয় হারাম দাও ছেড়ে।

ইসলামের বিধান মেনে নাও
পবিত্র ও হালাল খাও
হালাল রুজির বরকত নিবে
কষ্টের মাঝেও আত্মতৃপ্তি পাবে।

ফরজ নামাজ জামাতে সারো
রুজির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ো
ফরজের পর আরেক ফরজ
হালাল রুজির করো গরজ।

মুমিন-মুসলমান অধিকাংশই হায়
পরকালে যদিও বিশ্বাসী রয়
প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে
বিবেককে নিয়েছে ভোঁতা করে
জাহান্নামের ভয় থাকলেও তাই
বাঁচার চেষ্টা বাস্তবে নাই।

আল্লাহকে ভয় করো ভাই
মরণের কথা স্মরণে চাই
হারাম উপার্জন কবিরা গুনাহ
তওবা বিনে মাফ হবে না
বান্দার হক মিটিয়ে দাও
খাঁটি তওবা করে নাও।

হারামের চিপাগলি ছেড়ে ভাই
হালালের কাঁটাযুক্ত রাজপথই চাই
হারামে আরাম নাই
হালাল উপার্জনই খাওয়া চাই
হালাল উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু রবে
পরকালে সে জান্নাত পাবে।

হারাম উপার্জনকারী যদি হবে
দুনিয়াতেও শান্তি নাহি পাবে
রোগ-ব্যাধিতে ঘিরে ধরে
প্রাকৃতিক দুর্যোগে যায় পড়ে
পরকালও তার ধ্বংস হবে
শেষ ঠিকানায় জাহান্নাম পাবে।

হলাল উপার্জনের রাস্তা ধরি
ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ি।

প্রচলিত শিরক ও মুসলমান

'বারো আউলিয়ার' দেশে ভাই
শিরকের খনি পেয়েছে সবাই
প্রত্যেকেরই কাজে ও কথায়
শিরকের গন্ধ পাওয়া যায়
মুমিন হওয়া সত্ত্বেও তাই
অধিকাংশ মানুষকেই মুশরিক পাই।

গণক-জ্যোতিষীতে বিশ্বাস রয়
ভাগ্য নির্ধারণ পাখিতে হয়
অষ্ট ধাতুর আংটি নিবে
অসুখ-বিসুখ নিরাময় হবে
রত্ন-পাথর ব্যবহারে তবে
ভাগ্যের পরিবর্তন এনে দেবে।

যাত্রাকালে যদি বাধা পায়
একটু সময় বসে যায়
এ সময় পিছু ডাকলে হায়
যাত্রা অশুভ তাতে হয়
পথে খালি কলসি পাবে
শুভ যাত্রা অসুভ হবে।

ঝাড়ুর আগে বিক্রি নয়
এমন বিশ্বাসই দোকানির রয়
বউনির কাস্টমার বাকি নাই
এক টাকা হলেও নগদ চাই
শুরুতেই যদি বাকি দেবে
বাকিতে বাকিতেই সারাদিন যাবে।

ব্যবসায় বরকত পেতে চাই
সন্ধ্যায় আগর বাতি জ্বালাই
প্রথম কাস্টমার লক্ষ্মীসোনা
ফেরত কভু দেওয়া যাবে না।

লোহা-ম্যাচ-রসুন সঙ্গে রবে
গর্ভবতী মহিলা নিরাপদ ভবে
চন্দ্র গ্রহণের সময় তাই
গর্ভবতীকে কিছু খেতে নাই
জবাই-কাটাকাটি করলে তবে
গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হবে।

ড্রাইভার গাড়িতে উঠার পরে
'স্টেয়ারিং' আগে সেলাম করে
মাজারে টাকা দেওয়া চাই
নইলে দুর্ঘটনা 'মিস' নাই
ড্রাইভারটা পাকা ছিল তাই
এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম ভাই।

'শূন্যে' লেনদেন অশুভ পাই
লক্ষ একটাকা মহারাণা চাই
শনি-মঙ্গলে বিয়ে নাই
রবিবারে বাঁশ কেটো না ভাই
প্যাঁচা ডাকলে বিপদ হয়
রাতে লেনদেন শুভ নয়।

আপনার কথাই হচ্ছিল তবে
হায়াত আছে বলতে হবে
হোঁচট খেলে উপায় নাই
কপালে দুর্ভোগ আছে তাই।

বাচ্চা বিছানায় পেশাব করে
তাবিজ নিলে যায় সেরে
রোগ বালাই সারার তরে
তাবিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে।

বাচ্চার কপালে 'টিপ' রবে
বদনজর থেকে বেঁচে যাবে
বারবার সন্তান মরে তাই
'ফেলানী' নাম রেখেছে ভাই
কানটাও দিয়েছে ফোঁড়া করে
যাতে করে আর না মরে।

ডান হাতের তালু চুলকালে পরে
আসবে টাকা পকেট ভরে
বাম হাত যদি চুলকায় ভাই
বিপদের আশঙ্কা করে সবাই।

চুল নখ কাটার পরে
মাটির নীচে পুঁতে তারে
পড়া দাঁত ইদুরের গর্তে দেবে
সুন্দর দাঁত উপহার পাবে।

কার মধ্যে কী জানা নাই
ন্যাংটা বাবাকে ভজে অনেকেই
পরীক্ষার দিন 'ডিম' খাবে
খাতায় বড়ো গোল্লা পাবে
পরা জামা সেলাই করে
অসুখ-বিসুখে ধরে তারে।

আগে আল্লাহ পরে আপনি ভাই
এমন কথাই শুনতে পাই
আল্লাহ ও আপনি চাবেন যাহা
করতে রাজি আমরা তাহা।

আল্লাহর জন্যই দান হয়
'দানবীর' খ্যাতিও পেতে চায়
ধর্ম যুদ্ধে প্রাণ দিলে
মানুষ যাতে 'শহিদ' বলে
দ্বীনি এলেম শিখেছো ভাই
'আলিম' যাতে বলে সবাই।

'ছেঁড়া জুতা' গাড়িতে ঝুলাবে
বদনজর থেকে বেঁচে যাবে
ভাঙা পাতিল-ছেঁড়া জুতা লটকাবে
শস্যক্ষেত্র সঠিক হেফাজতে রবে।

মেয়েটা জন্ম নেওয়ার পরে
এসেছে 'লক্ষ্মী' আমার ঘরে
'মাজারের তবারক' যদি খাবে
অনেক বরকত তাতে পাবে।

'ব্যাঙ' ডাকলে বৃষ্টি হয়
এমন কথাই মুরুব্বিরা কয়
স্ত্রীর দোষেই মেয়ে হয়
সন্তান আল্লাহর হাতে নয়
স্বামীর মৃত্যু ঠেকাতে তাই
স্ত্রীকে 'নাকফুল' পরা চাই।

ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে নাই
আয়ু এতে কমে ভাই
গালে হাত দিয়ে বসে রবে
দুঃখ-অসুখের কারণ হবে
যমজ কলা যদি খাবে
সন্তান যমজ হবেই তবে।

খানা 'একবার' নাহি নেবে
বউয়ের কিলে মৃত্যু হবে
ঝড়-জলোচ্ছাস যাকিছু হয়
প্রকৃতির কারণেই ঘটে যায়।

এমন হাজারো শিরক তবে
খুঁজতে গেলে সমাজে পাবে
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাই
শিরক ঢুকে রয়েছে ভাই
এহেন অবস্থায় মৃত্যু হবে
শেষ গন্তব্যে জাহান্নাম পাবে।

প্রত্যেক এসব কুসংস্কারে তবে
আক্বীদার ভেজাল খুঁজে পাবে
হয় 'অমঙ্গলের' আভাস রবে
নয়তো 'অশুভের' দুঃসংবাদ দেবে।

'শুভ-অশুভ' যার হাতে
'মঙ্গল অমঙ্গলও' তাঁরই সাথে
ভালো-মন্দ তাঁরই তরে
না বুঝেই মানুষ শিরক করে।

অযথা অপ্রয়োজনে তাই
কেন শিরক করো ভাই
নিজের ঈমানকে চাঙ্গা করো
শিরকি বুলি আজই ছাড়ো।

যত অপরাধই করো না ভবে
পরকালে ক্ষমার আশা রবে
শিরকের অপরাধ ক্ষমা হবে না
স্রষ্টার রয়েছে পরিষ্কার ঘোষণা
'ছোটো শিরক' হলেও তবে
জাহান্নামের শাস্তি পেতেই হবে।

জীবদ্দশায়ই সঠিক তওবা পড়ি
সমস্ত শিরক পরিহার করি
আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে
এমন আশ্বাসও রয়েছে তবে।

তাওহিদের ঝান্ডা হাতে ধরি
শিরকমুক্ত সমাজ গড়ি।

ঈমানের গুরুত্ব

অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি তবে
অটল বিশ্বাস থাকতে হবে
ঈমান এরই নাম পাই
সর্বোত্তম নিয়ামত জীবনে এটাই।

এমন দৌলত ঈমান ভাই
তুলনা যার ধরাতে নাই
এক মজবুত অবলম্বন ঈমানকে পাবে
নিশ্চিত গন্তব্যে পৌঁছে দেবে
মুমিনের প্রতি আল্লাহ সন্তোষ্ট রবে
নিজেই তাদের অভিভাবক হবে।

জীবনে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি চাবে
ঈমানের মাঝেই খুঁজে পাবে
ঈমান পরকালের ব্যবসার মূলধন হবে
জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নেবে।

ঈমান জীবনের চালিকা শক্তি
ঈমানই মুক্তির মূল ভিত্তি
জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা তবে
ঈমান দিয়েই নির্ধারিত হবে।

ঈমান না আনা ব্যক্তি হায়
নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হয়ে যায়
শয়তান তার বন্ধু হবে
হেদায়েত কভু নাহি পাবে।

জেনে রেখো মুসলিম ভাই
শুধু আমলে মুক্তি নাই
সবার আগে যদি তাই
নিজের ঈমানকে না শুধরাই
ঈমানকে প্রত্যাখান করলে তবে
সমস্ত আমলই বিফলে যাবে।

নামাজ-রোজা সবই করি
রাত্রি জেগে তাহাজ্জুত পড়ি
হিসেব করে জাকাত ধরি
বান্দার হক নাহি মারি
বছর বছর হজে যাই
আমলে কোনো ঘাটতি নাই।

সুদ-ঘুস এড়িয়ে চলি
হক কথা সদাই বলি
ওয়াদা করলে কোনো কিছু
পালন করতে হই না পিছু।

আমানত যদি কেহ রাখে
ফেরত দেই চাওয়ার আগে
খাঁটি মুসলিম আমি ভাই
ইবাদতে কোনো ঘাটতি নাই।

সরল পথে সদাই চলি
মিথ্যে কিছু নাহি বলি
'ফিসাবিলিল্লাহর' ব্যবসা ধরি
এতিম মিসকিনদের কদর করি।

নিজের স্বার্থ রেখে ভাই
পরের উপকার করে যাই
বন্দেগিতে কোনো ঘাটতি নাই
'আবেদ' বলেই জানে সবাই।

এত আমল করি আমি
তবুও নারাজ অন্তর্যামী
বন্দেগি আমার হয় না কবুল
গোড়ায় নাকি রয়েছে ভুল।

কুরআন হাদিস ঘেটে পাই
আমল আছে তো ঈমান নাই
ঈমান যদি অন্তরে রবে
তবেই না আমল কাজে দেবে।

ঈমান ছাড়া আমল এমন
তলাবিহীন ঝুড়ি যেমন
আজীবন আমল করে যাবে
আমলনামা তোমার নেকিশূন্য রবে
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা হবে
চিরকাল তুমি শুধুই পস্তাবে।

ঈমান যার আছে ঠিক
তাকাবে না সে দিগ্‌বিদিক
আমল যাহা করে যাবে
বহুগুণে তার বদলা পাবে।

পুরুষ কিংবা মহিলা নাই
নেক আমল যে করবে ভাই
ঠিকানা তার জান্নাত হবে
যদি তার ঈমান রবে।

ঈমান নিয়ে কবরে যাবে
কবরের আজাব মাফ পাবে
ঈমানের জ্যোতি সঙ্গে রবে
নিমিষেই পুলসিরাত পাড়ি দেবে
সমস্ত ঘাঁটি তরিয়ে তবে
ঈমানই তোমায় জান্নাতে নেবে।

সমাজ ঘুরলে দেখা যাবে
নামাজ-রোজার কদর পাবে
পারের কান্ডারি ঈমানের তাই
মানুষের কাছে কদর নাই।

অধিকাংশ মানুষই আমরা ভাই
ঈমানি দুর্বলতায় ভুগছি সদাই
আক্বীদার ভিত্তি শক্ত করি
শিরক-কুফরমুক্ত ঈমান গড়ি।

বেহেশত যদি পেতে চাও
ঈমানকে ঠিক করে নাও
ঈমান আমল দুই ভাই
কারো ছাড়া কেহ নাই।

ঈমানকে আগে শিক্ষা করো
নেক আমলের জিন্দিগি গড়ো
পরিপূর্ণ মুমিন হতে তাই
নেক আমল অবশ্যই করা চাই
আমলে ঘাটতি যখনই হবে
ঈমানেও কমতি দেখা দেবে।

ঈমান হলো ইসলামের ভিত্তি
মুমিনের জীবনের চালিকা শক্তি
ঈমান হলো দ্বীনের আলো
পথহারাকে পথ দেখালো
মুসলিমের জীবনে ঈমান এমন
দেহের জন্য মাথা যেমন।

খাঁটি ঈমানদার যে হবে
সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে যাবে
পাপী মুমিন হলে তবে
শাস্তির পরে আশা রবে
ঈমানই যদি না থাকে ভাই
জান্নাতের কোনো আশাই নাই।

ঈমানের ছিনতাইকারী শয়তান ভবে
সুযোগ পেলেই ছিনতাই হবে
ঈমান যেসব কারণে হারায়
দূরে তা থেকে রবে নিশ্চয়।

সর্বাধিক জেনো ঈমানের মূল্য
নাহি কিছু ইহার তুল্য
জিন্দিগি আজি সফল হলো
জ্বললে হৃদয়ে ঈমানের আলো
ঈমানকে বেহেশতের চাবি পাই
ঈমান বিনে বেহেশত নাই।

যারা তাদের ঈমানকে ভাই
শিরকের সাথে মিশায় নাই
হেদায়েত প্রাপ্ত তারাই ভবে
নিরাপত্তা তাদের জন্যই রবে
পরকালে নাজাত পেতে তাই
শিরকমুক্ত ঈমানই থাকা চাই।

ধর্ম ব্যবসা

জীবন-জীবিকা চালানোর তরে
হাজারো ব্যবসা রয়েছে পড়ে
ধর্মকে পুঁজি করে ব্যবসা হয়
ধর্ম ব্যবসা তারেই কয়।

স্রষ্টার সাথে প্রতারণার পরে
এমন কাজও মানুষ করে
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যাবে
দেশজুড়ে এর 'নেটওয়ার্ক' পাবে।

ধর্মের বিশ্বাস পুঁজি ধরে
ভণ্ডরা ব্যবসা যাচ্ছে করে
পরেছে লেবাসটা ধর্মের ভাই
নেপথ্যের ইতিকথা জানে সবাই
ঈমান-আমল বলতে নাই
সম্বল বলতে শুধু গদিটাই।

ধর্ম ব্যবসায় লিপ্ত যারা
ইবলিস শয়তানের দোসর তারা
মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে
চলছে ব্যবসা দেশজুড়ে।

বছর বছর 'ওরস' করে
নাজরানা দিয়ে পকেট ভরে
নিরীহ মানুষ ধোঁকায় পড়ে
সহায়-সম্বল দিচ্ছে তারে
বিনা পুঁজির ব্যবসা তাই
এমন সুযোগ কোথাও নাই।

ভণ্ডদের দখলে এখন দেশ
দুর্বল মুমিনের ঈমান শেষ
গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষ
এদের নামে বড়োই বেহুঁশ

হাশরের দুর্দিনে হায়
বাবার ভরসায়ই নাজাত চায়।

যাচাই বাছাই নাহি করে
ভণ্ড বাবার ফাঁদেই পড়ে
হাত ধরে যেই 'বায়াত' হলো
ঈমান-আমল সবই গেল।

সংসারে স্বচ্ছলতা নাই
দামি গোরু 'ওরসে' চাই
সহায়-সম্বল বিক্রি করে
বাবাকেই আগে খুশি করে
পেটটা বাবার সামনে বাড়ে
বাবা অচল পেটের ভারে।

জীবনের বাস্তবতায় দেখা যায়
জন্মদাতা তার অনাহারে রয়
অসুস্থ মাতা ঘরে পড়ে
চিকিৎসা বিনে যাচ্ছে মরে।

বাবা ভরসা দিয়েছে মোরে
তরিয়ে নেবে রোজ হাশরে
আমি অধমের চিন্তা নাই
বাবার খেদমতে ব্যস্ত সদাই।

মারেফাতের কথা বলে
শরিয়তকে শিকেয় তুলে
নামাজ-রোজা ছেড়ে দিয়ে
আছে ঈমানের দাবি নিয়ে
গান-বাজনা-ফুর্তি করে
স্রষ্টার ভয় নাহি অন্তরে।

শরিয়তের বিধানকে পরিবর্তন করে
খেয়াল খুশিমত নিয়েছো গড়ে
মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছো তাই
তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার পাই।

বিশেষ বিধান 'শরিয়তের' উপরে
স্রষ্টা প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানুষেরে
এরই অনুসরণ করা চাই
অজ্ঞদের অনুসরণে লাভ নাই।

তারা তো খেয়াল-খুশি মতো চলে
অনুমান আন্দাজে কথা বলে
সত্যের মোকাবিলা অনুমান তবে
সে-দিন কাজে নাহি দেবে।

কুরআন-হাদিস ঘেটে যাবে
'শরিয়তের' বিকল্প রাস্তা না পাবে
ধর্ম ব্যবসা যাচ্ছো করে
পাবে না ছাড়া রোজ হাশরে
সমস্ত কর্মেরই হিসেব হবে
নিশ্চিত ধরা সেদিন খাবে।

পরকালের কথা চিন্তা করো
ধর্ম ব্যবসা আজই ছাড়ো
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও
সঠিক জীবনে ফিরে যাও।

হালাল ব্যবসা করে খাও
ধর্মকে অন্তত রেহাই দাও।

জন্মসূত্রে মুসলমান

বাপ-দাদা মুসলমান ছিল
মুসলমানের ঔরসেই জন্ম হলো
জন্মসূত্রে আমি মুসলমান
স্রষ্টার এক বড়ো অবদান।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে পরে
হতো জন্ম বেদ্বীনের ঘরে
তাঁর রহমত হয়েছে তাই
মুসলিমের ঘরেই জন্মেছি ভাই।

জন্মসূত্রের মুসলমান তাই
নিয়মিতই গোরুর মাংস খাই
ইব্রাহীম খলিল নাম আমার
মুসলমান হতে বাকি কী আর।

সমাজ সংসারের দিকে তাকাই
অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা এটাই
ঈমান আমল বলতে নাই
মুসলমানের দাবিতে সোচ্চার সবাই
পৈতৃক সম্পত্তি মুসলমানিত্ব নয়
ওয়ারিস সূত্রে মিলে যায়।

ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণই হবে
যদিও সে মূর্খ রবে
পীরের ছেলে পীরই হয়
যদিও সে যোগ্য নয়।

ইসলাম এমনই ধর্ম ভাই
জন্মসূত্রের মূল্য গৌণ পাই
মুসলমানের সন্তান মুসলমানই হবে
এমন বিধান নাহি তবে।

যুগে যুগে অনেক পাবে
অমুসলিমের ঘরে জন্মেছে ভবে
আল্লাহ-রাসুলের (স:) আনুগত্য করে
মুসলিম বনে গেছে পরে।

এমন ঘটনাও সমাজে রয়
মুসলিমের ঘরের সন্তান হায়
স্রষ্টার আনুগত্যকে অস্বীকার করে
হিন্দু-খৃষ্টান বনেছে পরে
মানুষ কর্মের জন্য দায়ী হবে
জন্মের জন্য নয় তবে।

জন্মসূত্রের মুসলিম ভাই
ইসলামে তোমার স্থান কই
ঈমানের ভিসা লাগাতে হবে
তবেই না মুসলিম বনে যাবে
পাসপোর্ট আছে ভিসা নাই
এমন পাসপোর্ট মূল্যহীন পাই।

জন্মসূত্রের ওসিলায় তবে
সমাজে মুসলমানের মর্যাদা পাবে
পরকালে ফায়দা পেতে তাই
মুমিন মুসলমান হওয়া চাই।

হোক না জন্ম যার ঘরে
আল্লাহর ভয় রাখে অন্তরে
ঈমানকে যে আঁকড়ে ধরে
স্রষ্টার ইবাদতই শুধু করে
খাঁটি মুসলমান সেই হবে
জন্মসূত্র বিফলে যাবে।

ঈমান আমল বিনে তাই
'জন্মসূত্রে মুসলমান' টিকবে না ভাই।

আমি এক ভণ্ডপীর

আমি এক ভণ্ডপীর
তবুও মুরিদের আছে ভিড়
কুরআন-হাদিস যাকিছু জানি
বাস্তবে তা কমই মানি।

বাবা ছিলেন পীর সাহেব
সেই সুবাদে আমি নায়েব
গদিনসিন পীর তাই
ঈমান-আমলের জোর নাই।

গ্রামে-গঞ্জে দালাল ভরা
প্রচার-প্রসার চলে কড়া
ফোনে-ফোনে আলাপ করি
চাপার জোরে মুরিদ ধরি
ঠগবাজি আর ধোঁকায় ভাই
আমার কোনো জুড়ি নাই।

"পীর নাই যার
শির নাই তার
জান্নাতের উকিল পীর হবে
পীর বিনে জান্নাত নাহি পাবে"
এমন ধোঁকায় ফেলে ভাই
নিরীহ লোকদের দলে ভিড়াই।

বছরে দু'টা ওরশ করি
নাজরানা দিয়ে পকেট ভরি
বিনা পুঁজির ব্যবসা তাই
কামাই রুজির ঘাটতি নাই
ঠগবাজি আর ধোঁকায় ভাই
আমার জুড়ি কমই পাই।

দুষ্ট জিনদের বসে আনি
দেশ-বিদেশের খবর জানি

ভক্তরা তাই মহা খুশি
বাবা মোদের কামেল বেশি
ঠগবাজি আর ধোঁকায় হায়
আমার জুড়ি মিলানো দায়।

নারী-পুরুষ একসাথ করি
বাতি নিভিয়ে জিকির ধরি
মহিলা মুরিদ ভক্ত বেশি
হাত-পা টিপে করে খুশি
আমার মতো ভণ্ড ভাই
বর্তমান সমাজে অভাব নাই।

পার্থিব যত হাজত আছে
পাবে সবই আমার কাছে
শয়নে-স্বপনে-জাগরণে
বাবার ছবি রাখবে মনে
তোমার ক্বলব সদাই তবে
পীরের দিকেই 'মুতয়াজ্জু' রবে।

নামাজ-রোজা-আমল করে
নাজাত কেহ পাবে নারে
খাও-দাও-ঘুমাও রাতে
নাজাত সে তো আমার হাতে।

অনেক পাপ করেছো তাই
ক্ষমার ইচ্ছা মওলার নাই
নিজ দায়িত্বে সুপারিশ করে
তরিয়ে নেবো রোজ হাশরে।

'ডিসের লাইন' ঘরে তাই
হিন্দি সিরিয়াল 'মিস' নাই
দেরিতে ঘুম থেকে উঠি
নামাজ-রোজাকে দিয়েছি ছুটি
নামি-দামি হাকাই গাড়ি
ব্যবসা সবই দুই নাম্বারি।

পীরের নামে ভণ্ডামি ধরি
দমে-দমে নামাজ পড়ি
গানবাজনা আর ফুর্তি করি
শরিয়তের ধার নাহি ধারি
মারেফাত নিয়েই আছি তাই
পরকাল নিয়ে ভাবনা নাই।

"ভণ্ডরা পথভ্রষ্ট না করলে পরে
থাকতাম মোরা দ্বীনেরই উপরে"
হাশরে ভক্তদের এ অভিযোগ তবে
কৌশলে বাবারা এড়িয়ে যাবে।

"হেদায়েতের বাণী আসারও পরে
স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্ট করেছো নিজেরে
তোমরাই এজন্য দায়ী তাই
আমাদের কোনো দোষই নাই"
পীর-মরিদরা হাশরে এভাবেই তবে
পরস্পরে দোষারোপ করে যাবে।

ইসলামের বিধান মানো হায়
সঠিক রাস্তা এসব নয়
শরিয়তই একমাত্র রাস্তা ভবে
সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

মারেফাত-তরিকত-হকিকত তাই
হাজারো রাস্তা দেখতে পাই
ভ্রান্ত পথ এসব তবে
ভুল গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

জমি-জমা কিনতে যাবে
নির্ভেজালটাই খুঁজে সবে
বাজারে পণ্য কিনতে ভাই
আসল-নকল বাছে সবাই।

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই হায়
বিচক্ষণতার পরিচয় মানুষ দেয়
ধর্মের বেলায় এসে তাই
বোকা বনে যায় সবাই
জান্নাতের রাস্তা বাইপাস করে
জাহান্নামের পথই শেষে ধরে।

সমাজ সচেতন মানুষ তুমি
আজও বুঝনি 'ভণ্ড' আমি
ভ্রান্ত পথ ছেড়ে দাও
শরিয়তকেই শুধু বেছে নাও
শেষ গন্তব্য জান্নাত পাবে
মানবজীবন সফল তবে।

আজই ছাড়ো আমার নীড়
আমি এক ভণ্ডপীর।

মাজার পূজা

মাজার-দরগা-রওজা তবে
সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন নাম পাবে
ভারতবর্ষে মাজার বলতে হায়
পীর-আউলিয়াদের সমাধিক্ষেত্রকেই বুঝায়।

মাজার জিয়ারতের সুযোগ হলে
পরিষ্কার ধারণা রাখবে দিলে
মৃতের মাগফেরাতের দোয়াই শুধু করবে ভাই
কিছু চাওয়ার কোনো সুযোগ নাই।

মাজার জিয়ারতের বৈধতা পাই
পূজার বিধান ইসলামে নাই
শিরকের উৎস খুঁজতে যাবে
মাজার পূজাই 'লিডার' ভবে।

সমাজটা শিরকে ডুবেছে ভাই
মাজার পূজারির অভাব নাই
জীবনের কোনো সমস্যার তরে
হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাজারে
সৃষ্টিকর্তাকে 'মাইনাস' করে
মাজারটাকেই আঁকড়ে ধরে।

"ইয়া মেরে খাজা হে
মেরে মতলবকো পুরা করদে"
নাফরমানি করে স্রষ্টার তরে
নির্লজ্জভাবে চাইছো মাজারে।

জীবনের যত হাজত আছে
পাবে সবই রবের কাছে
মাজারের কাছে যদি চাই
শিরকি গুনাহ তাতে কামাই
তোমার হাজত পূরণে ভাই
মাজারওয়ালার কোনো ক্ষমতা নাই।

আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট পাই
মাজারের কোনো ভূমিকা নাই
তাঁর উপরই ভরসা হবে
সমস্ত কাজই পৌঁছে দেবে।

ধর্মান্ধরাই শুধু বিশ্বাসী রয়
মাজারওয়ালার দ্বারা সবই হয়
বুজুর্গের আত্মা মৃত্যুর পরে
শক্তিশালী রূপ ধারণ করে।

মানুষের হাজত পূরণে তাই
কুতুবের ক্ষমতার শেষ নাই
সেজদা-মানত-ফরিয়াদ সেরে
মাজার কেন্দ্রিক শিরক করে।

সাঁতার না জানা ব্যক্তি হায়
সাগরে পড়লে যেমন অসহায়
মানুষ যখন মরে যায়
এর চেয়েও বেশি অসহায় রয়।

মাজারওয়ালার ক্ষমতা নাই
তোমার আরজি শোনে ভাই
হাশরে আল্লাহর প্রশ্ন হবে
"ভক্তের ডাক শুনেছো কবে।"

মাজারওয়ালা বলবে এটাই
"আমার তো কিছুই জানা নাই"
মুশরিকরা ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপরে
স্রষ্টাকে ছেড়ে মাজার ধরে।

মাজারকে যদি খুঁজতে যাবে
রাস্তার পাশেই অধিকাংশ পাবে
মাজারওয়ালা খুব গরম তাই
ড্রাইভার-হেলপারকে আতঙ্কে পাই
পিছে গাড়ি উল্টে দেয়
ভয়েই কিছু দিয়ে যায়।

নির্বোধ মানুষেরাও বাড়াবাড়ি করে
অনেক পেয়েছি মাজার ধরে
সবই ভুল ধারণা তাই
মাজারের দেওয়ার ক্ষমতা নাই।

নিয়ামত সবই আল্লাহর তরে
মাজার কী করে দেবে তোমারে
স্রষ্টা 'ক্ষমতা' কাউকে দিয়েছে
এমন ধারণা পুরোটাই মিছে।

দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর একাই
মাজারের কোনো বাহাদুরি নাই
মাজারে যদি তুমি নাও যেতে
ভাগ্যের নিয়ামত ঠিকই পেতে
কথায় বলে "ঝড়ে বক পড়ে
ফকিরের নাকি কেরামতি বাড়ে।"

মাজার পূজা মুমিন করে
মুশরিক হয়ে ফিরলো ঘরে
পূর্বের নেক আমল যত ছিল
সবই আজ 'ডিলেট' হলো।

সামনে যত করবে আমল
সেটাও তোমার হবে না কবুল
এমনই পাপ করলে ভাই
ঈমান-ইসলাম কোনোটাই নাই।

নিঃসন্তান তুমি আজীবন রবে
মাজারের কাছে নাহি চাবে
রোগ-ব্যাধিতে যদি মৃত্যুও হয়
আরোগ্যের জন্য মাজার নয়।

কন্যা সন্তান নিয়েই জীবন কাটাবে
ছেলের জন্য মাজারে না চাবে
যত কষ্টে বিপদেই থাকো না ভাই
মাজারকেন্দ্রিক কোনো ইবাদত নাই।

মুসলিম ভাইয়েরা আজও বুঝনি
মাজার হলো শিরকের খনি
শিরক সবচেয়ে কঠিন পাপ
হাশরের মাঠেও না হবে মাফ
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা হবে
সেখানে মুশরিক চিরদিন রবে।

তওবা-ইস্তেগফার করে নাও
সঠিক দ্বীনে ফিরে যাও
আল্লাহও ক্ষমা করে দেবে
জীবনের সফলতা খুঁজে পাবে।

মসজিদকেন্দ্রিক জীবন গড়ি
মাজার পূজা পরিহার করি।

সুদ এক ভয়াবহ অভিশাপ

আরবি শব্দ 'রিবাকে' ভাই
ফারসিতে 'সুদ' বলে সবাই
অভাবীকে কিছু ঋণ দিয়ে
বাড়তি অর্থ নিলে হাতিয়ে।

ঋণকৃত মূলধনের উপর তবে
নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত যা দেবে
'সুদ' এরই নাম তাই
ইসলামে সুদ হারাম পাই।

একই জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে যবে
কমের বিনিময়ে বেশি নেবে
অতিরিক্ত যে অংশ আদায় হয়
সুদ ছাড়া কিছু নয়
পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে ভাই
অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই সুদ পাই ।

যে ঋণ মুনাফা টানে
ইসলাম তাকেই 'সুদ' জানে
লাভের আশায় ঋণ দিয়ে
সুদের অভিশাপে গেলে জড়িয়ে।

জাহেলি যুগের আলামত পাই
সুদি কারবারে জড়িত সবাই
এনজিও-বিমা-ব্যাংকে যাবে
সুদের হিসেব কষতে হবে
জীবনের কঠিন দুর্দিনেও তাই
সুদছাড়া ঋণ মিলবে না ভাই।

সুদনির্ভর এ সমাজ ব্যবস্থায়
ধার-কর্য পাওয়াও দায়
মহাজনে টাকার ব্যবসা ধরে
চড়াহারে সুদ আদায় করে

সমাজ শোষণের হাতিয়ার তাই
সুদের বিকল্প কিছুই নাই।

দেশজুড়ে গ্রামে-গঞ্জে ভাই
এনজিওর কোনো অভাব নাই
সেবার নামে শোষণ করে
খাচ্ছে লুটে সামাজটারে
নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত নাই
সুদি কারবারে জড়িত সবাই।

হতদরিদ্র মানুষগুলোকে তাই
'ক্ষুদ্রঋণে' জর্জড়িত পাই
কিস্তির বোঝা টানতে যেয়ে
কাটছে দিন খেয়ে না খেয়ে।

শহর এলাকায় খুঁজতে যাবে
'লোনের' বাড়িই অধিকাংশ পাবে
পেনশনের টাকা সঞ্চয় ব্যুরোতে খাটে
সুদে সংসার চলে ডাটে।

ব্যাংকের টাকা ঋণ করে
উচ্চবিত্তরা শিল্প কারখানা গড়ে
গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায়
সুদে জমিও মানুষ লাগায়।

দেখবে যদি সমাজ ঘুরে
সবাই 'সুদি মহাজনকে' ঘৃণা করে
"বৈরাগী কয় ফকিরকে তাই
ভিক্ষে কেন করো ভাই।"

আল্লাহর জিকির মুমিনের মনে
মহাজন দমে দমে টাকাই গুনে
সুদের পাওনা অনাদায় রয়
মহাজন তাতে খুশিই হয়
সুদে-আসলে মূলধন ধরে
চক্রবৃদ্ধি হারে আদায় করে।

অনেকেরই মিছে 'আর্গুমেন্ট' রয়
ঋণ ছাড়া চলা সম্ভব নয়
সুদের পক্ষে যুক্তি প্রদান হায়
সুস্থ মানুষিকতার পরিচয় নয়
রিজিকের মালিক আল্লাহ ভবে
হালাল পথে খুঁজলেও পাবে।

মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যত
বেচাকে নাও সুদের মতো
এমন খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে
সুদের ব্যবসায় যাচ্ছে জড়িয়ে
ব্যবসা করা হালাল যেমন
সুদ খাওয়া হারাম তেমন।

অনেক ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান রয়
সুদকে মুনাফা বলে চালায়
সুদ আর মুনাফা হায়
কখনো এক জিনিস নয়।

'মুনাফা' করতে হলে তবে
ব্যবসা অবশ্যই করতে হবে
এটা করার জন্য ভাই
পণ্য-মূল্য-ক্রেতা-বিক্রেতা চাই
ব্যবসার প্রশ্ন যেখানেই পাবে
লাভ-লোকসান দু'টোই রবে।

সুদের সম্পর্কটা শুধুই তাই
ঋণ ও সময়ের সাথে পাই
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নেবে
নির্দিষ্ট হারে বাড়তি দেবে।

সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত তাই
লোকসানের কোন ঝুঁকি নাই
মুনাফাকে আল্লাহ হালাল করে
সুদকে হারাম করেছেন পরে।

সুদ বিনিয়োগ হ্রাস করে-
বেকার সমস্যা যায় বেড়ে
সুদে উৎপাদন হ্রাস পায়
দ্রব্যমূল্য তাতে বেড়ে যায়
মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা কমে
জীবনে অভাব অনটন নামে।

সুদখোরের আত্মার মৃত্যু ঘটে
মানবিক গুণ থাকে না তাতে
এরা স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হয়
মৃত্যুকেও ভয় নাহি পায়
মানুষকে জুলুম-অত্যাচারের পরে
সুদের টাকা আদায় করে।

সুদ জুলুম ছাড়া কিছু নয়
পরিশোধের চিন্তায় পাগলপারা হায়
শেষ রক্ষা না হলে পরে
আত্মহত্যার পথ অনেকেই ধরে।

এতিমের বিলাপ-বিধবার আহাজারিতে
পাষাণ হৃদয় গলে না তাতে
ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে
সুদের টাকা আদায় করে।

সুদে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়
ধনী আরও ধনী হয়
গরিব ভিখারী বনে যায়
মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি সম্পদ হাতায় ।

শর্তে ঋণ ধনী দেশগুলো দেয়
গরিব দেশ যাতে নির্ভরশীল রয়
পুঁজিবাদী এই অর্থনীতিকে তাই
ইসলাম হারাম করেছে ভাই।

সুদ হারাম জানারও পরে
হালাল ভেবে জড়িয়ে পড়ে
কুফরি কাজ সেটা তবে
নিশ্চিত ঈমান নাহি রবে।

সুদখোর আর সুদদাতা যারা
দোজখের আগুনে জ্বলবে তারা
সুদের লেখক ও সাক্ষী হবে
সমান শাস্তিই হাশরে পাবে
সুদের এক 'দিরহাম' হাতে ধরা
ত্রিশবারের অধিক জিনা করা।

সুদের হলো 'সত্তর' গুনাহ
জেনেও মানুষ মানতে চায় না
সবচেয়ে ছোটো গুনাহ এমন
মায়ের সাথে 'জিনা' যেমন।

সুদের ব্যবসা যারা করে
পাগল বনে উঠবে হাশরে
বিশাল বড়ো পেট হবে
বিষাক্ত সাপে ভর্তি রবে।

যারা গরিবের রক্ত চুষে যাবে
জাহান্নামে রক্তের নদীতেই হাবুডুবু খাবে
তীরে ভিড়তে যখনই যাবে
পাথর মেরে ভাগিয়ে দেবে।

বিবেকশূন্য মানুষগুলো হায়
এরপরও কী করে সুদ খায়
সুদ খাওয়া কবিরা গুনাহ
জাহান্নামই হবে শেষ ঠিকানা।

সুদ অর্থনৈতিক অভিশাপ ভবে
বেরিয়ে এখেকে আসতেই হবে

সুদে সম্পদ দৃশ্যত বাড়ে
মূলে বরকত নষ্ট করে।

ধ্বংসাত্মক কাজ এটা তবে
সুদখোর নিঃস্ব হবেই হবে
সুদের এলাকায় বসবাসও নিরাপদ নয়
আজাব-গজবের আছে যে ভয়।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে না খেয়ে রবে
প্রয়োজনে ভিক্ষা করে খাবে
তবুও সুদে জড়াবে না ভাই
ইসলামের বিধান এমনটাই।

পরকালকে অন্তরে ভয় করো
সুদি কারবার আজই ছাড়ো
নইলে হাশরে যুদ্ধ হবে
আল্লাহ-রাসুল (স:) বিপক্ষে রবে।

বান্দার হক সুদে নষ্ট
পরকালে তাতে বাড়বে কষ্ট
হকের দাবি মিটিয়ে দাও
তওবা ইস্তেগফার করে নাও।

সুদে ঋণ না দিয়ে তবে
সুদবিহীন ঋণ মানুষকে দেবে
ঋণগ্রহীতা যদি অভাবী রবে
স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেবে
উত্তম পন্থা যদি চাও
ঋণকে সদকা হিসেবে দাও।

আসুন সবাই স্লোগান ধরি
সুদমুক্ত অর্থনীতি গড়ি।

দুবাই যামু

হ্যালো হ্যালো মক্কি মামু
টাকা দাও দুবাই যামু
হাতে নাই নগদ ক্যাশ
ধার-দেনা করা শেষ
সম্বল শুধুই বসতবাড়ি
ভাবছি সেটাও দিবো ছাড়ি।

সংসারের সুখ চিন্তা করে
অনেকেই আজকাল বিদেশ করে
ফ্রি ভিসায় বিদেশ যেয়ে
ফিরছে কেওবা ধরা খেয়ে।

কাউকে আবার পুলিশে ধরে
ছাড়া পায় বছর পরে
অনেকেই পালিয়ে কাজে রয়
সেখানেও পুলিশের 'রেট' হয়।

বিদেশ বিপাকের অবস্থা পাই
শ্রমিকের মূল্যায়ন করে না সবাই
অনেকের আচরণই অমানুষের মতো
মিসকিন বলে ডাকে শত।

অনেক দুঃখ-কষ্ট করে
কাটছে জীবন বিদেশ পড়ে
বেতনপাতি যাকিছু পাই
বাদেও করি বাড়তি কামাই
থাকা-খাওয়ায় কষ্ট করি
পাঠাই সবই শ্বশুর বাড়ি।

কষ্টে টাকা যে উপার্জন করে
খরচ করতে তারই পুড়ে
সুবিধাভোগীরা দেখা যায়
বাতাসে টাকা উড়িয়ে দেয়
অনেক স্ত্রী-সন্তানও এমন রয়
বন্ধু-বান্ধবীদের আড্ডায় টাকা উড়ায়।

বছর পাঁচেক কেটে গেলে
ধারদেনা শোধ না হলো
বউয়ের কথার যাতনা যবর
কমই রাখি বাবা-মার খবর।

কষ্টের কথা কী আর বলি
বউটা শেষে গেছে চলি
সহায়-সম্বল সবই নিয়ে
ভিন গেরামে করছে বিয়ে।

নতুন বউকে ফেলে ঘরে
বছর চুক্তি বিদেশ করে
ডলার-দিনারের নেশায় পড়ে
স্ত্রীর হক নষ্ট করে
আর্থিক স্বচ্ছলতা হয়তো হবে
হুমকির মুখে সংসার রবে।

বউকে রেখে দুরে রবে
'চার মাসের' অনুমতি পাবে
হাদিসের বিধান এমনই রয়
না মানার কারণেই এমনটি হয়।

বিদেশ করার জন্য তাই
ব্যাচেলর লাইফই উত্তম ভাই

ডলার-দিনার কামিয়ে এসে
বিয়ের পিঁড়িতে বসো শেষে
ধর্মের বিধান আঁকড়ে ধরো
সামর্থের পর বিয়ে করো।

ঈমানের ভিত শক্ত গড়ো
নামাজ-রোজার পাবন্দি করো
স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা অটুট রবে
সংসার নাহি ভেঙে যাবে।

হ্যালো হ্যালো মক্কি মামু
আর নাহি দুবাই যামু।

জালিমের পরিণতি

কারো ন্যায্য অধিকার থেকে
বঞ্চিত তুমি করলে তাকে
যার যা পাওনা ছিল ভাই
তাকে তা দেওয়া হয় নাই।

কোনো জিনিস অপাত্রে রেখে
কিংবা একজনের জিনিস দিলে অন্যকে
আল্লাহর বিধান এতে লঙ্ঘিত হয়
জুলুম ছাড়া কিছু নয়।

ন্যায়ভাবে কাজটা না ধরে
অন্যায়ভাবেই দিলে করে
জুলুমের শুরু এভাবেই ঘটে
জালিমের উপর আল্লাহর 'লানত' বটে।

শিরকের অপরাধ করে বেড়ায়
আল্লাহর নামে মিথ্যে কসম খায়
শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা দেয় মেরে
ছেলেমেয়ের মাঝে বৈষম্য করে
আল্লাহর বিধানের বাহিরে রাষ্ট্র চালায়
বড়ো জালিম এরাই হায়।

কাফির-মুশরিক-মুনাফিক রয়
আল্লাহর বিধান অমান্যকারী হয়
ইসলামের শত্রুকে বন্ধু বানায়
সামাজিক অপরাধ করে বেড়ায়
মানুষকে যারা পথভ্রষ্ট করে
সত্যকে মিথ্যা হিসেবে ধরে।

কুরআন থেকে যারা মুখ ফিরায়
সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি করে বেড়ায়
সবাই এরা জালিম ভবে
উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

প্রথম জালিম ‘কাবিল’ ছিল
যার হাতে জুলুম ধরাতে এলো
ইসলামে জুলুম বলতে হায়
আল্লাহ-বান্দা-নিজের প্রতি জুলুমকে বুঝায়।

নফসের গোলামি করে যাবে
আল্লাহর সাথে নাফরমানি হবে
গায়রুল্লাহর ইবাদত মানুষ ধরে
আল্লাহর সাথেই জুলুম করে।

পাপকাজে মানুষ জড়িয়ে পড়ে
নিজের উপরই জুলুম করে
সমাজের অধিকাংশ মানুষকে ভাই
এমনই জালিম দেখতে পাই।

কারো শারীরিক-মানসিক-আর্থিক ক্ষতিতে
বান্দার হক নষ্টের জুলুম বটে
বাহিনী-ক্ষমতা-অর্থের দাপটে
এমন জুলুম নিত্য ঘটে।

কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী পরে
দুর্বল-সংখ্যালঘুকে নির্যাতন করে
দমন নিপিড়নের নাম ধরে
জুলুম-অত্যাচার যায় করে
রাজনৈতিক জুলুম একে বলে
বর্তমানে যা অহরহ চলে।

অন্যায়-অবিচার-শোষণ-নির্যাতন রয়
চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই হয়
সুদঘুস-চাঁদা-টেণ্ডারবাজি হবে
জোরপূর্বক জমি-ফ্ল্যাট দখলে নেবে
বান্দার হকের জুলুম এসব পাই
জালিমের অভাব সমাজে নাই।

নৈতিক চরিত্রের করে অবনতি
ঘটেছে মানুষের পার্থিব উন্নতি
বিবেক-বুদ্ধির হয়েছে অবসান
জালিম তাই তো পশুর সমান।

বিত্তবানের নির্যাতনে গরিব মরে
ক্ষমতাবানরা পাবলিকের ঘাড়ে ধরে
রিকশাওয়ালার ভাড়া কম দিয়ে
ধমক মেরে দিলে ভাগিয়ে
'বুয়ার' সামান্য ভুলের তরে
গরম খুন্তির ছ্যাঁকা গৃহকর্তী মারে।

জোর-জুলুম-প্যাঁচে ফেলে
'এক বিঘত' জমিও নিলে দখলে
হাশরের মাঠে গলায় তবে
'সাত তবক' জমি লটকানো হবে।

বনের বাঘে ধাওয়ালে পরে
পালিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে
মানুষ বাঘে যদি ধরে
মরার পরেও এক ঘা মারে
মানুষ যখন জালিম হয়
বন্যপ্রাণীকেও সে হার মানায়।

আল্লাহর উপর জুলুম হবে
জীবদ্দশায় তওবায় মাফ পাবে
বান্দার উপর জুলুমে ভাই
তওবায় মাফের সুযোগ নাই।

বান্দা থেকে মাফ আগে নেবে
তবেই না তওবা কাজে দেবে
বান্দা যদি মাফ না করে
আল্লাহর ক্ষমাও মিলবে নারে।

সমাজের দুর্বল-অসহায় যারা
জালিমের মূল টার্গেট তারা
মানুষের অধিকার করে খর্ব
জালিম হিসাবে যত গর্ব।

সমাজটা জালিমের স্বর্গরাজ্য পাই
জুলুম ঠেকানোর কেহই নাই
হাটে-ঘাটে-অফিসে যাবে
জুলুমের মহোৎসব দেখতে পাবে।

যে যার অবস্থানে থেকে তবে
জুলুম-অত্যাচার করছে ভবে
বিচিত্র এ ধরাতে তাই
জালিমের কোনো ধর্মই নাই।

জুলুমের ভয়াবহতা দেখে হায়
অনেক সময় মানুষ বিভ্রান্ত হয়
"এমন বাড়া গেছে বেড়ে
আল্লাহ দেখেও দেখে নারে।"

জালিমকে বাড়তে দেওয়া হয়
এর অর্থ কিন্তু ছাড় নয়
আল্লাহ তাই তো জ্ঞাতসারে
বাড়তে সুযোগ দিয়েছে তারে।

ছাড় দেওয়া হয়েছে তাই
ছেড়ে দেওয়া হয় নাই
কঠিন পাকড়াও আল্লাহর হবে
দেরিতে হলেও টের পাবে।

আল্লাহ নিজের উপরও তাই
জুলুমকে হারাম করেছেন ভাই
বান্দার জন্যও নিষিদ্ধ পাই
পরস্পরে জুলুম করতে নাই।

ধরাধামে কান পাতলে তবে
নিপীড়িতের আর্তনাদ শুনতে পাবে
মজলুমের বদদোয়া থেকে বাঁচো ভাই
আল্লাহ ও মজলুমের মাঝে পর্দা নাই।

নিপীড়িতের বদদোয়া হায়
বুলেটের গতিতে কবুল হয়
মজলুম পাপী কিংবা বিধর্মীও রবে
আরজি তবুও কবুল হবে।

যুগে যুগে জালিমের তাই
আগমন পৃথিবীতে ঘটেছে সদাই
ফেরাউন-নমরুদ-হামান তবে
জালিমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভবে।

স্রষ্টার রোষানলে পুড়ে ভাই
ধ্বংস হয়ে গেছে সবাই
তোমার ধ্বংসও সময়ের ব্যাপার
জুলুম-অত্যাচার করো নাকো আর।

পরকালের ভয় উঠে গেছে
দুনিয়ার মোহে মানুষ মত্ত আছে
কোনো যুক্তি দিয়েই তাই
জালিমকে ঠেকানোর সুযোগ নাই।

চোখ দু'টো তার বিস্ফোরিত পাবে
অন্তর হতাশায় ভরে যাবে
পিছন থেকে ঘাড় 'লক' রবে
ডানেবামে ফেরার সুযোগ না হবে
এমন অবস্থা হাশরে দেখে
চিনে নেবে সবাই জালিমকে।

জুলুম হাশরে অন্ধকার হবে
জালিমের ঘাড়ে চেপে রবে
এমন সাধ্য জালিমের নাই
পুলছিরাত পাড়ি দেবে ভাই
নিজের হস্তদ্বয় কামড়িয়ে তবে
জালিমের শুধু আফসোসই হবে।

জুলুমে বান্দার হক নষ্ট
পরকালে তাতে বাড়বে কষ্ট
হকের দাবি নিয়ে তবে
মজলুম সেদিন হাজির হবে
পুণ্য তোমার হাতিয়ে নেবে
আমলনামায় শুধু পাপই রবে।

জালিমের কাঁধে ভর করে
মজলুমের জান্নাত মিলবে হাশরে
বাড়তি সুবিধা মজলুমই পাবে
জালিম সেদিন ফেঁসে যাবে।

দুনিয়াতেও জালিম শাস্তি পাবে
পরকালের পাওনা রিজার্ভ রবে
হাশরে যদি বাঁচতে চাও
জীবদ্দশায়ই ক্ষমা নিয়ে নাও।

জালিম চিরকাল রবে না ভবে
মানুষের অভিশাপ তার উপর রবে
জালিমকে জুলুম থেকে ফিরাও
প্রয়োজনীয় সাহায্য মজলুমকে দাও
শান্তির ধর্ম ইসলামে তাই
জুলুম-অত্যাচার নিষিদ্ধ পাই।

মজলুমের সাহায্যকারী আল্লাহ তাই
জালিমের কোনো সাহায্যকারী নাই
কুরআনে রয়েছে পরিস্কার ঘোষণা
জালিম কখনো সফল হবে না
নবীর সাফায়াত নাহি পাবে
পরিণতি তার জাহান্নামই হবে।

অহংকার পতনের মূল

নিজেকে বড়ো ভাবার পরে
অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ধরে
আত্মগর্বের মোহে পড়ে
সত্যকেও স্বেচ্ছায় অস্বীকার করে।

এমন বাতাস মনে এলে
মনটা মানুষের যায় যে ফুলে
এরই নাম অহংকার পাই
অহংকারীতে ভরা এ সমাজটাই।

মানুষ মাত্রই মুখাপেক্ষী রয়
অহংকার তার জন্য নয়
নিজেকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে
অহংকার তার মধ্যেই পাবে
নিজের দোষকে আড়ালে রাখে
মানুষকে হেয় চোখে দেখে।

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে পরে
নিজের কৃতিত্ব মনে করে
অন্তরটাও এতে ফেপে উঠে
কর্মেও যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

স্বার্থ নিয়ে সদাই চলে
মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে
সব বিষয়ে পারদর্শিতা দেখায়
যুক্তিতে হারতে নাহি চায়
যেকোনো বিষয়েই তর্ক ধরে
পরাজয় স্বীকার কভু নাহি করে।

আল্লাহর উপর ঈমান নাই
আনুগত্যেও তাঁর অনিহা পাই
উদ্ধতভাবে জমিনে চলে
গোড়ালির নীচে কাপড় ঝুলে
কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্তে যাবে
মতামত কারো নাহি নেবে।

দাড়িয়ে সম্মানে খুশি হয়
অতিরিক্ত কথা বলে বেড়ায়
গরিব-মিসকিনের প্রতি ঘৃণা রয়
পাপ কাজে সদাই জড়ায়।

'হাটার' সময় সবার সামনে রবে
সাক্ষাতে সালাম নাহি দেবে
উপদেশ কারো নাহি নেবে
নিজেকেই বেশি জ্ঞাণী ভাবে
সম্মান কাওকে নাহি দেয়
সবাই এরা অহংকারী হায়।

বাজার নিয়ে বাসায় ফিরে
ব্যাগটা বহনে লজ্জা করে
চাকরের হাতে বাজারটা থাকে
হাতটা ঝুলিয়ে চলে আগে।

সাধারণ পোশাকে বাহিরে যাবে
আত্মসম্মানের হানি হবে
নিজের জুতা নিজে মেরামতে হায়
'প্রেষ্টিজ' বজায় নাহি রয় ।

গঠনমূলক সমালোচনা করলেও তবে
সাথে সাথেই সে ক্ষেপে যাবে
"আমি না থাকলে পরে

সাধ্য কার এ কাজ করে”
এসব আচরণ প্রমাণ করে
আছে অহংকার তার ভিতরে।

কিছুগুণ কারো থাকলে পরে
প্রশংসারযোগ্য নিজেকে মনে করে
কেউ সামনে প্রশংসা করলে তারে
খুশিতে অন্তরটা যায় যে ভরে
এতে আসলে প্রমাণিত হয়
অহংকারের বীজ অন্তরে রয়।

সম্পদ-ক্ষমতা-এলেম-সফলতা হায়
ইবাদত-সৌন্দর্য-সম্মান-বংশমর্যাদা রয়
এগুলো নিয়েই মানুষ পরে
ধরা মাঝে অহংকার করে।

সবই আল্লাহর নিয়ামত পাই
কারও অহংকারের সুযোগ নাই
যাকে ইচ্ছা দেওয়া হবে
যাথেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেবে
আল্লাহর হাতেই সবকিছু তাই
মানুষের কোনো বাহাদুরি নাই।

কী নিয়ে অহংকার করো ভাই
নিজের বলে তো কিছুই নাই
তুমিই তোমার নিজের নও
অহংকারের ক্ষমতা কোথায় পাও
কিসের এতো অহংকার ভাই
একফোঁটা বীর্যে যার জন্ম পাই।

অহংকারের নায়ক ‘ইবলিস’ তাই
নিশ্চয়ই তাকে জানে সবাই

দাম্ভিকতার দেমাগে পড়ে
আদমকে সিজদা নাহি করে।

পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে যাবে
সাধ্যে তোমার নাহি কুলাবে
উচ্চতায় পাহাড় সম হবে
এমন ক্ষমতাও নাহি রবে
কোন সাহসের বলে ভাই
অহংকার ভরে চলো সদাই।

জীবনের যত অর্জন রবে
আল্লাহর দান সবই তবে
অহংকারের দাবিদার তাই
আল্লাহ ছাড়া কেহই নাই।

দুর্বল-অক্ষম মানুষ তাই
এক পা চলারও ক্ষমতা নাই
তবুও সে অহংকার ভরে
নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে।

অহংকারীর অবস্থার তুলনা তবে
সেই দাসের মতোই হবে
যে দাস প্রভুর মুকুট পরে
নিজেই সিংহাসনে বসে পড়ে।

অহংকার ভরে মাথা উঁচু করে
আল্লাহ টেনে নামায় তারে
নীচু হয়ে যে থাকতে চায়
আল্লাহ তাকে উপরে উঠায়।

ঘর থেকে যখনই বের হবে
নিজেকে অধম ভেবে নেবে
মুমিন ব্যক্তি সবসময়ই তবে
নিজেকে ছোটো ও নিকৃষ্ট ভাবে।

জ্ঞাণী-গুণীকে দেখতে পাই
অহংকার তার মাঝে নাই
জ্ঞানের স্বল্পতা যেখানেই রবে
অহংকার খুঁজে সেখানেই পাবে
জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে
অজ্ঞ মানুষ অহংকারে মরে।

কুরআন-হাদিস যদি মানো
অহংকার আল্লাহর চাদর জেনো
চাদর নিয়ে টানাটানি করে
কঠিন বিপদে পড়বে হাশরে।

স্বৈরাচারী অহংকারী দিমাগ করে
পিপীলিকার সাইজে উঠবে হাশরে
বিচারের ফয়সালা বিপক্ষে যাবে
জাহান্নামিদের রক্ত-পুঁজ খেতে হবে।

অহংকার পতনের মূল ভাই
কথাটা মুখে বলে সবাই
বাস্তব জীবনে খুঁজতে যাবে
অহংকারমুক্ত মানুষ কমই পাবে।

অহংকার নামক অন্তরের রোগে
সমাজের অধিকাংশ মানুষই ভোগে
অন্তরের রোগ যত রবে
অহংকার তার লিডার ভবে।

অহংকার যার অন্তরে রবে
হাশরে পুরস্কার নাহি পাবে
নিরোগ আত্মার ভিত্তিতেই তবে
মানুষের মূল্যায়ন সেদিন হবে।
অহংকার করে যে ভবে

রবের ইবাদতে বিমুখ রবে
জাহান্নাম তার ঠিকানা হবে
অচিরেই সে দেখতে পাবে।

অংহকার শুধুই পতনের মূল
বিশ্বাসে যেন না হয় ভুল
অহংকারী বিদ্বান অপেক্ষা তাই
বিনয়ী মূর্খ মহৎ সদাই
প্রকৃত মুমিন যে হবে
অহংকার অন্তরে নাহি রবে।

অহংকার থেকে বাঁচতেই হবে
ফরজে আইন এটা তবে
সরষে পরিমাণ থাকলে অহংকার
বেহেশত নসিব হবে নাকো তার
অহংকার করা কবিরা গুনাহ
জাহান্নামই হবে শেষ ঠিকানা।

তওবা-ইস্তেগফার করে নাও
আচার-আচরণে বিনয়ী হও
আগেভাগে সবাইকে সালাম দিবে
হৃদয়ের অহংকার দূর তবে
নিয়ামতের শুকরিয়া করো সব্বাই
গোলামের কোনো অহংকার নাই।

বুঝতে যেন না হয় ভুল
অহংকার সকল পতনের মূল।

বান্দার হক

মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করে
দায়িত্ব কিছু দিয়েছেন ঘাড়ে
মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার রয়
মানবাধিকার তারে কয়
ইসলামে 'বান্দার হক' বলে
অধিকাংশ মানুষই এড়িয়ে চলে।

মুমিনের দায়িত্বে দুই হক
আল্লাহর হক আর বান্দার হক
আল্লাহর হকের গুরুত্ব বেশি রয়
বান্দার হক একটু জটিল হয়
বান্দার হক যদিও ফরজ ভবে
মানুষের আমলে কমই পাবে।

বাবামা-প্রতিবেশী-আত্মীয় রবে
ভাইবোন-বন্ধুবান্ধব-গরিবদুঃখী হবে
অন্যদের কাছে এদের অধিকার রয়
বান্দার হক তারেই কয়।

আল্লাহর হকের মধ্যে তবে
সালাতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবে
বান্দার হকের বিবেচনায় যাবে
মাতাপিতার হক সবার শীর্ষে রবে।

'মেজরিটি' মুসলিমকে সমাজে পাই
পরিপূর্ণ ইসলামে দাখিল নাই
নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত ধরে
আল্লাহর হকই শুধু আদায় করে
এতেই মানুষ সন্তুষ্ট রয়
বান্দার হক করে না আদায়।

বাবা-মায়ের নাফরমানিতে হায়
মাতাপিতার হক নষ্ট হয়
স্ত্রীসন্তানের উপর জুলুম হবে
এদের হক নষ্ট তবে
আত্মীয়ের সাথে ঝগড়ায় পড়ে
সম্পর্ক দিলে ছিন্ন করে।

সীমানা ঠেলে জুলুমে হায়
প্রতিবেশীর হক খোয়া যায়
পেশিশক্তি আর ক্ষমতার বলে
অন্যের জমি নেয় দখলে
সুদঘুস-চাঁদাবাজি-জোরজুলুম হবে
পাবলিকের হক গায়েব তবে।

জাল দলিলের পেতে ফাঁদ
দুর্বলের হকে দিলে হাত
রিলিফের গম মধ্যস্বত্বভোগীর পেটে
গরিবের হক নষ্ট বটে
এতিম-অসহায়দের সম্পদ কেড়ে নিলে
হক নষ্টের পাপে জড়িয়ে গেলে।

ভাই-বোনদের করে বঞ্চিত
ওয়ারিস সম্পত্তির দখল নিশ্চিত
অনেক বাবামাই ইচ্ছে করে
সন্তানের হক দেয় মেরে
একজনকেই সব দিয়ে যায়
বাকিরা সবাই বঞ্চিত রয়।

মেয়ের হকের প্রশ্নে ভাই
অনেক মুরুব্বিকেই জালিম পাই
ছেলেকেই সব লিখে দেয়
মেয়ের জন্য শুধু দোয়াই রয়
যদি কখনো কিছু দেবে
পরিপূর্ণ হক নাহি পাবে।

অনেকেরই ছেলে সন্তান নাহি রয়
'ব্রাদারী' হক ভাইবোনেরা পায়
জালিয়াতির আশ্রয় মানুষ নেয়
মেয়েদেরকেই সব লিখে দেয়।

আল্লাহর বিধিবিধানের উপরে ভাই
কলম ধরার ক্ষমতা কারোরই নাই
সম্পত্তির মূল মালিক আল্লাহ রয়
'আমানতদার' কী করে লিখে দেয়।

'মিরাসের' সম্পত্তি বন্টনে যাবে
কুরআনের সীমারেখাই চূড়ান্ত ভবে
সীমালঙ্ঘনে কারো হক মেরে দেবে
হাশরে জান্নাতের অংশ বাতিল হবে।

আল্লাহর বিধানে হস্তক্ষেপ করো না
অন্যায়ভাবে কাউকে লিখে দিও না
হক নষ্টের পাপে জড়িয়ে যাবে
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা রবে।

আধিকাংশ মুমিন-মুসলমানকে পাবে
আল্লাহর হককেই শুধু ইবাদত ভাবে
বান্দার হকের আমলের ভাই
ইবাদত হিসাবে স্বীকৃতিই নাই
পরকালে মুক্তি পেতে যাবে
বান্দার হক বড়ো অন্তরায় হবে।

আল্লাহর হকে ঘাটতি রবে
চাইলে মাফ করে দেবে
বান্দার হকের প্রশ্নে ভাই
বিন্দুমাত্র ছাড় হাশরে নাই।

এমন মুমিনকেও সেদিন পাবে
নেকির বস্তা নিয়ে হাজির হবে
হক নষ্টের ক্ষতিপূরণ দিয়ে
যাবে শেষে 'নেকিশূন্য' হয়ে।

অবস্থা যখন এমন হবে
নেকি শেষ তবুও পাওনাদার রবে
তার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে
পাওনা তার দেবে মিটিয়ে
অসংখ্য মানুষ এভাবেই তবে
হক নষ্টের দায়ে জাহান্নামি হবে।

মানুষের হক দিয়ে মেরে
পাবে না পার সেজদা করে
বিষয়টা এমনই জটিল ভাই
বিবেকহীন মানুষগুলোর বুঝেও নাই
সুদঘুস-চাঁদাবাজি-জুলুম করে
নিয়মিতই হক খাচ্ছে মেরে।

বান্দার হককে অবহেলা করে
নামাজ-রোজাই শুধু আছো ধরে
আশায় বুক বেঁধেছো ভাই
বেহেশত ঠেকানোর কেহই নাই
"কী আর শেষে হবে এমন
হজ-তওবায় সুধরে নিবো জীবন।"

আল্লাহর হক চাইলে মাফ পাবে
বান্দার হক ঠিকই রয়ে যাবে
কাবার গিলাপে আজীবন কাঁদলেও ভাই
এ হক মাফের কোনো সুযোগই নাই
বান্দার হক অনাদায় রবে
হক নষ্টের তওবাও কবুল না হবে।

হকের দায় থেকে মুক্তি চাও
হক তার ফিরিয়ে দাও
হকদার মারা গেলে ভাই
উত্তরাধিকারীকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই
অপারগতায় ক্ষমা চেয়ে নেবে
তবেই না তুমি দায়মুক্ত হবে।

এমন সুযোগ যদি নাহি পাও
হকদারের নামে সদকা দাও
তার মাগফেরাতের দোয়ার পরে
ক্ষমার আশা যাও করে।

কারো হকের দাবি রেখে তবে
কোনো মুমিন জান্নাতে নাহি যাবে
যতক্ষণ কারো হক অপূর্ণ রবে
কোনো বান্দা জাহান্নাম নাহি পাবে
বান্দার হকের পাওনা আগে মিটাও
বাদে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাও।

নিজের জীবদ্দশায়ই তাই
হকের মামলা মিটিয়ে যাই
নইলে হাশরে পুণ্য নিয়ে যাবে
নিঃস্ব ফকির তুমি হবে।

অনেকেরই শেষ জীবনে অনুশূচনা হয়
জীবদ্দশায়ই মামলা মিটিয়ে যেতে চায়
হকদারদের সবারই হদিস না পাবে
হাশর অবধি কিছু দাবি ঘাড়েই রবে।

কুরআনের বিধান শোনো আজ
মানবাধিকার লঙ্ঘন হারাম কাজ
আল্লাহর হকের পাশাপাশি তাই
বান্দার হকও আদায় চাই।

বান্দার হককে আঁকড়ে ধরি
পরকালের নাজাত নিশ্চিত করি
ইসলাম দেখালো মুক্তির পথ
বান্দার হক করো না রদ।

গিবত কারো করতে নাই

কারো প্রকৃত দোষও ভাই
তার পশ্চাতে বলতে নাই
পরে যখন শুনতে পাবে
মনে তার কষ্ট হবে।

গিবত এরই নাম তাই
ইসলামে গিবত হারাম পাই
দোষত্রুটি মানুষ মাত্রই রবে
পিছনে সমালোচনা নিষেধ তবে।

আমলখেকো এক বদআমল এটাই
ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ এতে নাই
বান্দার ঝুলিতে নেকআমল যত রবে
গীবতের পোকা সবই খেয়ে শেষ দিবে।

চায়ের দোকানে বসলে ভাই
গিবতের ঘাঁটি এটাকে পাই
রাষ্ট্র থেকে সমাজ জীবনকে হায়
গিবতের বোমায় উড়িয়ে দেয়।

ডাইনিং টেবিলে খেতে এলে
পারিবারিক পরিবেশেও গিবত চলে
বাসে-ট্রেনে যেখানেই যাবে
গিবতকে সবার সঙ্গী পাবে।

'মিডিয়ায়' কোনো টকশো হলে
গিবতের ঝড় দেয় তুলে
পত্র-পত্রিকায় চোখ বোলাবে
নিত্য গিবতের খবর পাবে।

সভা কিংবা অনুষ্ঠান হবে
বক্তাদের মুখেও গিবত পাবে
ইমামের কোনো দোষ-ত্রুটি পেলে
মুসল্লিদের মাঝেও গিবত চলে।

হাল জমানার মহিলারা হায়
বাচ্ছাদের নিয়ে স্কুলে যায়
ক্যাম্পাসে গোল মিটিং করে
চুকিয়ে গিবতের আলাপ পাড়ে
স্বামীর গিবত করার পরে
শাশুড়ি-ননদ-অন্যদেরকে ধরে।

অফিস পাড়াও কাজের ফাঁকে
গিবত নিয়েই ব্যস্ত থাকে
হুজুর-হাজি-গাজি-পাজি রবে
গিবতের পাপে জড়িত সবে।

ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে হায়
পরস্পরে আলোচনা গিবত নয়
প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায়
তার সমালোচনা করা যায়
মুমিনকে ক্ষতি থেকে ঠেকাতে ভাই
কারো দোষ প্রকাশে সমস্যা নাই।

জালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে
দোষত্রুটি প্রকাশের বৈধতা পাবে
সরকার যদি জালিম হয়
সমালোচনা তার দোষের নয়
কারো সংশোধনের উদ্দেশ্যে হলে
দোষ তার প্রকাশ করা চলে।

ঝগড়া সৃষ্টি করার ধান্দায়
একের কথা অন্যকে বলে বেড়ায়
সম্পর্কের টানাপড়েন এতে পড়ে
উভয়ের মাঝে শত্রুতা বাড়ে
'চুগলখুরী' তার নাম পাই
গিবতেরই আরেক রূপ তাই।

সমাজের কিছু কুটনি রয়
চুগলখুরীর নেতৃত্ব তারাই দেয়
হাদিস মোতাবেক জানতে পাই
চুগলখোরের জন্য জান্নাত নাই।

অহংকার কিংবা হিংসায় পড়ে
মানুষ মানুষের গিবত করে
শত্রুতা নয়তো ক্রোধের জেরে
গিবতের অসুখ মানুষকে ধরে।

কারো প্রিয়পাত্র হবার আশায়
গিবত করে অন্যকে ফাঁসায়
হাসি-তামাশা-ঠাট্টার ছলে
সময় কাটাতেও গিবত চলে
গিবতকারীর সাথে তাল মেরে
সখের বশেও অনেকে জড়িয়ে পড়ে।

গিবতকারীর মুখে হায়
ইবলিস মধু ঢেলে দেয়
সমাজের মানুষ আমরা তাই
গিবত করেই মজা পাই
অন্যের দোষ তুলে ধরে
নিজেকেই সবাই 'হাইলাইট' করে।

শরিয়তের বিধান স্পষ্ট পাই
গিবত কারো করতে নাই
অঙ্গভঙ্গি কিংবা ইশারায়ও তবে
গিবত নাহি করা যাবে
জীবিত অথবা মৃত রবে
সবার গিবতই হারাম ভবে।

কারো গিবত শুনতে নাই
কবিরা গুনাহ এতেও কামাই
গিবত শোনার অপরাধ তবে
গিবতকারীর সমানই হবে।

গিবতে বান্দার হক নষ্ট
ব্যাপারটা অনেকেরই বুঝতে কষ্ট
ক্ষমা তাই তো নাহি চায়
হাশর অবধি এ পাপ টিকে রয়
গিবতের কার্যকলাপে তাই
শয়তানকে সবচেয়ে খুশি পাই।

পরনিন্দা যেখানে পাই
পারলে পাশ কাটিয়ে যাই
সম্ভব যদি নাও হবে
অন্য চিন্তায় মগ্ন রবে
ইবলিসের ধোঁকা থেকে তাই
নিরাপদ দূরত্বে থাকা চাই।

পরনিন্দা খারাপ স্বভাব
গিবত 'জিনার' চেয়েও পাপ
আল্লাহ এতে অসন্তুষ্ট হয়
ঘৃণা একে করবে নিশ্চয়।

গিবতে মানুষের শত্রুতা বাড়ে
পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে

সামাজিক অশান্তির মূলে তাই
গিবতের ভূমিকা অনেকটাই।

পরনিন্দা করে যাবে
মৃত ভাইয়ের গোশত খাবে
গিবত করা অভ্যাস যার
কবরের আজাব হবে তার
হাশরে নখগুলো পিতলের হবে
বুক-মুখের মাংস ছিঁড়ে নিবে।

বান্দার হক গিবতে নষ্ট
পরকালে তাতে বাড়বে কষ্ট
শেষ বিচারের ফয়সালায় তবে
হক নষ্টের দায়ে দোষী হবে।

যার গিবত করলে ভবে
জীবদ্দশায়ই তাখেকে ক্ষমা নেবে
ক্ষমা না নিয়ে যাবে মরে
কঠিন বদলা নিবে হাশরে।

নেকি তোমার মাইনাস করে
গিবতকৃতের আমলনামায় দিবে জুড়ে
হয়তো অবস্থা এমনই পাবে
গিবতই তোমায় জাহান্নামে নেবে।

দেখবে যদি সমাজ ঘুরে
মিলবে গিবতকারী ঘরে-ঘরে
মানসিক এ ব্যাধিতে তাই
সর্বস্তরের মানুষকেই আক্রান্ত পাই
যেকোনো মূল্যে হলেও তবে
পুণ্যখেকো গিবতকে ছাড়তেই হবে।

এক মুসলমানের মান-সম্মান ভাই
অন্য মুসলমানের কাছে 'আমানত' পাই
গিবতে আমানতের খিয়ানত হয়
তাই তো গিবত নিষেধ রয়।

পরকালে যদি বাঁচতে চাও
গিবতের মামলা মিটিয়ে যাও
তওবা-ইস্তেগফার আজই করে
পরনিন্দা দাও ছেড়ে।

আত্মসমালোচনার পথ ধরি
নিজের দোষত্রুটি খুঁজে ফিরি
পাগল মনকে একটু বুঝাই
গিবত কারো করতে নাই।

লাল ফিতার দৌরাত্ম

অফিস-আদালতে ঢুকলে ভাই
লাল ফিতার অভাব নাই
ফাইলের পর ফাইলের গাদা
লাল ফিতায় থাকে বাঁধা।

অনেক ফাইলের ভিড়ে তাই
আমার ফাইলের হদিস নাই
ফাইল বেটা আলস্যে ভরা
করতে চায় না নড়াচড়া।

মাসের পর মাস ধরে
ফাইলটা টেবিলে আছে পড়ে
বড়ো বাবুকে ম্যানেজ করে
দিলাম ফাইলটা হাতে ধরিয়ে
বাবুর সদয় মর্জি হলো
ফাইলটা স্যারের টেবিলে গেল।

টেন্ডারের বিল আছে ফাইলে
পড়লাম এবার স্যারের ভাইলে
দেখা স্যারের যখনই পাই
বুলি একটাই "সময় নাই
আজ হবে না আসবেন কাইল
সময় পেলে দেখবো ফাইল।"

'ক্লার্ক' বাবু বিচক্ষণ বলে
বুঝালেন সেদিন কথার ছলে
"দক্ষিণা ছাড়া ফাইল গেলে
রাখেন স্যারে টেবিলে ফেলে।

‘টোকেন মানি’ না ছাড়লে কিছু
ঘুরবেন শুধু ফাইলের পিছু
বিনা কারণে ‘অবজেকশন’ হবে
ফাইলটা ঘুরে নীচে যাবে।”

‘স্পিড মানি’ পকেটে গেলে
লাল ফিতা যাবে খুলে
ফাইলটা এবার পাবে গতি
অফিস বলতে একই রীতি।

“ঘরের যন্ত্রণা সইতে নারি
করতেই হবে ঢাকায় বাড়ি
ছেলেমেয়ের বায়না ভারি
কিনতে হবে দামি গাড়ি
খুব বিপদে আছি ভাই
সাধে কী আর ফাইল আটকাই।”

“ভেবে দেখি বারংবার
‘টু-পাইসের’ খুব দরকার
বাড়তি রুপি কোথায় পাই
উপরি ছাড়া গতি নাই।”

“ফাইলটা যদি হাতে চান
‘ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি’ করে যান
বাকির ফয়সালা হবে পরে
দিব ফাইলটা ওকে করে”
ফাইল পলিসি এমনটাই
‘গিভ এন্ড টেক’ ভাই।

“স্পিড মানি-টোকেন মানি”
আসলে সবই অবৈধ জানি

শরিয়তের বিধান মানো আজ
অবৈধ রুজি হারাম কাজ
ঘুসে গড়া রক্ত-মাংস
দোজখের আগুনেই হবে ধ্বংস।

ঘুস-দুর্নীতির অসুখে তাই
সংক্রামিত পুরো সমাজটাই
দুর্নীতির 'ভ্যাকসিন' দিতে হবে
নইলে সমাজ ডুবে যাবে।

আল্লাহকে অন্তরে ভয় করো
ঈমান-আমলের জিন্দিগি গড়ো
দ্বীন ইসলামের রাস্তা ধরো
লাল ফিতার ধান্দা ছাড়ো।

বৃদ্ধাশ্রম

বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঘাড়ে ধরে
খোয়াড়ে ঢুকিয়ে নির্বাসিত করে
খোয়াড়ের নামই বৃদ্ধাশ্রম পাই
ইসলামে এর 'প্রভিশন' নাই
ষাটোর্ধ্ব বয়স এখন যার
বৃদ্ধাশ্রমের ভয় অন্তরে তার।

বৃদ্ধাশ্রম এক মৃত্যুর ঘর
আপনজনকে করে পর
গোরুকে খোয়াড়ে আটকালে পরে
সারাক্ষণ হাম্বা-হাম্বা করে
পেটভরে খাবার দিলেও হায়
আপন জনের সঙ্গ চায়।

মানুষকে এভাবে আটকালে তবে
স্বজনের বিরহে কষ্টই পাবে
যত সুখেই রাখো না তাকে
রক্তের টান সদা পিছু ডাকে।

দুঃখ-কষ্ট আর অভিমানে
অতীত স্মৃতিই শুধু করে মনে
ডাকে স্রষ্টাকে অকাতরে
"পরপারে নিয়ে যাও মোরে"।

বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে
আছো ব্যস্ত স্ত্রী-সন্তান নিয়ে
মাসিক খরচটা 'বিকাশ' করে
সন্তানের দায়িত্ব নিয়েছো ঘাড়ে

জজ-ব্যারিস্টার হউনাকো ভাই
তোমার মতো কুলাঙ্গার নাই।

ছেলে মোদের মস্ত চাকুরে
দেশ-বিদেশে বেড়ায় ঘুরে
খোকার একান্তই ইচ্ছে তবে
একান্নবর্তী পরিবার হবে
বাবা-মা যতদিন বেঁচে রবে
মিলে মিশেই থাকবো সবে।

কোত্থেকে ঝড় এসে তাই
বাড়া ভাতে দিলো ছাই
ছেলের বউ ঘরে এলো
ধ্যান-ধারণা পালটে দিলো।

অন্যায়ের সাথে আপস করে
দিলো বাবামাকে বৃদ্ধাশ্রমে ভরে
ছোট্ট রুমটায় তারা ছিল
সেটাও আজ খালি হলো।

রুমটা খালি পেয়ে হায়
খুশিতে বউমা গদগদ রয়
"বাবার দেওয়া 'এ্যালসেসিয়ান ডগ'
পুষবো হেথায় বেজায় সখ"
কুকুর বাসায় রুম পেল
বাবামা শেষে নির্বাসিত হলো।

শহুরে জীবনে ফ্ল্যাটের ঘরে
স্ত্রী-সন্তান কেন্দ্রিক সংসার গড়ে
ছোট্ট পেটে সন্তানের জায়গা পাই
বিশাল ফ্ল্যাটেও বাবামার জায়গা নাই।

বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখি
সন্তানেরা আজ দিল ফাঁকি
ঘুণে ধরা এই সমাজে ভাই
সন্তানের বোঝা এখন বাবামাই।

"খেয়ে না খেয়ে মানুষ করেছি
বিনিময়ে তাই তো বৃদ্ধাশ্রম পেয়েছি
চোখের জলে নিত্য ভাসি
মুখে তবুও মিছে হাসি
নিঃসঙ্গ জীবন আর নিষ্ঠুর অবহেলা
ডুবার অপেক্ষায় জীবন নামের ভেলা।"

বিয়ের আগের পরিসংখ্যানে পাই
কারো বাবামাই বৃদ্ধাশ্রমে নাই
যত বাবামাকেই বৃদ্ধাশ্রমে পাবে
বিয়ের পরেরই ঘটনা তবে।

বৃদ্ধাশ্রম ভিজিট করতে যাবে
শিক্ষিতের বাবামাকেই বেশি পাবে
শিক্ষার সনদ পেয়েছে ভাই
মানুষ হতে পারে নাই
ইহুদি-খৃষ্টানের কালচার এটাই
মুসলমনের জন্য হারাম পাই।

পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার হবে
তোমার সন্তানও এথেকে শিক্ষা নেবে
বার্ধক্যে তুমি পৌঁছাবে যবে
সন্তানের শিক্ষার বাস্তবায়ন পাবে।

নইলে বিপদ আছে ভাই
বৃদ্ধাশ্রম তোমারও 'মিস' নাই
সময়ের ব্যবধানে একদিন তবে

এখানকার মেহমান তুমিও হবে
নিজের স্বার্থে হলেও তাই
মাতাপিতার প্রতি 'এহছান' চাই।

পিতামাতা যার রাজিখুশি নয়
আল্লাহও তার উপর অসন্তুষ্ট রয়
বাবামা যদি মাফ না করে
আল্লাহর ক্ষমাও মিলবে না হাশরে
যত নামাজ-রোজাই করো না ভবে
বরবাদ সবই হয়ে যাবে।

জন্মদাতা-দাত্রী মাফ করবেই সন্তানেরে
এমন ভরসায় হয়তো আছো পড়ে
সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না।
কুরআনে রয়েছে পরিষ্কার ঘোষণা
কারো খবর কেউ না নেবে
নিজ কর্মেই সবাই দায়ী হবে।

বাবামার শেষ আশ্রয় তবে
সন্তানের হৃদয়েই থাকতে হবে
বৃদ্ধাবস্থায় তাদের খেদমত চাই
তবেই জান্নাত মিলবে ভাই।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নাও
ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দাও
সুস্থ মানসিকতার বিকাশ হবে
মাতাপিতার সম্মান অক্ষুণ্ন রবে।

বাবা-মায়ের নাও পদধূলি
বৃদ্ধাশ্রমকে সবাই 'না' বলি।

ছেলে চাই

সন্তান আল্লাহর নিয়ামত তাই
ছেলে-মেয়ের কোনো প্রশ্নই নাই
অধিকাংশ মানুষকেই দেখা যায়
পুত্র সন্তান লাভে খুশি হয়।

অতি উৎসাহের সাথে তবে
বন্ধু-বান্ধবকে জানান দিবে
মিষ্টি বিতরণের ছড়াছড়ি পাই
'আকিকায়' বড়ো গোরু চাই।

মেয়ে সন্তান জন্মালে তবে
প্রেক্ষাপটই পুরো পালটে যাবে
'প্যাঁচার মতো' চেহারা হয়
মেয়ের খবর কেউ না পায়।

আইয়ামে জাহালিয়াতের রাস্তা ধরে
সন্তানের মাঝে মানুষ বিভেদ করে
ছেলের প্রতি দুর্বল সবাই
মেয়ে সন্তানের কদর নাই।

"হয় যদি একখান পোলা
আশি টাকা তার তোলা"
সন্তান মেয়ে হলে ভাই
দুঃখের শেষ কারো নাই।

শুধুমাত্র সন্তানের 'লিঙ্গ' জানার তরে
অধিকাংশ গর্ভবতী 'আল্ট্রা' করে
রিপোর্টখানা হাতে ধরে
ছেলে-মেয়ে নিশ্চিত করে
মেয়ের খবর যদি শোনে
ঝরে অশ্রু দুই নয়নে।

অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে
গর্ভের সন্তান 'ডিলেট' করে
ইহুদি-খৃষ্টানের মধ্যেও ভাই
এমন বাজে কালচার নাই।

সন্তান কন্যা জন্মানোর পরে
অসন্তুষ্টি নাহি বাবামার অন্তরে
কন্যাকে কখনো কষ্ট দেয়নি
পুত্র কখনো প্রাধান্য পায়নি।

সমাধিকারে মানুষ হয়েছে সবাই
বিভেদ-বৈষম্য ঘটে নাই
এমন কন্যার কারণে তবে
বেহেশত নসিব বাবামার হবে।

কন্যা যখন তিনজন রয়
জান্নাত তাদের ওয়াজিব হয়
ভাগ্যবানরাই শুধু সুযোগ পাবে
বাকিরা সবাই বঞ্চিত রবে
পুত্র সন্তানের বেলায় তাই
এমন কিছু হাদিসে নাই।

দুই কন্যা যার সংসারে রবে
সঠিকভাবে লালন-পালন হবে
রাসুল (স:) ও সে একই সাথে তবে
জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে
কী করে তুমি ভাবলে তবে
কন্যা সন্তান লজ্জার কারণ ভবে।

কন্যা জন্মের সুসংবাদ পাবে
আনন্দ-উল্লাস করতে হবে
কুরআনের বিধান এমনটাই

মন খারাপের সুযোগ নাই
রবের সাথে নাফরমানির তরে
তবুও মানুষ এমনটি করে।

ভালোবাসা সন্তানের অধিকার তাই
সমভাবেই উভয়কে দেওয়া চাই
কম-বেশি হলে তবে
হক নষ্টের দায়ে পাপী হবে।

হাদিয়া যদি কখনো দেবে
পুত্র-কন্যা সমান পাবে
শুধু ওয়ারিশের ক্ষেত্রে যাবে
কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবে।

সমাজের কালচার ভিন্ন রয়
বাড়তি সুবিধা ছেলেই পায়
মাছের মাথাও তারই পেটে
ডালভাতই শুধু মেয়ের জুটে
মেয়ে জন্মালে বউ ভালো না
এমন কথা বলাও ঠিক না।

কারো শুধু মেয়েই হয়
কেউবা শুধু ছেলেই পায়
ছেলে-মেয়ে দু'টোই আছে ভাই
নি:সন্তান দম্পতিরও অভাব নাই
স্রষ্টার নির্ধারণ সবই তাই
মানুষের কোনো হাত নাই।

বাজার থেকে 'সওদা' কিনে
কন্যার হাতেই দিবে এনে
তারপর পুত্রকে দেওয়া চাই
হাদিসের বিধান এমনটাই।

সংসারে তো ছেলে নাই
ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা তাই
কত পিরমাজারে ধরনা দিলাম
ছেলে সন্তান নাহি পেলাম
ছেলে বিনে নাইকো গতি
জ্বালাবে কে বংশের বাতি।

মেয়ে পরের ঘরে যাবে
বাবার ভিটা বিরান হবে
কবরে মাটি দিতে তাই
বংশের বাতি থাকা চাই
এ সবই সমাজের ভ্রান্ত নীতি
কুরআন-হাদিস এর বিরোধী।

মেয়েরা সংসারে মায়াবী যবর
বিয়ের পরেও রাখে খবর
বংশের বাতির যত বাহানা
না পারতে কোনো খবর নিবে না
হিরোইন-বাবা-গাঁজার কবলে
বংশের অনেক বাতিই রাস্তায় জ্বলে।

কন্যা সন্তানের দায়িত্ব পাওয়ার পরে
আন্তরিকভাবে লালন-পালন করলো তারে
হাশরে তার ও আগুনের মাঝে তবে
কন্যা সন্তান দেয়াল হবে।

*জান্নাতে রাসুলের (স:) সঙ্গী হবে
জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দিবে
কন্যার ওসিলায়ই সম্ভব তাই
খাটো করে কেন দেখো ভাই।*

***কন্যা নিয়েই জীবন কাটাবে
পীরমাজারে কভু নাহি যাবে
শিরকের গুনাহ এতে হয়
ঈমান মানুষের চলে যায়।***

*ভাগ্যের লিখন আল্লাহর খুশি
দানের জিনিস পাবে না বেশি
ছেলে মেয়ে আল্লাহর দান
ভাবতে শিখো সমানে সমান।*

*অবহেলা অনাদর ভুলে তাই
সবাইকে সযত্নে মানুষ করো ভাই
হাশরে বদলা মিলে যাবে
কন্যার ওসিলাই হয়তো জান্নাত পাবে।*

দুরন্ত কৈশোর

বয়স দশ থেকে উনিশ হলে
একেই সবাই কৈশোর বলে
জীবনের যত ধাপকে পাবে
কৈশোরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রবে
জীবন গড়ার আসল সময়
কৈশোর ছাড়া আর কিছু নয়।

এরা বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনায়
বড়োদের সমকক্ষ হতে চায়
এমনই তাদের জ্যাঠামিপানা
মুরুব্বিদের মোটেও পছন্দ না।

বাবামাকে নাহি সইতে পারে
মুখে মুখে কখনো তর্ক করে
বন্ধু বান্ধবরাই আপন হয়
অন্তর জুড়ে তারাই রয়।

খিটখিটে তার মেজাজ হবে
অল্পতেই সে রেগে যাবে
একটুতেই যেন ভেঙে পড়ে
না বুঝেই কখনো 'সুইসাইড' করে।

বয়সের দোষে কিশোর হায়
আত্মবিশ্বাসে দুর্বল রয়
যেকোনো কাজ করতে তাই
নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে সদাই।

শাসনের গণ্ডি পেরিয়ে তবে
দুঃসাহসিক কাজে জড়িয়ে যাবে
সিদ্ধান্তহীনতার অসুখে পড়ে
ঠিক-বেঠিক সবই করে।

বাবামাকে প্রেসার দিয়ে
'বাইক' একখান নেয় বাগিয়ে
রাস্তার রাজা বনে যায়
বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়
অধিকাংশ দুর্ঘটনার শিকার তাই
এ বয়সের কিশোরকেই পাই।

কিশোর মন কৌতূহলী রয়
সহজেই অপরাধে জড়িয়ে যায়
সখের বসে ধূমপান করে
পরে নেশায় জড়িয়ে পড়ে
অনেককেই এ সময় দেখতে পাবে
'কিশোর গ্যাং'-এ জড়িয়ে যাবে।

বাগানবাড়ির কলার ছড়ি
দিন দুপুরেই করে চুরি
মালির সাথে জমিয়ে ভাব
আম লিচুর বাগান সাফ।

পীর বাড়ির ছাগল ধরে
রাত-দুপুরে পিকনিক করে
করতে যেয়ে মুরগি চুরি
ধাওয়া খেয়ে ফিরলো বাড়ি।

চৌধুরী বাড়ির পুকুর পাড়ে
কাঁধি কাঁধি ডাব ধরে
ঝোঁপ বুঝে কোপ মারে
নাহি কেহ বুঝতে পারে
হঠাৎ যদিও ধরা পড়ে
ছাড়া পায় 'মামার' জোরে।

কাঁচা বয়সে সম্পর্ক গড়ে
জীবনের ‘ক্যারিয়ার’ নষ্ট করে
পর্যাপ্ত স্বাধীনতা পেতে চায়
মনচাহে জিন্দিগি চালিয়ে যায়
খারাপ আড্ডায় পড়ে শেষে
নেশার জগতে যায় মিশে।

কিছু স্বাধীনতা দেবে তারে
নজরদারিতেও রাখবে পরে
একেবারে ছেড়েও দেওয়া যাবে না
অতিরিক্ত শাসনও মেনে নেবে না
বেশি টাইট দিলে পরে
বাসা থেকে কাট মাড়ে।

ছোট্ট লতানো গাছের পাশে
দৃঢ় অবলম্বন যেমন দরকার আছে
মাবাবার সহানুভূতি ও ভালোবাসাই তবে
কৈশোরে সন্তানের নিরাপত্তা দিবে
তাদেরকে ভুল না বুঝে ভাই
বরং তাদের পাশেই দাঁড়াই।

কৈশোরে জীবনের ভিত শক্ত
বাকি জিন্দিগি চিন্তামুক্ত
সঠিক দায়িত্ব পালন করি
ইসলামি আদর্শে সন্তান গড়ি
কৈশোর নিয়ে ভাবনা নাই
দুরন্ত কৈশোরও ভদ্র সদাই।

আজকের ডানপিটে কিশোরই তবে
ভবিষ্যতের আদর্শ মানব হবে।

ঘুসের মহোৎসব

অন্যায়ভাবে সুবিধা পেতে তবে
কাউকে কিছু **‘ধরিয়ে’** দেবে
ঘুস এরই নাম পাই
ঘুসখোরের অভাব সমাজে নাই
এমনই ক্ষমতা ঘুসের রয়
ব্যবহারও মানুষের বদলে দেয়।

**“চাকুরি করি বেতন পাই
কাজ করলে টাকা চাই”
এমন ভ্রান্তনীতির বলে
অধিকাংশ অফিসই আজকাল চলে।**

অর্পিত দায়িত্ব পালন করে
কাজটা কারো দিলে সেরে
দায়িত্ব পালন ফরজ তাই
বাড়তি প্রত্যাশারও বৈধতা নাই।

মাস শেষে নির্দিষ্ট যা পাবে
প্রাপ্য তোমার সেটাই তবে
প্রাপ্য পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত নিবে
ঘুস বলেই গণ্য হবে।

কর্তব্য পালন করে হায়
বিনিময়ে কিছু নিয়ে নেয়
অন্যায় কাজ করে দিয়ে
বাড়তি কিছু নেয় হাতিয়ে
সত্যকে স্বেচ্ছায় গোপন করে
বিনিময়ে পকেট নেয় ভরে।

বড়ো 'এমাউন্ড' যদি পায়
দুই নম্বর ফাইলটাও ছেড়ে দেয়
অবৈধ রুজি এসব তবে
ঘুস বলেই গণ্য হবে।

অফিস-আদালতে যেখানেই যাই
ঘুসের মহোৎসব চলছে ভাই
নিজ দায়িত্ব পালন করে
নিচ্ছে কামিয়ে পকেট ভরে
বেতনের অতিরিক্ত যাকিছু নিবে
হারাম উপার্জন সেটা তবে।

ঘুস এখন 'ওপেন' তাই
'সিক্রেট' বলে কিছু নাই
ওপেন-সিক্রেটের এমনই বাহানা
সবাই জানে কেউ জানে না।

দুর্নীতির রাজা ঘুস ভাই
খাওয়ার লোকের অভাব নাই
যে যেভাবে সুযোগ পায়
পাবলিকের পকেট হাতিয়ে নেয়
ঘুস এখন সামাজিক ব্যাধি
ভুগছে সমাজটা নিরবধি।

ঘুস ছাড়া চাকুরি মিলে না
যোগ্যতা থাকলেও সুযোগ পাবে না
ঘুস দিয়েই প্রমোশন পাই
যোগ্যতার দাম কোথাও নাই।

অনেকেই খোঁড়া যুক্তি দেখায়
ঘুস দিয়েই চাকুরি মিলেছে হায়
টাকাগুলো 'রিফান্ড' করতে তাই
ঘুসের বিকল্প রাস্তা নাই।

নীতির কথা অনেকেই বলে
পকেট ভরে সুযোগ পেলে
"নামাজের সময় হয়েছে ভাই
দেবেন যা তাড়াতাড়ি চাই"
আজান দিয়ে ঘুস খায়
জামাতেই নামাজ করে আদায়।

অধিকাংশ অফিসেই দেখা যায়
ঘুসের বড়ো 'সিন্ডিকেট' রয়
পিয়ন থেকে শুরু করে তবে
বড়োস্যার পর্যন্ত 'নেটওয়ার্ক' পাবে।

কেউ সততা দেখালে পরে
'সাইড' করে দেয় তারে
পাতলা কাগজ হাতে ধরিয়ে
বিদায় করে গলধাক্কা মেরে।

সমাজের বাস্তবতা এমনই রয়
উপরি ছাড়া সংসার চালানো দায়
'স্ট্যাটাস' বজায় রাখতে হলে
ঘুসের বিকল্প নাহি মিলে।

ছেলেমেয়েরাও এতে খুশি
গিন্নির আদর আরও বেশি
নিত্য নতুন জিনিস কিনে
সবই সম্ভব উপড়ির গুণে।

দাড়ি-টুপি-জুব্বা ধরে
কপালে দাগ নামাজ পড়ে
অফিসে বসে হারাম কামায়
বলতে গেলে যুক্তি দেখায়।

ঈমানের দাবি করলেও ভাই
'তাক্বওয়ায়' ভেজাল পুরোটাই
প্রকৃত মুমিন হতে তাই
ঈমান ও তাক্বওয়ার সমন্বয় চাই।

মুমিনের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পাই
স্রষ্টাকে সত্যিকারে ভয় করো সবাই
আল্লাহর ভয় যার অন্তরে রবে
হালাল-হারাম বুঝার জ্ঞান পাবে
তাক্বওয়ার ঘাটতি অন্তরে রয়
নামাজরোজা করেও ঘুস খায়।

ন্যায্য পাওনা আদায়ের তরে
ঘুস যদি কেহ দাবি করে
ঘুসখোর তখন জালিম হবে
ঘুসদাতা মজলুম বনে যাবে
জালিমের শাস্তি ঘুসখোর পাবে
মজলুম এক্ষেত্রে বেঁচে যাবে।

অবস্থা যখন এমন হয়
ঘুসদাতার দাবিও বৈধ নয়
উভয়েই দোষী বনে যাবে
সমান পাপের ভাগী হবে।

ঘুসের মধ্যে এমনই মজা
ইলিশের পেটি তেলে ভাজা
যতই পাই ততই খাই
পেট ভরলেও অরুচি নাই।

ঢেকুর দিলেই হজম হয়
পেট খারাপের নাইকো ভয়
কোর্মা-পোলাও-চাইনিজ খাই
ঘুসের মতো মজা নাই।

ঘুস হারাম জানারও পরে
হালাল হিসেবেই খাচ্ছে তারে
এমন কুফরি কর্মে তবে
ব্যক্তির ঈমান নাহি রবে
যত আমলই করো না ভাই
কবুলের কোনো আশাই নাই।

ঘুসের পরিণতি ভয়াবহ পাই
অকপটে এ কথা জানে সবাই
পরিণতির কথা কেউ ভাবে না
জানার পরেও কেউ মানে না।

হাদিসের রয়েছে স্পষ্ট ঘোষণা
ঘুস খাওয়া কবিরা গুনাহ
ঘুসে গড়া রক্ত মাংস
দোজখের আগুনে হবে ধ্বংস।

ঘুস সমাজে বেড়ে যাবে
পুরুষ সবই কাপুরুষ হবে
হারাম খেয়ে অভ্যস্ত তাই
হক কথা বলার সাহস নাই।

ঘুস সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়
প্রশাসনের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়
ন্যায়-আন্যায় ভেদাভেদ নাই
জুলুমের প্রতিবাদ হয় না তাই
দুর্নীতি সীমাহীন বৃদ্ধি পায়
অপরাধীরা নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়।

জনস্বার্থ এতে লুণ্ঠিত হয়
সাধারণ মানুষ বঞ্চিত রয়
ইনসাফ ধরা জালিমের ফাঁদে
“বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে।”

সম্পদের বাজেট কপালে যাহা
ঘুস না খেলেও পাবে তাহা
ধৈর্য একটু ধরলেই তবে
হালাল পথেই মিলে যাবে
হারাম পথে বাড়তি কামাবে
এমন সুযোগ নাহকো ভবে।

ঘুসের টাকা সদকা দেবে
পুণ্য কিছু নাহি পাবে
সংসারে খরচ করলে ভাই
আয়বরকত তাতে নাই
মৃত্যুকালে রেখে যাবে
জাহান্নামের পাথেয় পরকালে হবে।

ঘুসের টাকা দিয়ে তবে
শানশওকতে চলছো ভবে
ভেবেছো দেখার কেহ নাই
দিন তো এভাবে যাবে না ভাই।

বান্দার হক ঘুসে নষ্ট
পরকালে পাবে বাড়তি কষ্ট
অন্যের জিনিস নিজে ভোগ করে
তওবাও কবুল হবে নারে
হকদারের হক ফিরিয়ে দাও
বাদে তওবা করে নাও।

হকদার যদি মাফ না করে
তওবাও কবুল হবে নারে
হাশরে পুণ্য হাতিয়ে নেবে
জাহান্নামের পথ সুগম হবে।

শেষ জীবনে হজ করে হায়
বড়ো বুজুর্গ বনে যায়
তসবিহ থাকে হাতের মুঠে
মসজিদ কমিটির সভাপতি বটে
অতীত কর্মের অনুশূচনা হয়
অনেকেই 'ঘুস' ফেরত দিতে চায়।

কাত্থেকে ঘুস নিয়েছিলে ভাই
খতিয়ান তো কারো জানা নাই
পরিশোধের ইচ্ছা থাকলেও তবে
দেনার দায় থেকেই যাবে
যত ক্ষমাই চাওনাকো ভাই
আল্লাহর কাছে এর ক্ষমা নাই।

পারলে টাকা ফিরিয়ে দাও
নয়তো ক্ষমা চেয়ে নাও
ঘুসদাতা যদি মাফ না করে
আল্লাহর ক্ষমাও পাবে না হাশরে।

হকদারকে যদি মৃত পাও
উত্তরাধিকারকে হক ফিরিয়ে দাও
দেওয়ার সামর্থ্য যদি না থাকে
অবশ্যই মাফ নেবে তাত্থেকে
তবুও দায়মুক্ত হওয়া চাই
কোনোভাবেই কোনো ছাড় নাই।

হকদারকে যখন খুঁজে না পাও
তার নামে দানসদকা করে যাও
তার মাগফিরাতের দোয়া করে
ক্ষমার আশায় থাকো পড়ে।

দ্বীন ইসলামের পথে চলি
ঘুসকে সবাই 'না' বলি।

ম্যারিড ব্যাচেলর

বিয়ের পর ব্যাচেলর হলে
ম্যারিড ব্যাচেলর তাকেই বলে
না হতে শেষ বিয়ের রেশ
বউকে রেখে গেল বিদেশ
পর্দার হুকুম আমলে নাই
বাড়তি সমস্যা সমাজে পাই।

শেয়ান দেবর থাকলে ঘরে
সবচেয়ে ক্ষতি সেই করে
স্কুল-কলেজ ফাঁকি মেরে
বাসার মধ্যে ঘুরঘুর করে।

নবীর হাদিস বলে গেল
দেবর হলো মৃত্যুতুল্য
ঘরের শক্রুর এমনই যাতনা
বলতে গেলেও মান থাকে না।

‘হাউজ টিউটর’ বাসায় থাকে
বললো সেদিন কথার ফাঁকে
“বাঁকা ঠোঁটের মধুর হাসি
মুক্তা ঝড়ে রাশি-রাশি।”

“টানা-টানা দু’টি চোখ
দেখলে যেন জুড়ায় বুক
পরিচয় যদি আগে হতো
‘লাইলি মজনু’ হেরে যেত।”

নিঃসঙ্গ জীবন সঙ্গী খুঁজে
বন্ধুরা তাই সুযোগ বুঝে
রাত দুপুরে ভিডিয়ো কলে

কত কী যে কথা বলে
"অভিসারে 'রংবাজ' ছবি চলে
দেখি চলো দু'জন মিলে
শহর থেকে অনেক দূরে
চলো কোথাও আসি ঘুরে।"

থাকলে গাছে পাকা আম
ঢিল ছোঁড়া পথিকের কাম
নিঃসঙ্গ মনের খোলা জানালায়
সুযোগ সন্ধানীরা ওত পেতে রয়।

এমনই সমাজের হাজারো ঘটনা
ডাইরি লিখেও শেষ হবে না
ইবলিস শয়তানের ধোঁকায় পড়ে
পরকীয়া সমাজে যাচ্ছে বেড়ে।

সম্ভব যদি হয় তবে
দেশেই কিছু করে খাবে
স্ত্রীর হক যেমন আদায় হবে
অপরাধ প্রবনতাও কমে যাবে।

বিদেশ বিদেশ বিদেশ করে
'ক্রাইম' ঠেকানো যাচ্ছে নারে
সমাজের শান্তির জন্য ভাই
ম্যারিড ব্যাচেলরের অবসান চাই।

সবরে মেওয়া ফলে

যে-কোনো ভালো কাজের উপরে
টিকিয়ে রাখতে হবে নিজেরে
বাধাবিপত্তি আসলেও পরে
ছাড়া কভু যাবে না তারে
সবর এরই নাম পাই
মানুষের মাঝে সবর নাই।

দুঃখ-বেদনা-প্রতিকুলতায়
শুরুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নেয়
মন্দ কাজগুলো এড়িয়ে চলে
প্রকৃত সবর একেই বলে।

অশোভন আচরণে উত্তেজিত নয়
প্রতিকূলতায়ও কর্তব্যে অবিচল রয়
হাসিমুখে তিক্ততার ঢোক গিলে
ইসলাম একেই সবর বলে।

জীবনের পথে বাধাবিপত্তি পাবে
ধৈর্য নিয়েই এগুতে হবে
হারাম কাজে নাহি জড়ায়
ইবাদত-আনুগত্যে অটল রয়
উদারতা-সহিষ্ণুতা-দৃঢ়তা তবে
সবরকারীর প্রধান বৈশিষ্ট পাবে।

ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রবে
রবের আনুগত্য মেনে নিবে
আবেগ তাড়িত না হয়ে ভাই
সংযত ও নিয়ন্ত্রণে থাকা চাই।

তকদিরের ফয়সালা হবে যাহা
ধৈর্যের সাথে মানবে তাহা
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তবে
ধৈর্যের স্বাক্ষর রাখতে হবে
ধৈর্যের স্বাদ যদিও তিক্ত রবে
ফল অতি মধুর পাবে।

যার কারণে বিপদ হয়
ধোলাই সবাই তাকেই দেয়
চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে
ধৈর্য মানুষ ধরে পরে
নবীর (স:) হাদিস বলেছে হায়
সবরের বিধান এমন নয়।

বিপদ যদি এসেই যাবে
কাউকে দোষারোপ নয় তবে
শুরুতেই সবর করো ভাই
'সবরুন জামিল' হবে এটাই।

মানুষের ধারণা এমনই রয়
কষ্টে বিপদেই শুধু সবর হয়
স্রষ্টার ইবাদত করতে যাবে
সবর দিলে থাকতেই হবে
পাপ থেকে বাঁচতে হলে ভাই
ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাই।

রুজি-রোজগার করতে যাবে
কঠিন পরীক্ষা ধৈর্যের হবে
চারিদিকে অবৈধ রোজগারে ভাই
হাতছানি দিয়ে ডাকছে সদাই
সবর যার দিলে রবে
সুদ-ঘুস-জুলুমে নাহি জড়াবে।

কষ্ট বিপদ হাজির হবে
দু'চোখে অশ্রু ঝরে যাবে
মনকে বেঁধে রাখা চাই
কারো বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ নাই
এমন গুণাগুণ যারই রবে
সত্যিকারের সবরকারী সেই ভবে।

ক্রোধের বসে ঝগড়ায় পড়ে
মল্লযুদ্ধে অপরকে পরাস্ত করে
নিজেকে যে বীর কয়
আসলে বীর সে নয়
প্রকৃত বীর তো সেই হবে
ক্রোধেও যার ধৈর্য রবে।

কারো কারণে কষ্ট পেলে
প্রতিশোধের আগুন জ্বালবে না দিলে
ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে
উত্তম যে ক্ষমা করে।

অধৈর্য হওয়া কঠিন বিপদ
মানুষ কখনো পায়না সুপথ
আরও বিপদে পড়ে যায়
জীবনে নামে পরাজয়
বিপদ-আপদ হলে তাই
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে নাই।

বিপদ-আপদ দিয়ে ঘরে
ধৈর্যের পরীক্ষা স্রষ্টা করে
উদ্ধারের মালিকও তিনিই ভাই
বিপদে অধৈর্য হতে নাই।

বিপদ-মুসিবাতে অটল রয়
আনন্দ সুখেও আত্মহারা নয়
সর্বাবস্থায় যার ধৈর্য রবে
মুমিন বলেই গণ্য হবে।

বিপদ যেন আর না বাড়ে
সবর সেটা নিয়ন্ত্রণ করে
ধৈর্যে বিপদ দূর নয়
উদ্ধারের রাস্তা সুগম হয়
বিপদে ধৈর্য নাই যার
ঈমানের পূর্ণতা নাইকো তার।

মানুষের অপরিহার্য গুণ ধৈর্য রয়
চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহস যোগায়
কঠিন কাজও শক্তিতে নয়
অসাধারণ ধৈর্যেই সুরাহা হয়
ধৈর্য-অধ্যাবসায়-পরিশ্রম রবে
জীবনে সাফল্য এনে দেবে।

ধৈর্যশীল ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করে
বাকিরা সবাই মাঝপথে ঝরে
ধৈর্য ও সফলতা সহোদর ভাই
মানিকজোড় এদেরকে পাই
সফলতার মূল চাবি তবে
ধৈর্যের মাঝেই খুঁজে পাবে।

‘সত্তরের’ অধিক বার ভাই
সবরের কথা কুরআনে পাই
ঈমান যদি দেহ হবে
সবরকে তার মস্তক পাবে

যার কোন ধৈর্য নাই
তার মধ্যে ঈমান নাই।

ধৈর্যে এমন এক জ্যোতি রয়
জীবনের দুঃসময়েও পথ দেখায়
মুমিন বান্দা ধৈর্য ধরে
ঈমানকে নেয় মজবুত করে।

বিপদ আল্লাহ থেকেই আসে ভাই
একে নিয়ামত হিসেবেই দেখা চাই
ধৈর্য ধরে মোকাবিলা হবে
গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে।

তাঁর আদেশের উপর সবর করো
নিষেধ মানার ব্যাপারে ধৈর্য ধরো
বিপদ-আপদ আসলে পরে
ধৈর্যের সাথে সামলাও তারে।

ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক তাই
মুমিনকে ধৈর্যশীল হওয়া চাই
সবরের অভাব যার মধ্যে পাই
তার তো কোনো ঈমানই নাই।

ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তাই
স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাই
নিশ্চয়ই তিনি আছেন ভবে
ধৈর্যশীলদের সাথেই তবে।

মুমিনের জানমাল-সন্তানের তরে
বিপদ-আপদ লেগে থাকতেই পারে
ঈমানের পরীক্ষা এটা ভাই
ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা চাই।

ধৈর্য যে ধরে হায়
জীবনে সেই কৃতকার্য হয়
সবরেই যত মেওয়া ফলে
বেসবরে আগুন উঠে জ্বলে
ধৈর্য এক ইবাদত তাই
আল্লাহর জন্যই করা চাই।

ধৈর্যশীলদের পাপ মোচন হবে
জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে
সবরকারী তার প্রতিদান পাবে
জান্নাতই শেষ ঠিকানা তবে।

ধৈর্যের চেয়ে উত্তম নিয়ামত ভাই
কাউকে দেওয়া হয় নাই
সংযম অবলম্বন করে তাই
নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চাই
ধৈর্যের বাঁধ অক্ষুণ্ন রবে
সবরে মেওয়া ফলে যাবে।

সদকাহ-শক্তিশালী এক ইবাদত

আল্লাহকে রাজিখুশি করার আশায়
নিঃস্বার্থে অভাবীকে কিছু দিয়ে যায়
সদকাহ এরই নাম পাই
দান-সদকাহ করো সবাই
মূল উদ্দেশ্য সদকার তাই
সমাজের অভাব ঘুচানো চাই।

সৃষ্টির বিধান এমনই পাবে
ধনী-দরিদ্র সমাজে রবে
ধনীর সম্পদে রয়েছে ভাই
গরিব ও বঞ্চিতের অধিকার তাই
সদকাহ তাদেরই পাওনা ভবে
সমাজের অভাবীরাই হকদার হবে।

সম্পদ আল্লাহ দিয়েছে তোমারে
শুধু নিজে ভোগের জন্য নারে
যখন যে অভাবীকে সামনে পাবে
দু'হাতে দান করে যাবে।

অভাবীকে দান করলে তবে
সাধারণ সদকার সওয়াব পাবে
মসজিদ-মাদ্রাসা-জনকল্যাণে দেবে
সদকায়ে জারিয়া বনে যাবে
পৃথিবী যতদিন টিকে রবে
পুণ্য আমলনামায় যোগ হবে।

প্রকাশ্যে-গোপনে-দিবারাত্রি তাই
দান-সদকায় কোনো নিষেধ নাই
প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনে দেবে
উত্তম সদকাহ সেটাই তবে

প্রকাশ্যের সুবিধা এতটুকুন রয়
জনগণ এতে উৎসাহিত হয়।

ডান হাতে দান করে যাবে
বাম হাত না টের পাবে
এমন গোপন দানে হায়
আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়
গোপনে দাতা ভাগ্যবান তবে
আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।

'রিয়া'র ধান্দা মাথায় ধরে
অনেকেই আজকাল সদকাহ করে
'লামছাম' কিছু পাবলিক পায়
খেয়ে না খেয়ে ভিডিও হয়।

সুনাম-খ্যাতি অর্জনের তরে
ফলাও করে প্রচার করে
লোক দেখানো দানে ভাই
বদলার কোনো আশাই নাই।

মানুষ যখন সদকাহ করে
আল্লাহর ডান হাতে গিয়ে পড়ে
বাড়তে বাড়তে এটা একসময়
পাহাড়ের চেয়েও বড়ো হয়
আল্লাহর হাত হয়েই হায়
গরিবের হাতে পৌঁছে যায়।

দান-সদকার উপমা যত
রোপণ করা সেই 'বীজের' মতো
যা থেকে একটি গাছ হয়
'সাতটি' শীষ তাতে রয়।

প্রতিটি শীষে এক'শ দানা পাবে
সব মিলিয়ে সাত'শ হবে
দান-সদকাহ করলে এভাবে
বাড়তে বাড়তে সাত'শ গুণে যাবে।

দানে সম্পদ কমে নারে
উত্তর-উত্তর যায় যে বেড়ে
দানের গ্রহীতা বাছাই হবে
গরিব আত্মীয় অগ্রাধিকার পাবে।

সম্ভ্রান্তরা যখন অভাবী হয়
চাইতেও তারা অভ্যস্ত নয়
লোক লজ্জার ভয়-ডরে
রাখে অভাবকে আড়াল করে।

খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে
হাত কভু নাহি পাতে
সদকার হকদার তারাও ভবে
তাদের পাশেও দাঁড়াতে হবে।

এখলাসের সাথে দান হবে
পূর্বের গুনাহ মিটে যাবে
হাশরের মাঠে দানকারী তবে
'সদকাহ নামক' ছায়ায় স্থান পাবে '
কৃপণতামুক্ত অন্তর যার
সফলতার জীবন শুধুই তার।

দানের সম্পদ অবশ্যই ভাই
হালাল উপার্জনের হওয়া চাই
হারাম সম্পদ সদকাহ করে
পুণ্য কামাই হবে নারে
পবিত্র ও হালাল বিনা
গ্রহণ তিনি করেন না।

পরিবারের জন্য করলে ব্যয়
উত্তম সদকাহ সেটা হয়
অভাবের মাঝেও সদকাহ দেবে
উত্তম সদকার সওয়াব পাবে।

প্রিয় জিনিস দান হবে
উত্তম সদকা সেটাও তবে
নিজের শ্রমে উপার্জিত অর্থ দান হলে
সর্বোত্তম সদকা তাকেই বলে
‘আল্লাহর জিকিরের’ চাইতে ভাই
ভালো কোনো সদকা নাই।

দ্বীনের দাওয়াত মানুষকে দেবে
সদকার সওয়াব তাতেও হবে
মুমিনের কিছু চুরি হলে
সদকার সওয়াব যাবে মিলে
পতিত জমি আবাদে ভাই
সদকার সওয়াব হবে কামাই।

বৃক্ষ রোপণ করে যাবে
সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব পাবে
অন্যের ক্ষতি থেকে বিরত রও
সদকার সওয়াব হাতিয়ে নাও
প্রতিটা ভালো কাজই ভবে
সদকাহ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য রবে
দান সদকাহ করে যাবে
কৃপণ আবেদের চেয়ে তাই
মূর্খ দাতাকে উত্তম পাই।

ইবাদতের 'হিরো' দানকে পাই
এর তুলনা ধরাতে নাই
পানি যেমন আগুনকে নিভায়
সদকাহও তেমন গুনাহকে মিটায়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ রবে
গরিব-দুঃখীদের দিয়ে দেবে
খোঁটা বা কষ্ট দিলে তবে
দানের সওয়াব নষ্ট হবে।

মানুষের জীবনে প্রতিদিন হায়
দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়
কেউ দাতার উত্তম বিনিময় চায়
কেউ কৃপণের সম্পদের ধ্বংস কামনায়
কৃপণতা থেকে বাঁচো সবাই
কৃপণ বেহেশতে যাবে না ভাই।

সম্পদ আল্লাহ দিলে পরে
দান-সদকাহ করবো সবারে
মাল যখন হাতে পায়
কৃপণ মানুষ বনে যায়
"দিয়ে ধন বুঝে মন
কেড়ে নিতে কতক্ষণ।"

বালা মুছি বাতে জড়িয়ে যাবে
সদকাহ সবই মিটিয়ে দেবে
অসুস্থ ব্যক্তি ঘরে রবে
সদকার বদৌলতে সুস্থতা পাবে
'বিপদ' সদকাকে ডিঙ্গায় না ভাই
দান-সদকাহ করো সবাই।

সদকাহ তোমার দলিল হবে
আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেবে
দানকারী আল্লাহর ভালোবাসা পাবে
সহজেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

আর্থিক স্বচ্ছলতা যদি রবে
আর কেন দেরি তবে
উত্তম ঋণ আল্লাহকে দাও
আখেরি ছামানা গুছিয়ে নাও।

গুনে গুনে দানে হায়
নেকিও গুনে গুনেই হয়
দু'হাতে দান করে যাবে
হিসেব ছাড়া নেকি পাবে।

সে-দিন আফসোস হবে ভাই
কেন অগ্রিম পাঠাই নাই
দান-সদকাহ করে যাবে
অগ্রিম সওয়াব জমা হবে।

"ক্ষুধার তাড়নায় বিপাকে পড়ে
গিয়েছিনু সেদিন তোমার দ্বারে
ছিল তো সম্পদ ভান্ডার ভরে
একটি পয়সাও দাওনি মোরে"
হাশরের মাঠে সে-দিন তবে
এমন অভিযোগের সম্মুখীন হবে।

দানের হাতকে গুটিয়ে রেখো না
সাধ্যের বাহিরে কখনো যেয়ো না
নিচের হাতের চেয়ে তবে
উপরের হাতকে উত্তম পাবে।

ঈমান আছে কারো অন্তরে
সদকাহ সেটাই প্রমাণ করে
হাশরে ঈমানের দলিল হবে
দান-সদকাহ করো সবে
হাশরের দিন সদকাকারী তবে
'দান নামক' বেহেশতের দরজা পাবে।

সদকায় 'সম্পদ' তোমার গোলাম হবে
নইলে নিজেই গোলাম বনে যাবে
প্রবৃত্তির কাছে যাবে হেরে
পরকাল কাটবে অনুসূচনা করে।

শর্টকাটে জান্নাত কেনা হবে
বিপদে-আপদে মুক্তি পাবে
মৃত্যুযন্ত্রণা ঘুচে যাবে
কবরের আজাব মাফ তবে
কিয়ামতের মাঠ নিরাপদ রবে
সদকাই মহা-ঔষধ ভবে।

মুমিন-মুসলমান শোনো ভাই
সাধ্যমত দান করা চাই
একটা খেজুর হলেও দান করে
নয়তো ভালো কথা ও ব্যবহার ধরে
জান্নাতের পথে পা বাড়াই
নইলে কিন্তু উপায় নাই।

দানবীর সহজেই বেহেশত পাবে
সদকাহ শক্তিশালী এক ইবাদত ভবে।

প্রাচুর্যের লোভ

অট্টালিকায় রাতে ঘুমাও ভাই
ভাঙা ঘরেই রাত কাটাই
পোলাও মাংস সকলে খায়
ভাতই দু'বেলা জোটানো দায়।

গাড়ি হাঁকিয়ে চলে সবাই
আমার সম্বল 'এগারো নম্বরই' পাই
এসব চিন্তা মাথায় ঢুকে
জীবনে সে হতাশায় ভোগে।

"যে-করেই হোক আমাকেও তবে
মালিক এসবের হতেই হবে"
ক্ষণস্থায়ী জীবনেও মানুষ তাই
সম্পদের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত সবাই
প্রাচুর্যের লোভ একেই বলে
মানুষ তো ধরা এরই জালে।

বিলাসী জীবনের মোহে পড়ে
কিংবা সামাজিক মর্যাদা পাবার তরে
নয়তো সন্তানের ভবিষ্যত দিতে গড়ে
প্রাচুর্যের লোভ মানুষ করে।

অর্থের পিছু ছুটছে সবাই
কার চেয়ে কে বড়ো হবে ভাই
জীবনের মাকসুদ বলতে এটাই
স্রষ্টার ভয় অন্তরে নাই।

ধনসম্পদ উপার্জন দোষের নয়
শরিয়তের গণ্ডিতে যদি হয়

সীমালঙ্ঘন করে যাবে
এমন উপার্জন হারাম তবে
অর্থলোভ অন্তরে আছে যার
সীমালঙ্ঘন নিত্য অভ্যাস তার।

সুদ-ঘুস-জুলুমকে তবে
অর্থলোভীর নিত্য সঙ্গী পাবে
মানুষ যত দুর্নীতি করে
সবই প্রাচুর্যের লোভে পড়ে।

প্রাচুর্যের লোভ সীমাহীন ভবে
সম্পদের পাহাড়েও অতৃপ্ত রবে
একটা থাকলে দুইটার বায়না
পেট কিছুতেই ভরতে চায় না
অর্থলোভী এমনই বেপরোয়া হয়
'মিরাসের' সম্পদও হাতিয়ে নেয়।

স্বর্ণের পাহাড় মানুষকে দিলে
তৃপ্তি কভু নাহি মিলে
কবরের মাটি বিনে তাই
বনি আদমের পেট ভরবে না ভাই।

দু'হাতে উপার্জন করছো ভবে
সীমাহীন সম্পদের মালিক হবে
'কাফনের' তো কোনো পকেট নাই
সঙ্গে কী করে নেবে ভাই
রিক্ত হস্তেই এসেছিলে ভবে
শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হবে।

দেহের দখল পোকায় নেবে
সম্পদ মানুষে লুটে খাবে
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় থাকো ভাই
ভিন্‌দেশির মতো তাই।

খেয়ে-পরে-দান করে যাবে
তোমার সম্পদ শুধু সেটাই ভবে
খরচকৃত সম্পদের মালিকই তুমি হবে
জমাকৃত সম্পদ উত্তরাধিকারী পাবে।

প্রাচুর্যের লোভের কুফল পাই
ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল নাই
আত্মীয়স্বজনে ঝগড়া বাঁধে
প্রতিবেশী পড়ে মামলার ফাঁদে
জমিজমা নিয়ে লাঠালাঠি হয়
সামাজিক সৌহার্দ হারিয়ে যায়।

সুদ-ঘুস-দুর্নীতি বাড়ে
খুন-খারাপি মানুষ করে
এতিম-অসহায় বঞ্চিত হয়
সরকারি সম্পত্তিও বেদখলে যায়।

ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাড়লে হায়
মেষ পালকের যে ক্ষতি হয়
মানুষ সম্পদের লোভে পড়ে
বেশি ক্ষতি তার ধর্মের করে।

বয়স বাড়ার সাথেই তবে
প্রাচুর্যের লোভও বেড়েই যাবে
অর্থের ক্ষুধা এমনই হায়
মৃত্যু অবধি টিকে রয়
অভাবের গণ্ডি আছে ভাই
চাহিদার কোনো শেষ নাই।

প্রাচুর্যের লোভ দুরারোগ্য ব্যাধি
ভোগায় মানুষকে নিরবধি
ব্যাধি যার অন্তরে পাবে
আল্লাহর স্মরণে গাফেল হবে

মনুষ্যত্ববোধ নাহি রবে
বিবেকহীন অর্থপিশাচ তবে।

সম্পদ থাকলেই ধনী নয়
মনের ধনীই ধনী হয়
অর্থবিত্তের পিছু ছুটলে তবে
দুনিয়ার মোহে অন্ধ রবে
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমাবে
দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বাড়াবে।

মুমিন আল্লাহকে ভয় পায়
ঈমানদার কখনো লোভী নয়
ঈমান ও লোভ একত্রে তবে
অন্তরে কখনো নাহি রবে।

অন্যের আছে তোমারও চাই
এমন প্রতিযোগিতায় নামতে নাই
অর্থসম্পদ আল্লাহর নিয়ামত ভবে
নির্ধারিত অংশই তুমি পাবে।

কারো ভোগবিলাসের প্রতি তাই
চোখ তুলে কখনো তাকাতে নাই
রবের দেওয়া রিজিকই উত্তম তবে
এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এমনটি ভাবারও সুযোগ নাই
সবচেয়ে সুখী জীবনে ধনীরাই
তাদের মনেও অনেক যাতনা

যেটা হয়তো তুমিও জানো না
সুখশান্তির আধার স্রষ্টার কাছে রয়
সম্পদ কোনো মাপকাঠি নয়।

"সম্পদের ভারে ঘুম আসে নারে
রাত্রি হলেই সব অসুখ বাড়ে
ডায়াবেটিস দিল আরও কষ্ট
সুঁইয়ের ঘাওয়ায় জীবন নষ্ট
ভালোমন্দ খাওয়া কপালে নাই
রুটি-সবজি খেয়েই জীবন কাটাই।"

হাজারো এমন সমস্যা নিয়ে
চলছে জীবন হিমসিম খেয়ে
দেখে সুখী মনে হলেও হায়
বাস্তবে সুখী কোটিপতিরাও নয়।

গোলক ধাঁধার চক্করে পড়ে
মালদারকেই সবাই সমীহ করে
পার্থিব এ সম্পদ হায়
সম্মান মর্যাদার মাপকাঠি নয়।
শেষ জমানার উম্মতের জন্য তবে

'সম্পদকে' পরীক্ষার বস্তু পাবে
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তাই
সম্পদ আয়-ব্যয়ে নৈতিকতা চাই।

সম্পদ কোন পথে কামালে ভবে
জবাবদিহি হাশরে করতেই হবে
আয়-ব্যয়ের পথ হারাম হলে
নিশ্চিত তুমি ফেঁসে গেলে।

প্রাচুর্যের লোভ পিছু নেবে
জীবনে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে
"লোভে পাপ-পাপে মৃত্যু হয়"
এমন কথাই গুণীরা কয়।

খাঁটি ঈমান অন্তরে যার
প্রাচুর্যের লোভ নাইকো তার
ধন-সম্পদের লালসায় পড়ে
ঈমানকে দিয়ো না বিক্রি করে।

জীবনে চলতে হলে ভাই
অর্থ-সম্পদ থাকা চাই
জীবনের জন্য অর্থ হায়
অর্থের জন্য জীবন নয়
প্রয়োজনীয় ধন অমৃততুল্য তাই
অতিরিক্ত ধনকে বিষতুল্য পাই।

দুনিয়াতে তোমার আগমন হায়
সম্পদের পাহাড় গড়তে নয়
স্রষ্টার ইবাদতের জন্যই তবে
এসেছো তুমি মর্তের ভবে।

প্রিয় বান্দা হতে চাও
বিলাসী জীবন এড়িয়ে যাও
সন্তানের ভবিষ্যত গড়তে তবে
আল্লাহর উপরই ভরসা রবে
সম্মান-ক্ষমতার ব্যাপারটাও তবে
আল্লাহ দিলেই তুমি পাবে।

অনারম্বর জীবনের ব্রতী হয়ে
স্রষ্টার ভালোবাসা নাও কুড়িয়ে
ঈমান-আমলকে আঁকড়ে ধরো
প্রাচুর্যের লোভ পরিহার করো।

জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেবে
জান্নাতের যাওয়ার সুযোগ হবে
নিয়ামতের শুকরিয়া করে যাও
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছেড়ে দাও।

জাকাত দিয়ো ভাই

'**নে**ছাব' পরিমাণ সম্পদ রবে
আড়াই শতাংশ 'আট খাতে' যাবে
ধনীর সম্পদে এভাবেই তবে
গরিবের অধিকার রয়েছে ভবে
বছরান্তে হকদারকে পৌঁছে দেবে
জাকাত এরই নাম হবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাত রবে
দ্বিতীয় অবস্থানেই জাকাতকে পাবে
"আকিমুস্সালাত ওয়া আতুজ্জাকাত" তাই
বারবারই কুরআনে এসেছে ভাই
'নেছাব' পরিমাণ সম্পদ নাহি যার
সেও হবে জাকাতের হকদার।

পৃথিবীর মানুষের কাছে যাবে
সম্পদকে ভালোবাসার বস্তু পাবে
আল্লাহ ও রাসুলের (স:) প্রতি তাই
ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি চাই
তবেই না জাকাত মানুষ দেবে
নইলে ধোঁকায় পড়ে রবে।

কষ্টে উপার্জিত সম্পদ ভাই
খরচের ইচ্ছা মানুষের নাই
তাই তো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে
জাকাতকে অর্থদণ্ড মনে করে
শষ্য-গোরুছাগলের জাকাতও আছে ভাই
হিসেব করেই দেওয়া চাই।

জাকাত আদায়ের মাধ্যমে হায়
শয়তানের কুচক্র ব্যর্থ হয়
পরকালের রুজি এটাকে পাই
জাকাত আদায় করো সবাই।

অধিকাংশ মালদারকেই সমাজে পাবে
জাকাতের হিসেবে গড়মিল রবে
'লামছাম' কিছু বাজেট ধরে
গরিবের মাঝে বিতরণ করে।

ভেজাল সেখানেও দেখতে পাই
মানসম্মত জিনিস লিষ্টে নাই
নিম্নমানের শাড়ি-লুঙ্গিই হায়
জাকাত হিসেবে বিতরণ হয়।

গল্পের শেষ এখানেই নয়
বিতরণের আগে মাইকিং হয়
হাজারো লোকের সমাগম হবে
মুষ্টিমেয় কিছু লোক জাকাত পাবে
অহেতুক মানুষের হয়রানি বাড়ে
পদপিষ্টে হয়ে অনেকেই মরে।

জনপ্রতিনিধিরা জাকাত দেয়
নেপথ্যে পাবলিকের সমর্থনও চায়
'রিয়ামার্কা' এমন জাকাতে তবে
পুণ্য কিছুই নাহি পাবে।

এখলাসের সাথে জাকাত দিবে
তবেই সেটা কবুল হবে
অবৈধ সম্পদের জাকাত নাই
দিলেও কবুল হবে না ভাই।

জাকাত যদি গরিব না নেবে
সম্পদই ধনীর অপবিত্র রবে
জাকাত গ্রহীতা হিসেবে তাই
গরিবের উপকার সামান্যই।

বরং উপকার করেছে ধনীকে
নইলে সে পড়তো বিপাকে
এমন দিনের আগমন হবে
জাকাত গ্রহীতা খুঁজে না পাবে।

জাকাতে সম্পদ কমে না হায়
উত্তর উত্তর বেড়েই যায়
পরিমাণে না বাড়লেও তবে
মালের বরকত অবশ্যই পাবে।

ফরজ ইবাদত জাকাত হয়
মাল পবিত্র ও হালাল হয়
সম্পদের জাকাত নাহি দিবে
গোটা মালটাই হারাম রবে।

জাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন ভবে
ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক সমন্বয় হবে
সমাজের দরিদ্রতা বিমোচনে তাই
জাকাতের ভূমিকা অনেকটাই।

অভাবীদের সামাজিক নিরাপত্তার পরে
উন্নয়নের চাকা গতিশীল করে
অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে দেয়
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধন ও মনকে পবিত্র করে
আয়-রোজগার এতে বাড়ে
জাকাত প্রদান করে না যারা
আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী তারা।

জাকাত অনাদায় রবে যার
রাসুলের (স:) অভিশাপ পাওনা তার
বখিলের কপালে জান্নাত নাই
হাদিসের বিধান এমনটাই।

মালের জাকাত নাহি দিবে
দুনিয়াতেও শান্তি তুমি পাবে
অপবিত্র সেই সম্পদই তবে
কিয়ামতে বিষধর সাপ হবে।

বেড়িরূপে গলায় জড়িয়ে রবে
নির্মমভাবে দংশে যাবে
জমাকৃত সম্পদকে উত্তপ্ত করে
কপাল-পার্শ্বদেশ-পিঠে সীল দেবে মেরে।

জাকাতদাতা ভাগ্যবান তবে
দোজাহানেই সে সফলকাম হবে
জান্নাত নসিব হবে তার
পরকালের ভাবনা নাইকো আর।

কথা শোনো মুমিন ভাই
শয়তানের ধোঁকায় পড়তে নাই
পরকালের ভয় অন্তরে নাও
হিসাব করে জাকাত দাও
হাশরে নাজাতের আশা রবে
নইলে জান্নাত মিস হবে।

আসুন সবাই শপথ করি
জাকাত ভিত্তিক সমাজ গড়ি
নইলে কারো রক্ষা নাই
জাকাত দিও ভাই।

তাক্বওয়া বিনে জান্নাত নাই

আল্লাহকে ভয় করেই তবে
সমস্ত হারাম থেকে বিরত রবে
তাক্বওয়া আসলে একেই বলে
'আল্লাহর ভয়' নামেই সমাজে চলে
সমস্ত নেক আমলের মূলে এটাই
তাক্বওয়া বিনে জান্নাত নাই।

সমাজের মানুষকে দেখা যায়
না বুঝেই কাউকে মুত্তাকী কয়
নোংরা জটাধারী পাগলের বেশ ধরে
ছেঁড়া জামা পরে কেউবা রাস্তায় ঘুরে
দাড়ি-টুপি-জুব্বা পরে
কিয়ামুল লাইল আদায় করে।

কাপড় পরে টাকনুর উপরে
কপালে দাগ নামাজ পড়ে
এর কোনোটাই আসলে হায়
মুত্তাকি হওয়ার আলামত নয়।

তাওহিদের জ্ঞান রাখে অন্তরে
ঈমানসহ নেক আমল করে
শিরক-বিদাতের মধ্যে নাই
হারাম থেকে দূরে থাকে সদাই।

আদেশ-নিষেধ পালিত হয়
জাকাত আদায়ে তৎপর রয়
প্রাপ্ত রিজিকে সন্তুষ্ট থাকে
পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

ব্যবসা ও লেনদেনে হায়
শতভাগ সততার পরিচয় দেয়
সীমালঙ্ঘন কখনো নাহি করে
হিংসা-বিদ্বেষ-অহংকার নাহি অন্তরে
এমন লোককেই মুত্তাকি কয়
বাহ্যিক বেশভূষায় মুত্তাকি নয়।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে' তবে
তাক্বওয়ার কালেমা বলে সবে
ঈমান ও তাক্বওয়াকে তাই
একইসূত্রে গাঁথা পাই
খাঁটি মুমিন তো সেই ভবে
তাক্বওয়া যার অন্তরে রবে।

প্রকৃত পরহেজগারকে পাই
কোনো প্রকার পাপের মধ্যেই নাই
সমাজে এক শ্রেণীর মুত্তাকি রয়
হালার হারাম সবই খায়।

এমন মুত্তাকিও পাবে ভাই
অল্প সম্পদের লোভ নাই
বড়ো সুযোগ যখন আসে
পুকুর চুরি করে বসে।

কবিরা গুনাহ নাহি করে
সগিরা থেকে সরে না দূরে
এমন মুত্তাকিও পাওয়া যায়
সমাজ এরাই বেশি রয়।

তাক্বওয়া অন্তরকে রাখে ঢেকে
অসাধু চিন্তাচেতনা নাহি ঢুকে
জীবন চলার পথে তাই
উত্তম পাথেয় এটাকে পাই।

হালাল উপার্জনে অনুপ্রেরণা যোগায়
মন্দ কাজের বড়ো অন্তরায়
পাপ মোচনে সাহায্য করে
মাগফিরাতের পথ দেখায় পরে।

জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়
জান্নাত লাভের মাধ্যম হায়
ইবাদতের সারবস্তু এতে পাবে
তাক্বওয়া হাসিল করো সবে।

তাক্বওয়া ছাড়া ঈমানকে তবে
ফলবিহীন বৃক্ষের মতো পাবে
ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য তাই
তাক্বওয়া অবশ্যই থাকা চাই
উত্তম ইবাদত এটা ভবে
দ্বীনের চাবিকাঠি এখানে পাবে।

তাক্বওয়া যত বেশি রবে
ঈমান তত মজবুত হবে
সবচেয়ে বেশি তাক্বওয়া যার
বেশি সম্মান ও মর্যাদা তার
রাসুলই (স:) একমাত্র ব্যক্তি ভাই
তাক্বওয়ার শীর্ষে যাকে পাই।

জীবনের পথ কন্টকাযুক্ত রবে
সাবধানেই পা বাড়াতে হবে
পাপের সমাজে বসবাস করে
আল্লাহর ভয়ে রবে দূরে।

সমস্ত পাপকে ছাড়তেই হবে
তাক্বওয়ার দাবি এটাই তবে
দ্বীনের উপর চলতে তাই
সতর্ক সাবধান থাকা চাই।

স্রষ্টার ভয় দিলে নাই
নিজেকে জ্ঞানী ভাবলে ভাই
জ্ঞানী তো প্রকৃত সেই ভবে
তাক্বওয়া যার অন্তরে রবে
জ্ঞানীরাই আল্লাহকে করে ভয়
মূর্খরা সদাই 'গাফেল' রয়।

তাক্বওয়ার শক্তি এমনই পাবে
কুপ্রবৃত্তি অন্তরে নাহি রবে
অন্যায় কিছু করতে যাবে
তাক্বওয়াই বাধা তোমায় দেবে
মুত্তাকি লোককে দেখলে ভাই
শয়তান বলে জলদি পালাই।

তাক্বওয়ার জ্যোতি অন্তরে রবে
'ফুরক্বনের' জ্ঞান তুমি পাবে
সত্যমিথ্যার পার্থক্য সহজ হবে
হালাল হারাম বেছে খাবে।

অন্তরে তাক্বওয়ার ঘাটতি রবে
মুমিনও পাপ কাজে জড়িয়ে যাবে
ইবাদত বন্দেগি যদিও করে
হারাম কাজ নাহি ছাড়ে।

প্রকৃত পরহেজগার হতে তাই
অন্তর-জিভ-চক্ষু-কর্ণকে মুত্তাকি বানাই
জবানের পরহেজগারী আগে চাই
সবচেয়ে কঠিন কাজ এটাই।

আবেদ সমাজে অনেকই রয়
মুত্তাকি খুঁজে পাওয়া দায়
ইবাদতের পূর্বশর্ত তাক্বওয়া তাই
তাক্বওয়াবিহীন ইবাদত কবুলে নাই।

মুমিনের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য রবে
অন্তরে তাক্বওয়া থাকতেই হবে
মনের ব্যাপার এটা বটে
কর্ম ও আচরণে বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সকল নবীরাই ধরাতে এসে
তাক্বওয়ার দাওয়াতই দিয়ে গেছে
মুত্তাকিদের সাথেই আল্লাহকে পাবে
মুমিন-মুত্তাকি জান্নাতে যাবে।

আদেশ পালন যথাসাধ্য চাই
নিষেধ শতভাগই মানো ভাই
এমন তাক্বওয়া যদি রবে
তাক্বওয়ার লাভ পুরোটাই পাবে।

তাক্বওয়ার ইবাদত ফরজ ভবে
উত্তম পাথেয় পরকালে হবে
খাঁটি তাক্বওয়া মুমিনের রবে
সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে যাবে
তাক্বওয়ায় ভেজাল থাকলে তবে
স্রষ্টার রোষানলে পুড়তে হবে।

হাল জমানার অবস্থা পাই
মানুষের মাঝে তাক্বওয়া নাই
লাগামহীনভাবে পাপে জড়ায়
সমাজের অধঃপতন আজকে হায়
হৃদয়ের ব্যাধি ও নাপাকি যত রয়
তাক্বওয়া সবই দূর করে দেয়।

‘আহকামুল হাকিমিন’ তাঁকে পাই
ভয় করার মতো ভয় করা চাই
মুমিন-মুত্তাকি বনেই তবে
কবরে তোমাকে যেতে হবে।

কুরআন তাক্বওয়ার কিতাব ভবে
জীবনের একমাত্র আদর্শ পাবে
আল্লাহর নৈকট্য পেতে হলে
কুরআনকে মানতে হবে দিলে।

মুমিনের অন্তরে তাক্বওয়া রবে
ইবাদতের ভারসাম্য খুঁজে পাবে
আল্লাহর ভয় অন্তরে নাই
মুমিন কী করে হলে ভাই
তাক্বওয়াবিহীন অন্তর রবে
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা হবে।

ঈমান-তাক্বওয়া অর্জনকারী হবে
আল্লাহর বন্ধু সেই তো ভবে
প্রবৃত্তির গোলামি ছেড়ে দাও
হালাল রুজি ও খাবার খাও
তাঁর ইবাদতে মনোনিবেশ কারো
আত্মসমালোচনার পথ ধরো।

হাশরে তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিই তবে
রাসুলের (স:) সবথেকে নিকটে রবে
তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্রই হায়
সবচেয়ে বেশি মানুষকে জান্নাতে নেয়।

তাক্বওয়ার চুড়ান্ত ফলাফল রবে
দু'টি জান্নাত হাশরে পাবে
তাক্বওয়া হাছিল করো সবাই
তাক্বওয়া বিনে জান্নাত নাই।

বিদাতের বেড়াজালে মুসলমান

শাব্দিক অর্থের বিচারে তবে
নতুন আবিষ্কার বিদাত হবে
শরিয়তের দৃষ্টিতে হায়
সব নতুনই বিদাত নয়।

দ্বীন ও ইবাদতের মধ্যে হলে
ইসলাম তাকেই বিদাত বলে
সুন্নতের বিপরীত কর্মই তবে
বিদাত হিসেবে গণ্য হবে
নবির তরিকায় আমল সুন্নত হয়
ভ্রান্ত তরিকায় এটাকেই বিদাত কয়।

রাসুল (স:) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে
ইবাদত-আক্বীদায় নতুন যোগ করে
শরিয়তে যার কোনো ভিত্তি নাই
সবই এর বিদাত পাই
সমস্ত বিদাতই পথভ্রষ্টতা তাই
'হাসানাহ' বলে কিছু নাই।

কুরআনে ঘোষণা দিয়েই তবে
দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন 'রবে'
নতুন কিছু এতে ঢুকাবে
বিদাত ছাড়া আর কী হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির ধোঁকায় পড়ে
পুণ্যের আশায় বিদাত করে
কুরআন-হাদিস ঘেটে যাবে
স্বপক্ষে দলিল নাহি পাবে।

জীবনের কর্মকে হায়
বিভক্ত দু'ভাগে করা যায়
একটি হবে জাগতিক কর্ম
অপরটির নাম ইবাদত ধর্ম।

জাগতিক কর্মের সাথে তাই
বিদাতের কোনো সম্পর্কই নাই
নতুন কিছু আবিষ্কার হবে
আস্তিক-নাস্তিক সুবিধা নেবে।

প্লেনে-ট্রেনে-জাহাজে চড়ে
সব মানুষই ভ্রমণ করে
কম্পিউটার-ল্যাপটপ-মোবাইলকে তাই
যুগের চাহিদায় সবারই চাই।

জাগতিক বিষয় এসবকে পাই
বিদাতের সাথে সম্পর্ক নাই
এর বৈধতার বিষয়টি তবে
শরিয়তের দৃষ্টিতেই নির্ধারিত হবে।

বিদাতের সর্ম্পকটা শুধুই তাই
ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত পাই
'ইবাদতের জন্য' নতুন কিছু হয়
সেটাও কিন্তু বিদাত নয়।

কুরআনে হরকত বসেছে ভাই
আজান দিতে মাইক চাই
মাদ্রাসায় 'দ্বীন' শিক্ষা হয়
প্লেনে মানুষ হজে যায়।

'নোটে' জাকাত আদায় করে
'এসি' মসজিদে নামাজ পড়ে
ইবাদতের জন্যই এসব তাই
বিদাত বলার সুযোগ নাই।

ইবাদতের মধ্যে নতুন কিছু হলে
ইসলাম তাকেই শুধু বিদাত বলে
আল্লাহ-রাসুলের (স:) অনুমোদন নাই
এমন ইবাদতই বিদাত পাই।

নবী ও সাহাবাদের সুন্নতই ভাই
মুমিনের ইবাদতের মানদণ্ড পাই
খাঁটি মুমিনের জন্য তবে
সমস্ত ইবাদতই নির্ধারিত পাবে
রাসুলের (স:) আনিত দ্বীনে তাই
বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির সুযোগ নাই।

যে ইবাদতের বিধান যতটুকুন রবে
কম-বেশিতে বিদাত হবে
ইবাদতের প্রদ্ধতির রদবদল হলে
ইসলাম তাকেও বিদাত বলে
শরিয়ত বিরোধী কোনো বিশ্বাস রবে
বিদাত বলেই গণ্য হবে।

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম পাই
স্রষ্টাই পরিপূর্ণ করেছেন তাই
নবুওতের দায়িত্ব শতভাগ পালন করে
পৌঁছিয়েছেন সংবাদ ঘরে ঘরে
নতুন সংযোজন করলে তবে
দ্বীনকে অপূর্ণ ধরা হবে।

রাসুলের (স:) রিসালতকে অপূর্ণ ধরে
'বিদাতে হাসানাহ' আবিষ্কার করে
রিসালতের বিশ্বাসে ঘাটতিই হায়
সকল বিদাতের জন্ম দেয়

প্রত্যেক বিদাতই পথভ্রষ্টতা তাই
'হাসানাহ' বলে কিছু নাই।

সুন্নতকে অসম্পূর্ণ মনে করে
পণ্ডিতরা 'বিদাত' আবিষ্কার করে
বিদাতে রাসুলের (সঃ) অপমান হয়
বিদাত সুন্নতকে মিটিয়ে দেয়।

বিদাত ধার্মীকের পাপ তাই
ইবাদত হিসেবেই করে সবাই
এর ভিত্তি এমনই শক্ত
মানুষ বিদাতের অন্ধ ভক্ত।

বিপক্ষে কিছু বলতে যাবে
নাজেহাল করে ছেড়ে দেবে
সন্ত্রাসীকে ফেরানো সহজ তবে
বিদাতির বেলায় কঠিন হবে।

বিদাতকে 'সুন্নত' হিসেবে ধরে
নেকির আশায় আমল করে
বিদাতের জন্য কেহ তাই
তওবা-ইস্তেগফারও করে না ভাই।

বিদাতের পাপ এমনই ভাবে
হাশর অবধি ঝুলে রবে
অন্যান্য পাপের চেয়ে তাই
বিদাতে শয়তানকে খুশিই পাই।

বাপ-দাদার কর্ম আঁকড়ে ধরে
বিদাতের অন্ধ অনুসরণ করে
ইসলাম সত্য ধর্ম তাই
অনুমান আন্দাজের সুযোগ নাই

শরিয়তের বিধান মেনেই তবে
ইবাদত তোমায় করতে হবে।

কুরআনের বাণী সর্বোত্তম জানি
রাসুলের (স:) আদর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ মানি
প্রত্যেক বিদাতেই পথভ্রষ্টতা হয়
পরিণামে যার জাহান্নাম রয়।

বিদাতি আল্লাহর অভিশাপ পাবে
ঈমান তার নাহি রবে
বিদাতির আমল কবুল হবে না
'হাউজে কাউছারের' পানি পাবে না
নবী সাফায়াত করবে না ভাই
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা পাই।

শয়তানের ধোঁকা বিদাত বটে
ইবাদতের সীমালঙ্ঘন তাতে
বিদাতি আমল থেকে তাই
শত মাইল দূরে থাকো ভাই
জীবনের সার্বিক কল্যাণ চাবে
একমাত্র রাসুলের (স:) সুন্নতেই পাবে।

অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে দাও
কুরআন-সুন্নার আমলে জড়াও
আল্লাহকে অন্তরে ভয় করে
যত কুসংস্কার দাও ছেড়ে।

বিদাত হলো কবিরা গুনাহ
তওবা বিনে মাফ হবে না

বিদাতকারীর তওবা হায়
কবুলের অপেক্ষায় ঝুলে রয়
বিদাতকে ছেড়ে দিলেই তবে
সঠিক তওবা কবুল হবে।

নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরি
বিদাতমুক্ত জীবন গড়ি।

নামাজ বিনে নাজাত নাই

সমাজের কিছু মানুষকে পাবে
নামাজের কথা বললে তবে
বক্তব্য একটাই তাদের কাছে
"নামাজ না পড়লেও ঈমান আছে।"

অনেক আল্লাহর বান্দাই রয়
নামাজে মোটেও আগ্রহী নয়
নফসের ধোঁকায় পড়ে হায়
মিছেই অজুহাত দাড় করায়
"কী ভাবে নামাজ পড়ি ভাই
কাপড়ই তো আমার ঠিক নাই।"

মিছে আফসোস অনেকেরই পাই
"নামাজ তো আসলে পড়তেই চাই
সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা নাই
জীবনের ঘানি টেনে বেড়াই।"

"খাওয়ার ফুরসত নাহি পাই
নামাজ কখন পড়ি ভাই
মৃত্যুও যদি এসে ধরে
বলবো দেখা করো পরে।"

আবার কিছু মানুষকে পাবে
'শুক্কুর আলী' বলেই চিনে সবে
সপ্তাহান্তে শুধু জুমাই পড়ে
বাকি সব দিয়েছে বিদায় করে।

‘রমজান আলীর’ চরিত্র পাই
রমজান ছাড়া মসজিদে নাই
এমন মুসলমানও সমাজে রয়
দুই ঈদেই শুধু নামাজে যায়।

অনেকেই মাঝেমধ্যে নামাজ ধরে
আবার কখনো দেয় ছেড়ে
কেওবা জোহর-আসর-মাগরিব-এশা পড়ে
ফজর কাটায় ঘুমের ঘোরে।

“আসর গেল খচর-মচর
মাগরিব গেল ধাইয়া
এশা গেল খাইতে লইতে
ফজর গেল শুইয়া
আয়রে জোহর ভাই
তোরে নিয়ে বেহেশতে যাই।”

নামাজির দাবিতে সোচ্চার সবাই
মূলে লিষ্টে এদের নামই নাই
এ উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে হায়
বে-নামাজির সংখ্যাই বেশি রয়।

ঈমান আনার পরেই তবে
সর্বোত্তম ফরজে আইন মুমিনের হবে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ভাই
জামাতের সাথেই আদায় চাই
নিয়মিতই যে একাজ করে
ইসলাম তাকেই নামাজি ধরে।

শরিয়তের বিধান মতে হায়
আমল ঈমানেরই অন্তর্ভুক্ত রয়
সর্বোত্তম আমল নামাজ তাই
নামাজ বিনে ঈমান নাই।

নামাজকে ঈমানের প্রাচীর পাই
ঈমানকে বাঁচাতেই নামাজ চাই
ঈমানের বহিঃপ্রকাশ নামাজে পাবে
এটা বিনে মুমিন কী করে হবে
সালাত ইসলামের পিলার তাই
নামাজ বিনে ইসলাম নাই।

ফরজ ইবাদত যত রবে
নামাজ তার 'লিডার' ভবে
স্বাধীন ইবাদত সালাত তাই
বাকি সব এরই নির্ভরশীল পাই
নামাজকে তাই আগে ধরো
বাকি আমল পরে করো।

'বিরাশি' বার কুরআনে তবে
নামাজের তাগিদ দিয়েছেন রবে
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে যাবে
নামাজই প্রধান মাধ্যম ভবে।

ইবাদতের রাজ্যের বাদশা হিসেবে
সর্বাধিক গুরুত্ব নামাজই পাবে
কাজকে তুমি বলো ভাই
আগে তো আমার নামাজকে চাই।

সালাত যদি ছেড়ে দেবে
রবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে

এমনই 'এতিম' বনে যাবে
তুলনা যার নাইকো ভবে
স্রষ্টার 'নেটওয়ার্ক' পেতে হলে
নামাজের 'সীম' ভরো দিলে।

ঈমান ও কুফরের পার্থক্য হায়
নামাজ দিয়েই নির্ধারিত হয়
সেচ্ছায় নামাজ ছেড়ে দিবে
'কুফর' বলেই গণ্য হবে।

কুরআন হাদিসে কোথাও নাই
বে-নামাজি মুসলিম ভাই
হাদিসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়
বে-নামাজি কাফির বনে যায়।

সাহাবাদের 'এজমাও' এমনই ছিল
নামাজ না পড়া 'কুফরি' তুল্য
নামাজ যে পড়ে না ভাই
ইসলামে তার হিস্যা নাই।

শুধু ইবাদতের জন্যই তবে
মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ভবে
মূল ইবাদতটাই নামাজ তাই
নামাজ বিনে মুক্তি নাই।

একটি সেজদার আদেশ অমান্যে হায়
আযাযিল কাফির বনে যায়
প্রতিদিন 'চৌত্রিশ' সেজদা অমান্যের পরে
মুমিন তুমি কেমন করে
সেজদাই একমাত্র ইবাদত ভবে
আল্লাহকে সবথেকে নিকটে পাবে।

হাশরের মাঠে মানুষ যবে
সেজদার জন্য আদিষ্ট হবে
নামাজ না পড়ে থাকলে ভাই
সেজদার ক্ষমতা কারোরই নাই
কী করে তুমি আশায় রবে
নামাজ বিনেই জান্নাত পাবে।

দোজখবাসীরা জিজ্ঞাসিত হবে
কী জন্য জাহান্নামে এলে তবে
"নামাজের পাবন্দি করি নাই
মূল কারণ ছিল এটাই"
এর পরও কী ধান্দায় রবে
নামাজ না পড়েই জান্নাতে যাবে।

অনেক পীর ফকিরকে পাই
ধর্মের গুরু সেজেছে সবাই
শরিয়তের বিধান অমান্য করে
নামাজ পড়া দিয়েছে ছেড়ে
মৃত্যু আসা অবধি তবে
নামাজকে আদায় করতেই হবে।

নামাজের উপরই তবে
ইসলামকে দাঁড় করানো পাবে
সময়মতো সালাতের আমল হবে
জান্নাতকে একেবারে নিকটেই পাবে।

মুমিন বনতে হলে ভাই
নামাজের কোনো বিকল্প নাই
বে-নামাজির হাশর তবে
ফেরাউন-কারুনের সাথেই হবে।

ঈমান জান্নাতের চাবি রবে
সালাতকে চাবির দাঁত পাবে
জান্নাতে যেতে হলে ভাই
দাঁতওয়ালা চাবিই সঙ্গে চাই।

নামাজ পড়ার জন্য তাই
পূর্বশর্ত কিছু রয়েছে ভাই
একটিও পূরণের সুযোগ নাহি পাবে
নামাজ তবুও পড়তেই হবে।

সুদখোর-ঘুসখোর-মদখোর-সন্ত্রাসী রবে
যেকোনো অবস্থায়ই থাকো নাকো ভবে
এমনই এক ইবাদত এটাকে পাই
কোনো অবস্থাতেই ছাড়ার সুযোগ নাই
হুশজ্ঞান আছে যতক্ষণ
নামাজ আদায় ফরজ ততক্ষণ।

দাঁড়িয়ে না পারলে বসে তাই
বসে না পারলেও শুয়ে ভাই
নামাজকে আদায় করাই চাই
অজুহাতের কোনো সুযোগই নাই
বে-নামাজির করুণ পরিণতি তবে
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা হবে।

শেষ বিচারে হাজিরা দিবে
নামাজের হিসাবই সর্বাগ্রে হবে
সালাতের ব্যাপারে 'ক্লিয়ারেন্স' পাবে
সমস্ত আমলই কাজে দেবে।

নামাজের হিসাবে ধরা খাবে
সমস্ত আমলই বৃথা যাবে
কতবার হজ-ওমরাহ করেছো ভবে

কতমাল যাকাত-সদকা দিয়েছো তবে
কোনো কিছুরই হিসাব নাহি নেবে
সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে।

নামাজ যে পড়ে না ভাই
মুসলিম পরিচয়ের অধিকার নাই
সমাজ যদিও তোমায় মুসলিম ভাবে
স্রষ্টার খাতায় নাম নাহি পাবে।

দেহের জন্য মাথা যেমন
দ্বীনের জন্য নামাজ তেমন
নামাজ নাই যার
ঈমান নাই তার।

নামাজ ত্যাগকারীর ব্যাপারে হায়
ওলামাদের মধ্যেও মতভেদ রয়
অধিকাংশের মতে 'কাফির' হবে
কেউবা বলে 'ফাসিক' রবে।

যতদিন তুমি বেঁচে রবে
নামাজ আদায় করতেই হবে
রাসুলের (স:) সর্বশেষ অসিয়ত পাই
নামাজের হেফাজত করো সবাই।

প্রবৃত্তির গোলামি ছেড়ে দাও
তওবা-ইস্তেগফার করে নাও
নিয়মিত নামাজের পাবন্দি করো
ঈমান আমলের জিন্দিগি গড়ো।

বিশুদ্ধ নামাজ নিজেও পড়ি
পরিবারের সবাইকে সম্পৃক্ত করি
নামাজ হলো ইসলামের প্রাণ
এর ব্যাপারে হও সাবধান।

‘খুসু-খুজুর’ সাথে নামাজ হবে
ক্ষমার প্রতিশ্রুতি তুমি পাবে
নামাজ যে পড়ে না ভাই
ক্ষমার কোনো প্রতিশ্রুতিই নাই।

নামাজের হেফাজত করে যাবে
হাশরে পক্ষে সাক্ষ্য দেবে
চলার পথের জ্যোতি রবে
মুক্তির জন্য দলিল হবে।

ইসলামের ঝান্ডা হাতে ধরি
সবাই মিলে শপথ করি
“বাচঁবো মোরা যতদিন
পড়বো নামাজ প্রতিদিন।”

শুনে রেখো মুসলিম ভাই
নামাজ বিনে নাজাত নাই।

ঈমানহারা মুসলমান

অধিকাংশ মুসলমানই এ সংসারে
ঈমান হারিয়ে ইবাদত করে
যাচাই কখনো করেনি ভাই
ঈমান তার আছে কী নাই।

পাল্লা দিয়ে জীবনের সাথে
অজান্তেই ঈমান হারায় পথে
ইসলামের ভিত্তি ঈমানকে পাই
কীভাবে হারায় জানাও নাই।

পরকালে নাজাতের আশার তরে
ইবাদত তবুও যাচ্ছে করে
ঈমানই যদি নাহি রবে
আমল করে কী আর হবে।

কিছু কথা-কর্ম-বিশ্বাস রয়
ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়
মুমিন-মুসলমান হিসেবে তাই
জানা ও মানা ফরজ পাই।

ঈমানের দাবি রাখে অন্তরে
পীর-মাজারে সেজদা করে
মানত-ফরিয়াদও সেখানেই হয়
গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চায়
খাজাকে ধনভান্ডারের মালিক ধরে
সন্তান পেতে ছুটে মাজারে।

যার কর্ম ও বিশ্বাসে তবে
বড়ো শিরকের প্রমাণ পাবে
মুশরিক বলেই গণ্য হবে
ঈমান-ইসলাম হারিয়ে যাবে।

আল্লাহর থেকে কিছু পেতে হায়
পীর-মাজারকে মাধ্যম বানায়
এদেরকেই অনেকে সুপারিশকারী ধরে
ভরসাও এদের উপরই করে।

মওলার দরবার অনেক উঁচু তাই
পৌছানোর ক্ষমতা পাবলিকের নাই
তাই তো মাধ্যম ধরা হয়
যাতে প্রার্থনা পৌঁছে দেয়
আল্লাহ-বান্দার মাঝে মাধ্যম বানাবে
ঈমান তোমার ভঙ্গ হবে।

যখন যাকিছু দরকার হবে
সরাসরি রবের কাছেই চাবে
কোনো ভায়া মিডিয়া ধরলে তবে
বড়ো শিরকের পাপে জড়িয়ে যাবে
আল্লাহকে ছাড়া উকিল ধরো না
কুরআনের রয়েছে এমনই ঘোষণা।

জন্মসূত্রে ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুশরিককে ভাই
কাফির হিসেবেই জানা চাই
এতে কারো সন্দেহ হলে
নাহি ঈমান তার দিলে।

দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে
সব ধর্মকেই অনেকে সঠিক ভাবে

যেকোনো ধর্মের অনুসারী হলে
মওলার দিদার যাবে মিলে
ইসলাম বিনে ধর্ম নাই
মানলেও কবুল হবে না ভাই।

মানব রচিত বিধানকে তবে
নবীর আদর্শের উর্দ্ধে ভাবে
মুমিন মুসলমান হওয়ারও পরে
'তাগুতের' বিধানের অনুসণ করে
দাবিতে মুসলিম হলেও ভাই
ঈমান তাহার দিলে নাই।

ইসলামের বিধান সেকেলে তাই
হাল জমানায় অচল পাই
এসব বিধান মানতে যেয়ে
মুসলমান আজ এতো পিছিয়ে।

চুরি করলে হাত কাটা যায়
জিনার বিচার 'রজমে' হয়
ধর্মীয় রীতিনীতি নিষ্ঠুর তাই
মানুষের বিধানই উত্তম পাই
এমন বিশ্বাস যার রবে
ইসলাম থেকে খারিজ হবে।

শরিয়তের যেসব বিধানকে তবে
রাসুল (স:) নিয়ে এসেছেন ভবে
একটিও কারো অপছন্দ হলে
ঈমান তাহার গেল চলে
যদিও সে এটার আমল করে
তবুও ঈমান টিকবে নারে।

দাড়ি-টুপির সূত্র ধরে
ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে তারে
"ছাগলের মতো দেখতে লাগে
স্মার্ট ছিলে তুমি আগে।"

শরিয়তের কোনো বিধানে ভাই
ঠাট্টা-বিদ্রুপের সুযোগ নাই
এমন কর্মকাণ্ডে প্রমাণ হয়
আল্লাহর জীবনবিধান যথার্থ নয়।

হাশরে আল্লাহর জিজ্ঞাসা হবে
তোমরাই সেই জাতি ভবে
আল্লাহ-রাসুলের (স:) বিধানে তাই
ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে সদাই
মুমিন হওয়া সত্ত্বেও তবে
কাফির বলেই গণ্য হবে।

জাদু টোনার প্রশ্নে তাই
বাঙালির কোনো জুড়ি নাই
স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ ভরে
বসে আনতে জাদু করে
শত্রুর অনিষ্ট করতে তাই
জাদুর কোনো বিকল্প নাই।

জাদু যে করবে তাই
আর যে করাবে ভাই
সমান পাপের ভাগী হবে
ঈমান কারো নাহি রবে।

বিধর্মীদের সাথে আঁতাঁত করে
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে
কাফিরদের সাথেই বন্ধুত্ব রয়
দ্বীনের অগ্রগতিতে কষ্ট পায়।

আল্লাহ ও রাসুলে বিদ্রোহের পরে
কুফরি কর্মে সহযোগিতা করে
দাবিতে মুসলিম হলেও তবে
ঈমান তাহার নাহি রবে।

কারো বিশ্বাস যদি এমন হয়
কিছু লোক শরিয়তের উর্ধ্বে রয়
'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে শেষে
আল্লাহর সাথে গেছে মিসে।

গন্তব্যে পৌঁছে গেছে তাই
নামাজ-রোজার আর দরকার নাই
এমন বিশ্বাস রবে যার
ঈমান কীকরে থাকে তার।

এমন মানুষও সমাজে রয়
কাউকে স্রষ্টার সমকক্ষ বানায়
ভালোবাসার ক্ষেত্রেও দেখা যায়
স্রষ্টার সমান ভালোবাসাই তারা পায়
এহেন কাণ্ড করবে যে
ঈমান হারা হবে সে।

সমাজের কিছু মানুষকে পাবে
ধর্মের ব্যাপারে গাফেল রবে
দ্বীনকে জানা-মানায় অনিহা রয়
এবাদত থেকে মুখ ফিরায়।

বাপদাদা মুসলিম ছিল ভাই
তারাও মুসলিম হয়েছে তাই
একবারও ভেবে দেখেনি তবে
কী জন্য তাকে পাঠিয়েছেন রবে।

বড়ো জালিম এরাই ভবে
আল্লাহ এদের প্রতিশোধ নেবে
নামেই তারা মুসলমান ভাই
ঈমান তাদের দিলে নাই।

উল্লেখিত কারণ থেকে তবে
একটিও যার মধ্যে পাবে
ঈমান তাহার নাহি রবে
কাফির-মুশরিক বনে যাবে
এহেন হালতে মৃত্যু যার
চির জাহান্নাম ঠিকানা তার।

ঈমান যদি হারিয়ে থাকে
তওবা-ইস্তেগফার করো আগে
'শাহাদতের' সাক্ষ্য আবার দাও
ঈমানকে পুনরুদ্ধার করে নাও।

জীবন চলার পথে তবে
কথায়-কাজে-বিশ্বাসে সংযত রবে
যেকোনো মূল্যে হলেও তাই
ঈমানকে ধরে রাখা চাই।
দু'জাহানেই ক্ষতিগ্রস্থ এক আদম সন্তান
ঈমান হারা মুসলমান।

আশা ও ভয়

মুমিনের সর্বোত্তম সম্পদ ভাই
ঈমান বিনে কিছু নাই
ঈমানকে যদি খুঁজতে যাবে
আশা ও ভয়ের মাঝেই পাবে
থাকলে সমভাবে ভয় ও আশা
খুঁজে পাবে সে অন্তরে মুমিনের বাসা।

তাঁর রহমতের আশা করবে যেমন
শাস্তির ভয়ও রবে তেমন
দয়ার যেমন তাঁর শেষ নাই
শাস্তিদানেও তাঁকে কঠোর পাই
কুরআনের অনেক জায়গায়ই পাবে
শাস্তি ও পুরস্কার পাশাপাশি রবে।

আশা ও ভয় দু'টোই তবে
স্রষ্টাকে ভালোবাসার আদলেই হবে
মুমিনের তিন বৈশিষ্ট্য তাই
আশা-ভয়-ভালোবাসা পাই
মুমিন-মুত্তাকি রবকে ডাকে
আশা ও ভয় অন্তরে থাকে।

আশা ও ভয়ের তুলনা এমন
পাখির দু'টি ডানা যেমন
আকাশে উড়ার জন্য হায়
দু'টো ডানাই দরকার হয়।

একটি ডানা ভেঙে যাবে
উড়ার ভারসাম্য নষ্ট হবে
শত চেষ্টা করেও ভাই
গন্তব্যে পৌঁছানোর সুযোগ নাই।

রবের সান্নিধ্য পেতে তাই
আশা ও ভয়ের সমন্বয় চাই
একটিরও যদি ঘাটতি রবে
সান্নিধ্যে নাহি পৌঁছা যাবে।

অধিকাংশ মুমিনের অবস্থা রয়
আল্লাহকে ভয় নাহি পায়
শুধু আশার ডানায় ভর করে
ডুবে মরে পাপ সাগরে।

'গফুরুর্ রহীম' আল্লাহ তবে
ক্ষমা তো অবশ্যই করে দেবে
বুকভরা শুধু আশাই পাই
ভয়-ডর অন্তরে একটুও নাই
তাঁর রহমতের আশা করে ভাই
গোনাহ করার কোনো সুযোগ নাই।

আল্লাহর ভয় নাই যার
ঈমান পরিপূর্ণ নয় তার
নামাজ-রোজা যদিও করে
সুদ-ঘুসে পকেট ঠিকই ভরে
ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে তাই
তাক্বওয়া অন্তরে থাকা চাই।

আশা থাকলে আমল সহজ হয়
ভয় থাকলে গুনাহ বর্জন ব্যাপারই নয়
ভয় যার অন্তরে নাই
সমস্ত পাপই করে ভাই।

স্রষ্টাকে অন্তরে ভয় করে
হারাম থেকে রবে দূরে
বান্দা ও গুনাহ আলাদা রবে
এমন ভয়ই থাকতে হবে।

আশা ও ভয়ের মাঝে তবে
ভারসাম্য অবশ্যই থাকতে হবে
উভয়ের মাঝে সমতা নাই যার
ঈমানের পূর্ণতাও নাই তার
অতিমাত্রায় খোদাভীরু অন্তর যার
স্রষ্টার কাছেও বেশি সম্মান তার।

প্রকৃত প্রত্যাশা উদ্‌বুদ্ধ করে
মানুষকে নেক আমলের তরে
মুমিনের আশার বাস্তবায়ন তবে
আমলের দ্বারাই পূর্ণ হবে।

আশাই শুধু দিলে রবে
ক্ষমার সুযোগ নাহি পাবে
অতি আশাবাদী যদি হবে
'কুফরি' কাজ সেটা ভবে।

আল্লাহর ভয় অন্তরে নাই
নাজাতের আশা মিছে তাই
ভয় যার অন্তরে রবে
সমস্ত পাপ থেকে বেঁচে যাবে
অতি ভয়ে নিরাশ হবে
'কুফর' বলেই গণ্য তবে।

বাস্তবে যা সবাই করি
রহমতের আশায় ইবাদত ধরি
ভয় তো অন্তরে একটুও নাই
দূর্নীতির সাথে জড়িত সবাই।

সুদ-ঘুসের হিসাব করি
অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ি
নিশ্চিত জেনে রাখো ভাই
নাজাতের কোনো আশাই নাই।

ভয় করার মতো ভয় করা চাই
শুধু মুখে আওড়িয়ে লাভ নাই
বহু 'আবেদই' সমাজে রয়
'মুত্তাকি' খুঁজে পাওয়া দায়।

আল্লাহকে ভয় করলে তবে
'ফুরক্বনের' জ্ঞান তুমি পাবে
হালাল-হারাম বেছে খাবে
পাপ থেকে সদাই দূরে রবে
নাজাতের আশা যারা করে
ইবাদত বন্দেগিকে আঁকড়ে ধরে।

শুধু আশাই অন্তরে রবে
শাস্তির কথা ভুলে যাবে
শাস্তির ভয়ই শুধু পাবে
রহমত থেকে 'মাহরুম' হবে
আশা ও ভয় নিয়েই তাই
স্রষ্টাকে তুমি ডাকো ভাই।

ভয় বিনে কোনো আশা নাই
আশা বিনে ভয় অচল পাই
মানিকজোড় এরা তাই
কারো বিনে কেহ নাই।

খাঁটি মুমিনের অন্তরে তবে
আশা ও ভয় সমভাবে রবে
যেকোনো একটির ঘাটতি রয়
খাঁটি মুমিনের অন্তর সেটা নয়।

দুনিয়াতে আল্লাহর ভয় রবে
আখিরাতে সে নিরাপত্তা পাবে
নির্বিঘ্নে পাপ করে যাবে

ভয় কাকে বলে সেদিন টের পাবে
কোনো ব্যক্তিই একই সাথে তবে
দু'জাহানে নিরাপত্তা নাহি পাবে।

যত পাপই করো না ভবে
'রহমত' থেকে তার নিরাশ না হবে
আল্লাহর রাগ থেকে তাই
তাঁর রহমতের গতিই বেশি পাই।

আশা ও ভয়ের সমন্বয় ভরে
গোলামি তাঁর যাবে করে
তবেই না জীবন সফল হবে
পরকালে তুমি জান্নাত পাবে।

বুদ্ধিমান তো সেই হায়
নিজের আমলের হিসেব নেয়
ব্যর্থ তো সেই ভবে
প্রবৃত্তির পিছে লেগে রবে
আল্লাহর ক্ষমার আশায় বসে রয়
এমন ব্যক্তিও সফল নয়।

মুমিন মুসলমান শোনো ভাই
আশা ও ভয়ের আমল চাই।

হৃদয়ের ব্যাধি

শরীরে একখণ্ড মাংসপিণ্ড পাই
অন্তর নামেই জানে সবাই
কখনো এটা অসুস্থ হলে
হৃদয়ের ব্যাধি তাকেই বলে
মন যখন অসুস্থ রয়
সমস্ত শরীরটাই অসুস্থ হয়।

কৃপণতা-মুনাফিকি-হিংসা-অহংকার রবে
রিয়া-গিবত-কুপ্রবৃত্তি-অপবাদ পাবে
দুনিয়ার মাহে মানুষ পড়ে
সম্পদ ও পদমর্যাদার লোভ করে
এসবই হৃদয়ের ব্যাধি ভাই
ব্যাধি ছাড়া কোনো মানুষ নাই।

রোগাক্রান্ত অন্তরে হায়
চরম জৈবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়
এমন বিচরণ ভূমিতে সে বেড়াতে চায়
যেটা তার জন্য নয়
সভ্য ও বিনয়ীর পরিবর্তে তবে
মনটাকে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারী পাবে।

অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ হলে ভাই
ভালোমন্দের বুঝ নাহি পাই
ভালোকাজের প্রতি আগ্রহ হারায়
মন্দের প্রতি ঘৃণা নাহি রয়।

অন্যায়কে ন্যায় মনে করে
ন্যায়কে অন্যায় হিসেবে ধরে
হক কথা বলতে যাবে
বাতিল বলে উড়িয়ে দেবে।

শরীর যখন অসুস্থ হয়
দ্রুত চিকিৎসা মানুষ নেয়
হৃদয়ের ব্যাধিতে ভুগছে সবাই
চিকিৎসার আগ্রহ মোটেও নাই
নীরব ঘাতক এ ব্যাধিতে হায়
নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ রয়।

হৃদয়ের ব্যাধিতে 'সাফার' করে
ডুবছে মানুষ পাপ সাগরে
পাপে ক্বলবে দাগ ধরে
এক সময় অন্তর যায় যে মরে
চর্ম চক্ষু-কর্ণ ঠিকই রবে
অন্তর চক্ষু-কর্ণ অকেজো হবে।

অন্তর মরে গেছে তাই
ভালো-মন্দের বুঝও নাই
চোখ আছে দেখে না
কান থাকতেও শোনে না
পশুর মতোই এরা তবে
তার চেয়েও বরং খারাপ পাবে।

ব্যাধি যার অন্তরে রবে
কথায় ও কাজে গরমিল পাবে
রোগাক্রান্ত অন্তর বক্র হয়
ডানে বললে বামে যায়
সরল পথ ছেড়ে তবে
ভ্রান্ত পথেই পা বাড়াবে।

প্রবৃত্তির কাজ এমনই পাই
কু-মন্ত্রণা দেয় সদাই
শয়তান তার দোসর হয়
হৃদয়ের ব্যাধির জোগান দেয়।

ইবাদত বন্দেগিতে অনিহা পাই
নামাজ পড়লেও ‘খুশুখুজু’ নাই
কুরআন শুনে মজা পায় না
গান-বাজনার ধরে বায়না।

ধর্মের বিধান এড়িয়ে যায়
নির্দ্বিধায় পাপ করে বেড়ায়
অনুশূচনা বলতে কিছু নাই
তওবা-ইস্তেগফারও করে না ভাই।

প্রাচুর্যের লোভে পড়ে হায়
দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত রয়
হালাল হারাম যাহাই পায়
সুযোগ পেলেই হাতিয়ে নেয়।

পাপেও অন্তর ব্যথিত নয়
ভ্রান্ত আকিদায়ও স্বস্তি পায়
স্রষ্টার ভয় বলতে নাই
‘তাগুতের’ বাসা অন্তরে পাই।

নিষেধ করা হয়েছে যাহা
নফসের ধোঁকায় করছে তাহা
আদেশের কোনো বাস্তবায়ন নাই
নিষিদ্ধ কাজেই ব্যস্ত সদাই
এমনসব আলামত প্রমাণ করে
ব্যাধি আছে তার অন্তরে।

প্রবৃত্তির দাসত্ব করে যাবে
‘দ্বীনকে’ বিক্রি করা হবে
কামনা-বাসনাকে ‘মাবুদ’ ধরে
কঠিন ব্যাধি তার অন্তরে।

অন্তর মরে গেলে ভাই
বন্দেগিতে কোনো মজা নাই
হকের ইবাদত ছেড়ে দেয়
বাতিল নিয়েই মেতে রয়।

হৃদয়ের ব্যাধি যদি রবে
শেয়ান পাপী মানুষ হবে
দুনিয়ার বুঝ পুরোটাই বুঝে
দ্বীনের ব্যাপারে নির্বোধ সাজে।

মুমিন-মুসলমান শোনো ভাই
ব্যাধিমুক্ত অন্তর কারো নাই
হাজি-গাজি-পাজি রবে
ব্যাধি অধিকাংশের অন্তরেই পাবে।

হৃদয়ের ব্যাধি দুরারোগ্য নয়
চিকিৎসা নিলেই ভালো হয়
ব্যাধির ধরন হউক না যেটাই
তওবাই সর্বোত্তম ঔষধ পাই
প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে যাবে
হৃদয়ের ব্যাধির চিকিৎসা হবে।

মওলার জিকির দিলে ধরো
নামাজ-রোজার পাবন্দি করো
মূল ঔষধ এসবই তবে
আরোগ্যের জন্য খেতেই হবে।

হৃদয় ব্যাধিগ্রস্থ ঠিকই জানে
নারাজ তবুও ঔষধ সেবনে
তিক্ত ঔষধ এসব তাই
অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাওয়া চাই।

আত্মার প্রশান্তি যদি চাও
জিকিরে মশগুল হয়ে যাও
কবরস্থানে ঘনঘন যাবে
মৃত্যুর কথা স্মরণে পাবে
পরকালের ভয় অন্তরে হবে
দিলটায় তোমার ধাক্কা খাবে।

যেকোনো মূল্যে হলেও ভাই
অন্তরকে ব্যাধিমুক্ত রাখা চাই
পরকালে নাজাত পেতে যাবে
ব্যাধিমুক্ত অন্তরই শর্ত পাবে।

অন্তরের ব্যাধির প্রতিকারে ভাই
কুরআন নাজিল ধরাতে পাই
ব্যাধি থেকে যদি বাঁচতে চাও
'কুরআনের ভ্যাকসিন' নিয়ে নাও।

হৃদয়ের ব্যাধি সারাতে যাবে
সমস্ত ঔষধই কুরআনে পাবে
কুরআনকে সবাই আঁকড়ে ধরি
ব্যাধিমুক্ত হৃদয় এসো গড়ি।

অন্তরের পরিবর্তনকারী আল্লাহ ভবে
আর্জি তাঁর কাছেই হবে
হৃদয়কে মোর ব্যাধিমুক্ত করে
রাখো তারে দ্বীনের উপরে।

রিজিক তোমায় খোঁজে

জীবন সামগ্রী যাকিছু পাবে
ইসলামে সবই রিজিক ভবে
সামাজিক দৃষ্টিতে দেখলে ভাই
অর্থসম্পদ ও খাদ্যকেই রিজিক পাই।

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তবে
নসিবে তোমার যাকিছু রবে
সব মিলিয়েই রিজিক ভাই
রিজিকের মালিক স্রষ্টা একাই।

"কেউ ফিরে না খালি হাতে
খাজারে তোর দরবারেতে"
রিজিক খাজার কাছে চায়
কেউবা পীরের দ্বারস্থ হয়।

রিজিকের ব্যাপারে দেখা যায়
মানুষই সবচেয়ে পেরেশান রয়
রিজিকের ফয়সালা আকাশে তাই
জমিনে কারো হাতে রিজিক নাই।

ঈমান-মাতাপিতা-স্ত্রীসন্তান-সুস্থতা ভবে
জীবনের জন্য আরও যাকিছু পাবে
রিজিকের লিষ্টে সবই পাই
রিজিকের সন্ধান করো সবাই।

সর্বোত্তম রিজিক 'ঈমানকে' পাই
কদর যার সমাজে নাই
জীবনের সফলতার চাবি তবে
এরই মাঝে খুঁজে পাবে।

শরীর-মন যার সুস্থ আছে
উত্তম রিজিক তার কাছে
দেহ যদি অসুস্থ রবে
ধন-সম্পদ মিছেই ভবে।

বাবামা উত্তম রিজিক তবে
যাদের বদৌলতে এলে ভবে
স্ত্রীসন্তান না থাকলে হায়
জীবনটাই যেন অসম্পূর্ণ রয়।

ধরাতে বাঁচতে হলে তাই
অর্থসম্পদ কার না চাই
এ উম্মতের জন্য তবে
সম্পদ ফেতনার বস্তু ভবে
রিজিকের লিষ্টে থাকলেও ভাই
ইসলামে গুরুত্ব সামান্যই পাই।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়
অর্থসম্পদই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়
আমলা-কামলা-ব্যবসায়ী রবে
সম্পদ উপার্জনে পেরেশান সবে
হালাল-হারাম বাছবিচার নাই
হন্নে হয়ে ছুটছে সবাই।

তুমি পেরেশান রিজিকের খোঁজে
রিজিকও কিন্তু তোমায় খুঁজে
ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রবে
সময়ের ব্যবধানে ঠিকই পাবে।

বান্দা ও রিজিকের মাঝে হায়
অদৃশ্য এক ‘পর্দা’ রয়

অল্পতে যে তুষ্ট রবে
সহজেই রিজিক পেয়ে যাবে।

পর্দা ছিঁড়ে সীমালজ্ঘনকারী হবে
নির্দিষ্ট রিজিকের অতিরিক্ত না পাবে
সীমালজ্ঘনকারী কখনো তাই
স্রষ্টার ভালোবাসার মধ্যে নাই
অল্প রিজিকেই যে তৃপ্ত রয়
সামান্য আমলেই আল্লাহকে পায়।

অস্থির চিত্তের মানুষ হায়
রাতারাতিই জীবনের প্রতিষ্ঠা চায়
হারাম পথেই তাড়াহুড়া করে
নির্ধারিত রিজিকই উপার্জন করে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা হলে
হালাল পথেই যেত মিলে
সীমালজ্ঘনে বাড়তি কামাবে
এমন সুযোগ নাইকো ভবে
রিজিক আসতে যদি দেরিও হয়
হারাম পন্থায় কভুও নয়।

যত প্রাণীকে পৃথিবীতে পাবে
রিজিকের মালিক স্রষ্টাই তবে
সবার রিজিকই নির্ধারিত ভবে
সময়ের ব্যবধানে হাতে পাবে।

আল্লাহ স্বয়ং এসে তবে
রিজিক নাহি পৌঁছে দেবে
মানুষের রিজিককে আল্লাহ তাই
কর্মের সাথে জুড়ে দিয়েছেন ভাই
রিজিক আল্লাহর জমিনেই পাবে
হালাল কর্মে খুঁজে নেবে।

তোমার 'ওসিলায়' কেউ রিজিক পায়
অযথা আটকে দিওনা হায়
গুনাহগার হতে যথেষ্ট তবে
পরকালে সাজা পেতে হবে।

নামাজ শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো
হালাল রুজির সন্ধান করো
পিয়ন-ক্লার্ক-কর্মকর্তা রবে
উপার্জনের তারতম্য দেখতে পাবে
মানুষের বৈচিত্র্যময় রিজিক তাই
স্রষ্টা থেকেই নির্ধারিত ভাই।

আল্লাহর নির্ধারণের ভিত্তিতে হায়
রিজিক বন্টন করা হয়
কেউবা কম কেউবা বেশি পাবে
তাঁর ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ তবে
পাপে যে মানুষ লিপ্ত রবে
অনেক রিজিকে বঞ্চিত হবে।

ধনী-দরিদ্র সৃষ্টি করে
ভারসাম্য করেছেন ধরার পড়ে
উঁচু-নীচুর মাধ্যমে তবে
উভয়েরই ঈমানের পরীক্ষা হবে
সার্বিক অবস্থা যেটাই রবে
তোমার রিজিক সেটাই ভবে।

অনেক ধনকূপকে সমাজে পাবে
'হাজার কোটির' মালিক তবে
একটু ভাজি দিয়ে হায়
দু'বেলা দু'টো রুটি খায়।

কোর্মা-পোলাওয়ের অভাব নাই
চাকর-বাকর খাচ্ছে সবাই
ভালোমন্দের বাজেট শেষ তার
খাওয়ার সুযোগ নাইকো আর।

সমাজে এমন মানুষও রয়
মেহমান এলে বেজার হয়
সে তার রিজিক নিয়েই তাই
এসেছে তোমার ঘরে ভাই
তার রিজিকই সে খাবে
তুমি তো শুধু জোগান দেবে।

সমাজে বাস্তবতা ভিন্ন পাবে
মুখেই স্রষ্টাকে রিজিকদাতা ভাবে
সত্যিকারেই যদি 'রাজ্জাক' মানো
তাহলে তুমি পেরেশান কেন
হালাল রুজি যখন যা হবে
তাতেই স্রষ্টার শুকরিয়া রবে।

রিজিক বৃদ্ধি করতে হলে
আল্লাকে ভয় করো দিলে
নিয়মিত তার জিকির করে
সৎ কর্ম রাখো ধরে।

তওবা-ইস্তেগফার করো ভাই
ফজরের নামাজ জামাতে চাই
আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রবে
দান-সদকা করে যাবে।

মুমিন-মুসলমান শোনো ভাই
রিজিকের পিছনে দৌড়াতে নাই

মানুষ রিজিককে যতটুকু খুঁজে
রিজিক তারও বেশি মানুষের খোঁজে।

রিজিক পরিপূর্ণ করেই তবে
প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু হবে
আল্লাহকে ভয় করো ভাই
হালার পথেই উপার্জন চাই।

হালাল পথে সন্ধান হবে
রিজিকই তোমায় খুঁজে নেবে
এমন উৎসে রিজিক পাবে
কল্পনায়ও তোমার নাহি রবে।

স্রষ্টার ইবাদত করো সবাই
রিজিক নিয়ে ভাবনা নাই।

মুমিনের জীবনে তাওয়াক্কুল

ভালো কিছু অর্জনের তরে
সাধ্যের সবটুকুন আগে যাবে করে
ফলাফলের জন্য তবে
আল্লাহর উপরই নির্ভর হবে
এরই নাম তাওয়াক্কুল পাই
মানুষের মাঝে তাওয়াক্কুল নাই।

তকদিরের ঈমান দুর্বল যার
তাওয়াক্কুল করা কঠিন তার
ভাগ্যের ফয়সালায় আস্থা রবে
তাওয়াক্কুলের ইবাদত সহজ হবে।

যেকোনো কর্ম হাসিলে যাই
বৈধ উপায় উপকরণ চাই
অনেক মানুষই ভুলের তরে
উপকরণের উপরই ভরসা করে
কর্ম সম্পাদনকারী আল্লাহ তবে
ভরসা তাঁর উপরই হবে।

কর্ম করার পাশাপাশি তাই
স্রষ্টার ভরসাও অন্তরে চাই
আগে তো উটকে বেঁধে নাও
বাদে ভরসা করে যাও
না বেঁধেই শুধু ভরসায় রয়
এর নাম তাওয়াক্কুল নয়।

“কষ্ট করলেই কেষ্ট মিলে”
এমন আশা করো না দিলে
নসিবে অবশ্যই থাকতে হবে

তবেই না তুমি সফলতা পাবে
সকল কর্মেরই প্রতিদান তাই
নগদ পাওয়ার নিশ্চয়তা নাই।

আল্লাহর উপর ভরসা করে
কর্ম করা দিয়ো না ছেড়ে
হাতপা গুটিয়ে না থেকে তবে
সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় কর্ম হবে
ফলাফলের জন্য ভরসা চাই
তাকদিরে থাকলে 'মিস' নাই।

পাখিরা তাঁরই ভরসা করে
খালি পেটে সকালে বেরিয়ে পড়ে
সন্ধ্যা অবধি বাসায় ফিরে
উদরটা পুরো ভর্তি করে।

প্রকৃত মুমিন হতে ভাই
পাখির মতো তাওয়াক্কুল চাই
এমন উৎসে রিজিক পাবে
কল্পনায়ও তোমার নাহি রবে
জীবিকার উত্তম মাধ্যম তাই
'তাওয়াক্কুল বিল্লার' বিকল্প নাই।

বীজ তো আগে জমিনে ভরো
স্রষ্টার ভরসা বাদে করো
ফলন কেমন হবে না হবে
রবের উপরই নির্ভর তবে।

মাখলুক-সম্পদ-শক্তির উপরে
ভরসা অনেক মানুষই করে
গায়রুল্লাহর কোনো ইখতিয়ার নাই
মানুষের হাজত পূরণে ভাই।

‘ক্ষমতাও’ যদি কারো রয়
ভরসা তার উপরও নয়
বরং ক্ষমতাবানকেও তবে
স্রষ্টার ভরসাই করতে হবে
কর্মফলের মালিক আল্লাহকে পাই
নির্ভরও তাঁর উপরই চাই।

অবুঝ শিশু যেমনটি করে
মাকে ছাড়া কিছু বুঝে নারে
ক্ষুধা-পিপাসা-বিপদে রবে
মাকেই একমাত্র ভরসা ভাবে
মুমিন বান্দার জন্যও তাই
আল্লাহ বিনে ভরসা নাই।

আল্লাহর উপরই ভরসা করে
যে বান্দা সকালে বেরিয়ে পড়ে
তাঁরই হেফাজতে সারাদিন রয়
শয়তানের অনিষ্টে নাহি পায়।

ঘরেবাইরে যে কাজই ধরি
ভরসা আল্লাহর উপরই করি
তাওয়াক্কুল যত গভীর রবে
চলার পথ তত সহজ হবে।

মুমিন বান্দার জন্য তাই
ভরসা আল্লাহর উপরই চাই
ইবলিসের ক্ষমতা নাহি তবে
তোমায় পথভ্রষ্ট করে ভবে।

আল্লাহতে ভরসা নাই যার
ঈমানের পূর্ণতাও নাই তার
‘মুতাওয়াক্কিল’ বান্দা বনে যাও
স্রষ্টার ভালোবাসা লুফে নাও।

তাওয়াক্কুল একটি ইবাদত ভাই
আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত পাই
আল্লাহকে বাইপাস করে হায়
অন্যের উপর তাওয়াক্কুল রয়
তার ব্যাপারটা আল্লাহ তবে
অন্যকেই সোপর্দ করে দেবে।

গায়রুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হবে
মুশরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে
মুশরিকের পরিণতি জাহান্নাম পাই
বাঁচার কোনো রাস্তাই নাই।

ফরজ ইবাদত তাওয়াক্কুল তাই
আমল অবশ্যই করা চাই
আল্লাহর উপর যার ভরসা রয়
তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়
ভরসাকারীর যত হাজত রবে
স্রষ্টাই পূরণ করে দেবে।

মুমিন যদি হতে চাও
'মুতাওয়াক্কিল বান্দা' বনে যাও
দুনিয়াতে যেমন সফলতা পাবে
পরকালেও নাজাতের ব্যবস্থা হবে।

দ্বীন ইসলামের রাস্তা ধরি
সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করি

আত্মার পরিশুদ্ধি

কুপ্রবৃত্তি-শিরক-অহংকার-হিংসা-গিবত ছেড়ে
ঈমান-তাক্বওয়া-ইখলাস-তওবায় জড়াও নিজেরে
যাবতীয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করো
উত্তম গুণাবলীতে হৃদয় ভরো
নিজের ভিতরের অন্ধকারকে ভাই
আলোয় রূপান্তরই আত্মশুদ্ধি পাই।

মানুষের বাহ্যিক আচরণ ভবে
আত্মশুদ্ধির উপরই নির্ভর পাবে
আত্মার পরিশুদ্ধি বিনে তাই
আমলও পরিশুদ্ধির সুযোগ নাই।

একখণ্ড মাংসপিণ্ড শরীরে রয়
অন্তর নামেই যার পরিচয়
জীবিত ও পরিশুদ্ধ এটা রবে
সুস্থ কার্যকলাপই দেহের পাবে
অন্তর যদি দূষিত হয়
আজ্ঞাবহ দেহটা পাপে জড়ায়।

দেহের বাদশা অন্তরকে বলে
এরই নির্দেশে মানুষ চলে
জীবনের সফলতার জন্য ভাই
আত্মার পরিশুদ্ধি অবশ্যই চাই।

দ্বৈত সত্তার মানুষ ভবে
দৈহিক ও আত্মিক সত্তাকে পাবে
আত্মিক সত্তাই প্রকৃত মানুষ ভাই
দৈহিক সত্তাকে এর খাদেম পাই
প্রকৃত মুমিন হতে তাই
আত্মিক সত্তার পরিশুদ্ধিই আগে চাই

অজু-গোসল-আতর মেরে
দেহের পবিত্রতা অর্জন করে
অন্তরের খোঁজ নিতে যাবে
কলুষিত অবস্থা অধিকাংশের পাবে
ইবাদত বন্দেগি কবুলে তাই
দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধি চাই।

অনবদ্য পাপে জড়িয়ে পড়ে
অন্তর কাল হয়ে যায় যে মরে
হক-বাতিলের বুঝ নাহি রয়
হালাল-হারাম সবই খায়।

বান্দার হক মেরে দেয়
দুনিয়ার মোহে ব্যস্ত রয়
বিবেক-আত্মমর্যাদা লোপ পায়
নির্বিচারে পাপাচার করে বেড়ায়।

মৃত অন্তরের মানুষ 'রোবট' তাই
আবেগ অনুভূতি বলতে নাই
অন্যায় পাপাচার সামনেই ঘটে
কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া নাহি তাতে।

শরিয়ত মাফিক কর্ম যার
জীবন্ত-পরিশুদ্ধ অন্তর তার
এমন অন্তরে ইবাদত হবে
কবুল বলেই গণ্য তবে।

মৃত্যু অন্তরের দৈহিক ইবাদত ভাই
বাতিল বলেই গণ্য পাই
ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাই
এর কোনো প্রভাব নাই।

দেখবে যদি সমাজ ঘুরে
অন্তর অধিকাংশের গেছে মরে
নামাজ-রোজা যদিও করে
পাপ কর্ম নাহি ছাড়ে
অন্তর যখন কলুষিত রয়
বেঁচেও মানুষ মৃত হায়।

নামাজ তার জন্য তবে
শারীরিক কসরতই শুধু হবে
রোজার বদলা নাহি পাবে
সারাদিন শুধু না খেয়েই রবে।

সুদঘুসের টাকা পকেটে ভরে
ব্যবসা-বাণিজ্যে দুর্নীতি করে
বান্দার হক মেরে খায়
জুলুম-অত্যাচার করে বেড়ায়।

নায়ক-গায়ক হজ করে
পুরানো ব্যবসাই আবার ধরে
হজ-ওমরাহ এখন বিনোদন পাই
জীবন পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা নাই
চাইলেই এসব করা যায়
আত্মশুদ্ধির ব্যাপারটা সহজ নয়।

যান্ত্রিক আসক্তির ফাঁদে পড়ে
পাপিষ্ঠ অন্তরটা গেছে মরে
ফেসবুক ইউটিউবে ব্যস্ত সদাই
রবের গোলামির সুযোগ নাই
তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ভয় রবে
আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতেই হবে।

আত্মার পরিশুদ্ধি করতে তাই
নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ চাই
নফসের গোলামি ছেড়ে ভবে
নফসকেই গোলাম বানিয়ে নেবে।

নফস তেজি ঘোড়া তাই
বসে আনতে প্রশিক্ষণ চাই
পাঁচওয়াক্ত নামাজের তালিম করো
নফসের লাগাম টেনে ধরো।

যে পথে মন চলতে চাবে
উলটো পথেই তুমি যাবে
আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতেই তবে
নবী-রাসুল পাঠানো হয়েছে ভবে।

অন্তরকে আগে ব্যাধিমুক্ত করো
শিরকমুক্ত ঈমান ও আমল ধরো
জিভ-চোখ-কানের নিয়ন্ত্রণ চাই
তবেই না আত্মাকে পরিশুদ্ধ পাই
আত্মশুদ্ধি ছাড়া মুমিনকে হায়
শয়তানের ধোঁকায় বাঁচানো দায়।

আল্লাহর হুকুম তামিল করো
হারাম থেকে দূরে সরো
তাঁর জিকির অন্তরে রবে
আত্মা সতেজ ও পরিশুদ্ধ হবে।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো যে
নিজের মঙ্গলই করলো সে
জীবনের সফলতার চাবি তাই
আত্মশুদ্ধির মাঝেই খুঁজে পাই
প্রবৃত্তির ধোঁকামুক্ত আত্মা যার
জান্নাতই শান্তির নিকেতন তার।

আত্মশুদ্ধি মানবতার বিকাশ ঘটায়
সৎ কর্মে মানুষকে উৎসাহ জোগায়
কলুষিত অন্তরের মানুষ হায়
জাহান্নামের দিকেই ধাবিত হয়
বান্দার অন্তর-আমল দিয়েই তবে
তার ব্যাপারে ফয়সালা হবে।

হাল জামানার মানুষের ভাই
বুদ্ধি থাকলেও বিবেক নাই
কলুষিত অন্তরকেই পুঁজি ধরে
ইবাদত বন্দেগি যাচ্ছে করে।

যত আমলই করো না ভাই
কবুলের কোনো আশাই নাই
আত্মাকে আগে পরিশুদ্ধ করো
বাদে তুমি ইবাদত ধরো।

হিসাবের দিন আসার আগে
নফসের হিসেব নাও আগেভাগে
শক্ত করেই একে ধরো ভাই
কারো হাওলায় ছাড়ার সুযোগ নাই
হিসাব যদি নাহি নেবে
জাহান্নামে তোমায় পৌঁছে দেবে।

কত আর ডুবে রবে অন্ধকারে
আর কত কলুষিত করবে নিজেরে
মিটেনি সাধ এখনো তোমার
কবে হুশ ফিরবে আর
আজই নফসের গোলামি ছেড়ে
ফিরে এসো প্রভুর নিড়ে।

ভালো হতে অনেকেই চেয়েছিল ভাই
জীবদ্দশায় সুযোগ হয় নাই

তারাও পাড়ি জমিয়ে পরপাড়ে
ভালো হতে আসতে চাইছে ফিরে
মানব জনম একবারই তবে
ফিরে আসার সুযোগ নাহি পাবে।

ব্যবহৃত কাপড়ে যেমন ময়লা ধরে
পাপেও অন্তরে কালো দাগ পড়ে
সঠিক তওবা করে নিবে
তবেই না অন্তর পরিশুদ্ধ হবে।

আত্মিকভাবে নিজেকে সমর্পণ করো
পরিশুদ্ধ অন্তরে ইবাদত ধরো
তোমার অল্প আমলও তবে
হাশরে নাজাতের ওসিলা হবে।

অন্তরের পরিবর্তনকারী আল্লাহ ভবে
আরজি তার কাছেই হবে
অন্তরকে মোদের পরিশুদ্ধ করে
রাখো তারে দ্বীনের উপরে।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলো যে
জীবনে সফলকাম হলো সে
আত্মা কলুষিত রবে যার
ব্যর্থতার গ্লানি শুধুই তার
সম্পদ-সন্তান সেদিন বিফলে যাবে
শুধুমাত্র পরিশুদ্ধ আত্মাই মুক্তি পাবে।

প্রবৃত্তির চরিতার্থে জাহান্নাম মিলে
আত্মশুদ্ধি মানুষকে জান্নাতে ঠেলে
মনে রেখো মুমিন ভাই
আত্মার পরিশুদ্ধি বিনে মুক্তি নাই।

তওবাতুন্ নসুহা

গুনাহ থেকে আনুগত্যের ধ্যানে
গাফেল থেকে আল্লাহর স্মরণে
অনুতপ্ত হয়ে ফিরলেই তবে
তওবা এরই নাম পাবে
পাপ থেকে বাঁচতে তাই
তওবার কোনো বিকল্প নাই।

তওবা বলতে সাধারণভাবে হায়
তওবা ও ইস্তেগফারকেই বুঝায়
তওবা পাপ থেকে ফেরায়
ইস্তেগফারের মাধ্যমে ক্ষমা চায়
তওবা বিনে শুধুই ইস্তেগফার পড়ে
কোনো লাভই হবে নারে।

বিবেক নামের প্রহরা মানুষের রয়
রয়েছে প্রবৃত্তি নামের শত্রু হায়
বিবেক সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে
প্রবৃত্তি পাপ সাগরে ডুবিয়ে মারে।

দুঃখ-পীড়িত এই সংসারে ভাই
রিপুর দ্বারা তাড়িত সবাই
প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে
অজান্তেই পাপ যাচ্ছে করে
আল্লাহর হক এতে নষ্ট হয়
কখনো বান্দার হকও খোয়া যায়।

বিবেকের তাড়নায় একসময় পরে
নিজের ভুল বুঝতে পারে
কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়
দ্বীনের পথে ফিরতে চায়।

আদম সন্তান পাপ করে
তওবায় মুক্তি মিলে পরে
তওবার মতো তওবা চাই
নইলে কোনো ফায়দা নাই।

তওবার বুলি মুখেই শুধু আওড়াবে
বাস্তব ফলাফল শূন্য হবে
সঠিক তওবা যদি চাও
শর্ত আগে মেনে নাও।

নিয়তকে খাঁটি করে নেবে
এখলাসের সাথেই তওবা হবে
অতীত পাপ কাজ থেকে তাই
অনুতপ্ত হয়ে ফেরা চাই
ভবিষ্যতেও না করার প্রতিশ্রুতি দাও
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।

আল্লাহর হকের পাপ হলে
তওবাতে মুক্তি যাবে মিলে
বান্দার হকের পাপ হবে
হক তার ফিরিয়ে দেবে
নয়তো ক্ষমা চেয়ে নেবে
'তওবাতুন্ নসুহার' সুফল পাবে।

বান্দার হক আল্লাহ মিটাবে
এমন বিধান নাহি ভবে
বান্দা যদি মাফ দেবে
আল্লাহর ক্ষমাও তুমি পাবে।

ভুলের উর্দ্ধে মানুষ নয়
'বনি আদম' বলতেই পাপী রয়

উত্তম পাপী তো সেই ভবে
পাপ করেই যে ক্ষমা চাবে
ক্ষমাতে সম্মান বাড়ে তাই
ক্ষমার কোনো বিকল্প নাই।

দেখতে পাবে সমাজ ঘুরে
শুধু ‘ইস্তেগফার’ পড়েই তওবা করে
এতে ক্ষমাই শুধু মানুষ চায়
পাপ কাজটা ঠিকই করে যায়।

সঠিক তওবার জন্য তবে
পাপের কাজটাও অবশ্যই ছাড়তে হবে
খাঁটি তওবা বিনে ভাই
ক্ষমার কোনো প্রতিশ্রুতি নাই।

দিনের পাপে ক্ষমা রাতেই চাবে
রাতের পাপে দিনেই অনুতপ্ত হবে
পাপ করেই যে ক্ষমা চায়
স্রষ্টা তার প্রতি খুশি রয়
‘তাওয়াবুর রহিম’ আল্লাহ তাই
ক্ষমার অপেক্ষায় বসে ভাই।

মুমিন বান্দা যারা রয়
পাপ করেই ক্ষমা চায়
ঈমানের ভিত নড়বড় যার
তওবা-ইস্তেগফারে বিলম্ব তার।

নবীও (স:) ‘সত্তর’ বারের বেশি করে
প্রতিদিন ক্ষমা চেয়েছেন মওলার তরে
সঠিক তওবাকারীর মর্যাদা হায়
নিষ্পাপ ব্যক্তির সমতুল্য হয়।

হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ায়
যতটা খুশি মানুষ হয়
বান্দা যখন ক্ষমা চাবে
বেশি খুশি আল্লাহকে পাবে।

মৃত্যুর ভয় অন্তরে নাই
তওবার প্রতি অনীহা পাই
পাপ করেও ক্ষমা না চাবে
এমন জাতির ধ্বংস হবে।

তওবা এক বিশেষ নিয়ামত ভবে
স্বেচ্ছায় মানুষকে দিয়েছেন রবে
কেউ প্রত্যাখান করলে হায়
স্রষ্টা তার উপর অসন্তুষ্ট রয়।

জীবনের হিসাব মিলাতে যাবে
অধিকাংশ গুনাহকেই ‘কবিরা’ পাবে
এমন গুনাহ মাফে ভাই
তওবা বিনে গতি নাই।

নিজের উপর জুলুম করে
রহমত থেকে নিরাশ হইও নারে
যত পাপই করো না ভবে
খাঁটি তওবায় মাফ পাবে
এমন কোনো পাপ ধরাতে নাই
তওবায় মোচন হবে না ভাই।

রহমত থেকে তাঁর নিরাস হবে
কুফরি কাজ সেটা ভবে
পথভ্রষ্ট ছাড়া কে আছে হায়
দয়া থেকে তাঁর বঞ্চিত রয়
মহা ক্ষমাশীল আল্লাহকে তাই
‘গাফ্‌ফার’ নামেই জানে সবাই।

তওবা ইস্তেগফার করার পরে
পুনরায় পাপ অনেকেই করে
সতর্ক সাবধানে চলেও হায়
দৈবাতই পাপে জড়িয়ে যায়।

এমন পাপী যদি হবে
ক্ষমার দরজা খোলাই পাবে
ভবিষ্যতের জন্য ভাই
আরও সতর্ক-সাবধান চাই।

গুনাহের কাজ করার পরে
তওবার ধার নাহি ধারে
স্বেচ্ছায় আর স্বজ্ঞানে হায়
অনবদ্য পাপ করেই যায়।

শেষ জীবনে এসে তবে
ক্ষমার সুযোগটা হাতিয়ে নেবে
সকাল হলে সন্ধ্যার আশা নাই
সন্ধ্যায় সকালের ভরসা না পাই
মুহূর্তের যেখানে বিশ্বাস নাই
কোন ভরসায় আছো ভাই।

প্রায় সময়ই দেখা যায়
মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তওবা পড়ায়
মৃত্যুর টান যখন এসে যাবে
তওবার দরজা বন্ধ পাবে
ফেরাউনও এমনটি করেছিল ভাই
তওবা কবুল হয় নাই।

প্রতিদিন শোবার সময় তবে
নিজ কর্মের হিসাব মিলাবে
কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে

ক্ষমার উপরই পড়ো শুয়ে
আগামী দিনের প্রত্যাশা রবে
পাপের কাজে নাহি জড়াবে।

তওবার ইবাদতের জন্য ভাই
আনুষ্ঠানিকতার কোনো প্রয়োজন নাই
পীর-মুর্শিদের হাত ধরতে হবে
এমন ধারণাও ভুল তবে
দু'রাকাত নফল আদায় করে
ক্ষমা চাও 'মওলার' তরে।

খাঁটি তওবা করার পরে
ঈমানসহ নেক আমল করে
তার পাপকে আল্লাহ তবে
নেকিতে বদল করে দেবে।

মুমিন মুসলমান শোন ভাই
খাঁটি তওবাই করা চাই
সমস্ত পাপ ঘুচে যাবে
জান্নাতের রাস্তা সুগম হবে।

ফরজ ইবাদত তওবা ভবে
আমল এর করো সবে
পাপমুক্ত জীবন গড়তে তাই
তওবাতুন্ নসুহার বিকল্প নাই।

যৌতুক এক সামাজিক ব্যাধি

বরপক্ষ কতৃক কনেপক্ষের কাছে তবে
যেকোনো দাবিদাওয়াই যৌতুক হবে
সামাজিক ব্যাধি হাজারও রয়
যৌতুক তার বাহিরে নয়
নিশ্চিত জুলুম এটা ভবে
জালিমের শাস্তি পরকালে পাবে।

সভ্য সমাজে আজও তাই
অসভ্য লোকের অভাব নাই
ছেলের বিয়ের নাম ধরে
ভদ্রবেশে চাঁদাবাজি করে।

"সম্ভ্রান্ত পরিবার আমরা ভাই
অন্য দশজনের মতো নই
ছেলের বিয়েতে 'ডিমান্ড' নাই
খুশি হয়ে যা দিবেন তাই।"

"গঞ্জে ছেলেটা চাকুরি করে
আসা-যাওয়া তার বাসে চড়ে
একটা 'বাইকের' শখ তার
দেওয়ার সুযোগ হয়নিকো আর।"

" বিদ্বান ছেলেকে বানাতে যেয়ে
নিঃস্ব জীবনে গেছি হয়ে
ধারদেনা করে তাই
গড়েছি মাথা গোঁজার ঠাঁই
ফার্নিচার বলতে নাই ঘরে
শূন্য ঘরটা খাঁখাঁ করে।"

"তিনবেলা রান্না করে খাবে
বউমার কষ্টের কারণ হবে
'ফ্রিজ' একটা থাকলে তবে
মেয়েটাই আপনার আরামে রবে
রান্নার ঝামেলা চুকে যাবে
একবার রেঁধেই তিনবার খাবে।"

"সেকেলে মানুষ আমরা ভাই
টিভি দেখতে অভ্যস্ত নই
নতুন প্রজন্ম প্রত্যাশা করে
এলইডি টিভি থাকুক ঘরে।"

"ঝিকে মেরে বউকে বুঝায়
যদি বউ বুঝবার হয়"
কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার তাই
প্রতিবাদের ভাষা জানা নাই
জালিমের জুলুমের কাছে হায়
নতশিরে হার মেনে যায়।

বিয়ের বাজারে এখন তাই
মূল্য বলতে কনের নাই
বর কোরবানির পশুর ন্যায়
চড়া দামেই হাটে বিক্রি হয়।

ঘর-সংসার চলছিল ভালো
দুর্নীতির দায়ে চাকুরিটা গেল
নতুন চাকুরি নিতে তাই
'লাখ দশেক' টাকা চাই
শ্বশুর বাবাজিকেই গুনতে হবে
নইলে মেয়ে ফেরত যাবে।

বিবাহের দেনাই রয়েছে পড়ে
মরাকে মানুষ আরও মারে
অসহায় পিতা বিপদে পড়ে
সহায়-সম্বল সবই বিক্রি করে।

তবুও মেয়েটা থাকুক সুখে
অনেক আশা বাবার বুকে
দেনার দায়ে হতাশায় পড়ে
অভিমানে অনেকেই 'সুইসাইডও' করে।

যৌতুকের ব্যাধি অন্তরে যার
মনুষত্ববোধ নাইকো তার
"নুন আনতে পানতা ফুরায়"
তার কাছেও পাঁচলাখ চায়।

যৌতুকের পাওনা অনাদায় রবে
নির্যাতন বউয়ের উপরই হবে
অমানুষিক নির্যাতনের জের ধরে
অনেকেই শেষে আত্মহত্যা করে।

পরিবারের সবাই যুক্তি করে
বউটাকে কখনো গলাটিপে মারে
ফাঁসিতে শেষে ঝুলিয়ে হায়
আত্মহত্যা বলেই চালিয়ে দেয়
যৌতুকের এমনই হাজারো ঘটনা
ফিরিস্তি দিলেও শেষ হবে না।

ধনী-গরিব ভেদাভেদ নাই
এ ব্যাধিতে আক্রান্ত সবাই
হাজি-গাজি-পাজি রবে
যৌতুকের মজা লুটছে সবে
স্বার্থবাদী এ সমাজে তাই
অর্থলোভী পিশাচের অভাব নাই।

ইসলামের বিধান ভিন্ন রয়
বরই কনেকে মোহরানা দেয়
বিধর্মী কালচার যৌতুক তাই
মুসলমানের জন্য হারাম পাই।

সামাজিক ব্যাধি যৌতুক এমন
ভালোবাসার চাদরে তুষের আগুন
ধূমায়িত এ আগুনে তবে
ভালোবাসা পুড়ে ছাড়খার হবে।

সংসারে কলহ দেখা দেবে
বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে
পরিস্থিতির শিকার বংশধররা ভবে
অসহায়ের মতো বেঁচে রবে।

ভুলে শূকরের মাংস খেলে
ক্ষমা চাইলে ক্ষমা মিলে
যৌতুকের মামলার আসামি ভাই
তোমার জামিন হাশরে নাই
বান্দার হক করেছো নষ্ট
পেতেই হবে বাড়তি কষ্ট।

পরকালে যদি বাঁচতে চাও
যৌতুক আজই ফিরিয়ে দাও
নইলে মাফ চেয়ে নেবে
শেষরক্ষা তাতেও হবে
দাতা মাফ করলেই তবে
আল্লাহর ক্ষমাও হাশরে পাবে।

যৌতুক নামের বিষবৃক্ষ রবে
সমূলে উৎপাটন করতে হবে
‘পণ্য’ হিসেবে না দেখে তাই
নারীকে মানুষ ভাবা চাই।

মেয়েরা মায়ের জাতি ভবে
সম্মান তাদের দিতেই হবে
প্রয়োজনে ভিক্ষা করে খাবে
যৌতুক কভু নাহি নেবে।

পরিবার বিধ্বংসী বোমা এটাই
নারী নির্যাতনের হাতিয়ার পাই
দূরে এথেকে থাকা চাই
নইলে জীবনটা হবে বৃথাই
জালিম হিসেবে হাশর হবে
কোনো সাহায্যকারী নাহি পাবে।

দ্বীন ইসলামের শপথ করি
যৌতুকমুক্ত সমাজ গড়ি।

মৃত্যু কেন আমায় ডাকে

নশ্বর এই ধরার বুকে
আছি তো আমি অনেক সুখে
সুযোগ এলেই কাজের ফাঁকে
মৃত্যু কেন আমায় ডাকে।

সংসারের ঘানি টানতে যেয়ে
চলছে জীবন হিমশিম খেয়ে
দুনিয়ার মোহে ব্যস্ত সদাই
মরার সময় তো আমার নাই
ব্যস্ত জীবনেও কাজের ফাঁকে
মৃত্যু কেন আমায় ডাকে।

**কর্মব্যস্ত মানুষগুলো হায়
কাজের মাঝেই ডুবে রয়
ছলনাময়ী দুনিয়া তাকে
গন্তব্য সম্বন্ধে বেখবর রাখে
তাই তো থাকে না অনুভবে
একদিন সেও হারিয়ে যাবে।**

দশটা বাজে সকালে উঠি
নামাজ রোজাকে দিয়েছি ছুটি
টেবিলে নাস্তা রেডি পাই
হুকুমের চাকরের অভাব নাই
আছি তো আমি অনেক সুখে
মৃত্যু কেন আমায় ডাকে।

নয়টার অফিস বারটায় যাই
নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা নাই
**জনগণের খেদমতের নাম ধরি
নিজের পকেটই করি ভারি**

মুয়াজ্জিন জোহরে ডেকে গেল
হাজিরার সুযোগ নাহি হলো।

‘ট্রাফিক জ্যামের’ সৌজন্যে ভাই
এসি গাড়িতে বসে ঝিমাই
আছর-মাগরিব রাস্তায় গেল
অলসতায় পড়া নাহি হলো।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে
টিভির সামনে বসি গিয়ে
‘হিন্দি সিরিয়ালের’ নেশায় ভাই
দিন-দুনিয়ার খবর নাই
একটার শেষে আরেকটার বায়না
রাতের নামাজ পড়াই হয় না।

‘জুয়ার’ নেশা ডাকে মোরে
রাত দু’টায় ফিরি ঘরে
‘জীবন সুধার’ চুমুকে হায়
জানি না কখন ভোর হয়
কাটছে জীবন এমনই সুখে
মৃত্যু কেন আমায় ডাকে।

সকাল-দুপুর-রাত্রি গেল
রবের গোলামি নাহি হলো
পাপীরা জীবনে এভাবেই হায়
স্রষ্টার স্মরণে গাফেল রয়।

সময় যদি একটু জোটে
মোবাইল ফোনটা হাতের মুঠে
‘নেটের’ জগতে ঢুকলে ভাই
পৃথিবীটা হাতের নাগালে পাই।

‘ইউটিউবের’ গাড়িতে চড়ি
সারা বিশ্ব ভ্রমণ করি
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে নাই
আমোদ-ফুর্তির জীবনটাই।

কোটি টাকার হাঁকাই গাড়ি
রাতে ঘুমানোর আলিশান বাড়ি
আল্লাহর মর্জি আছি তো সুখে
মৃত্যু কেন আমায় ডাকে।

জীবনের নাতিদীর্ঘ পথে হায়
অনন্তর মানুষ সফররত রয়
ক্লান্তশ্রান্ত তাকে একদিন তবে
জীবন সায়াহ্নে হাজির পাবে।

মৃত্যুর পরোয়ানা সঙ্গে করে
এলে গো তুমি ধরার পড়ে
প্রত্যেক মানুষকে তাই তো ভবে
মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে
মুমিনের মৃত্যু আল্লাহর উপহার তাই
বন্ধুর সাথে মিলনের সুযোগ এটাই।

ক্ষণস্থায়ী এই মর্তের ভবে
‘আমলে’ কে উত্তম হবে
পরীক্ষা করার জন্যই তাই
মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি পাই।

মৃত্যু আর জীবনকে এভাবে
একইসূত্রে গাথা পাবে
তাই তো মৃত্যু তোমায় ডাকে
আসবেই একদিন জীবনের বাঁকে।

আমলা কিংবা কামলা ভবে
সুখে কিংবা দুঃখে রবে
জীবনের শেষে মৃত্যুকে পাবে
বিধির বিধান এমনই তবে
পুরাতন ঝেরেমুছে বিদায় হবে
নতুন জায়গা করে নেবে।

রবের সাক্ষাৎ পেতে হলে
মৃত্যুর বিকল্প নাহি মিলে
মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাই
জাগতিক জীবনের সমাপ্তি পাই
পরকালের অনন্ত যাত্রা তবে
মৃত্যু দিয়েই শুরু হবে।

পৃথিবীর বুকে যেখানেই রবে
মৃত্যু তোমার পিছু নেবে
পালিয়ে তুমি কোথায় যাবে
অবশ্যই তার সাক্ষাত পাবে
সুদৃঢ় দুর্গে পালালেও ভাই
মৃত্যু কারো রেহাই নাই।

মৃত্যুকে মানুষ প্রতিদিনই দেখে
নিজের কথা ভুলে থাকে
দুনিয়ার মোহে যতই থাকো
মৃত্যু তোমায় ছাড়বে নাকো
জীবন বিনষ্টকারী মৃত্যুকে তাই
পাশ কাটানোর সুযোগ নাই।

খেলার সাথি দাদা ছিল
না ফেরার দেশে পাড়ি জমালো
বাবাও সেদিন চলে গেল

মৃত্যুই তাকে কেঁড়ে নিলো
আমাকেও জানান দিলো ভাই
'রেডি' যেন থাকি তাই।

ভবের পাগল মানুষ হায়
চিরদিন বেঁচে থাকতে চায়
পা একটা গেছে কবরে
বাঁচার ধান্দা তবুও করে।

সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা হবে
চায়ের দোকানেই তাকে পাবে
বিড়ি টানে আর গিবত করে
নামাজ রোজার ধার না ধারে।

বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণে নেবে
দুনিয়ার মোহ কেটে যাবে
দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র পাই
জীবনকে সুযোগে কাজে লাগাই
সময় আসার পূর্বেই তাই
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি চাই।

মৃত্যুর পথযাত্রী আমরা সবাই
কালক্ষণই শুধু জানা নাই
এ জীবন তো আর কিছু নয়
মরণ থেকে ধারে পাওয়া কিছুটা সময়
শেষ যখন হয়ে যাবে
বিদায় নিয়ে যেতেই হবে।

আসার সিরিয়াল আছে ভাই
যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই
আখেরি ছামানা গোছানো যার
মৃত্যু নিয়ে ভাবনা কী আর।

মুমিন-মুত্তাকি বান্দা রয়
মৃত্যু কোনো ব্যাপারই নয়
হাসিমুখে বরণ করে নেবে
নিশ্চিন্তে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।

যত সুখেই থাকো না ভবে
মৃত্যুর সমন জারি হবে
এটা জীবনেরই অংশ রয়
ভিন্ন কোনো বিষয় নয়
তাই তো মৃত্যু তোমায় ডাকে
প্রস্তুতি নাও আগে-ভাগে।

প্রতিটি মানুষই হাশরে তবে
মৃত্যুকালীন অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে
দোয়া মাগি হে দয়াময়
ঈমান নিয়েই যেন মৃত্যু হয়।

প্রকৃত সফলতার জীবন

"রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ্
ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ্"
দু'জাহানের সফলতা পাবার তরে
এমন প্রার্থনাই মানুষ করে।

সাধারণভাবে সফলতা বলতে হায়
দুনিয়া-আখিরাতের শান্তিকে বুঝায়
ইসলামের দৃষ্টিতে সফল তো সেই হবে
আগুন থেকে বেঁচে জান্নাত পাবে
আল্লাহ-রাসুলের আনুগত্যই তবে
চূড়ান্ত সফলতা এনে দেবে।

জীবনের পথে চলতে হবে
টার্গেটে মোদের পরকাল রবে
আখিরাতের শস্যক্ষেত্র দুনিয়াকে পাই
সফল ফসলই এখানে ফলাই।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তরে
দুনিয়াকে সঠিক আবাদ করে
ইহকালের কামাই দিয়েই তবে
পরকাল কিনে নিতে হবে।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষে যবে
চিরস্থায়ী জান্নাত নসিব হবে
জীবনের সফলতা বলতে এটাই
সফল জীবন কার না চাই।

বিসিএস পরীক্ষায় পাস করে
ভালো একটা চাকুরি ধরে

ব্যবসায়ীর ব্যবসায় উন্নতি হয়
'বাম্পার' ফলন কৃষক ফলায়
পরীক্ষায় ছাত্র 'গোল্ডেন' পায়
নির্বাচনে প্রার্থী জিতে যায়।

যার যত বেশি রোগী রয়
সফল ডাক্তার সেই তো হয়
মক্কেল যে বেশি পাবে
সফল আইনজীবী সেই হবে।

'ইউটিউবে' ফলোয়ার বেশি যার
সফল অভিনেতার সুনাম তার
'ফেসবুকে' লাইক বেশি পাবে
সফল বক্তা বনে যাবে।

যে যার অবস্থানে থেকে
সফল মানুষ ভাবে নিজেকে
আপাত দৃষ্টিতে সফল সবাই
প্রকৃত সফলতা এতে নাই।

দুনিয়ার তরে করে কিছু
সফলতার দাবি করছো পিছু
কানকাটা মৃত বকরির চেয়েও তবে
দুনিয়া-তার সম্পদকে নিকৃষ্ট পাবে
মশার পাখার সমানও তাই
দুনিয়ার মূল্য স্রষ্টার কাছে নাই।

ভোগবাদী এ ধরাতে ভাই
নগদ পাওয়ায় বিশ্বাসী সবাই
পার্থিব সফলতাকে স্বাগত জানায়
পরকাল থাকে বাকির খাতায়।

দুনিয়ার জীবনটা ধোঁকা তাই
এ সফলতার কোনো মূল্যই নাই
পার্থিব প্রাপ্তি ক্ষণস্থায়ী তবে
আখিরাতের পাওনাই চিরস্থায়ী হবে।

পার্থিব সফলতাও দোষের নয়
ইসলামের 'আদলে' যদি হয়
পরকালেও নাজাতের আশা রবে
প্রকৃত সফলতার জীবন পাবে
দুনিয়ার অধিকাংশ বিফল ব্যক্তিরাই তবে
পরকালে সফলতার স্বাদ পাবে।

ডিগ্রি-চাকুরি-সম্পদ-ক্ষমতা হায়
সফলতার কোনো মাপকাঠি নয়
পুরস্কার সম্মান দুনিয়াতেই পাবে
পরকালে এসব অর্থহীন হবে
দোজাহানের সফলতা পেতে তাই
ইসলামি আদর্শের জিন্দিগি চাই।

আল্লাহর হক আদায় করে
বান্দার হক নাহি মারে
তওবা-ইস্তেগফার করে ভাই
শিরক বিদাতের মধ্যে নাই।

প্রবৃত্তির গোলামি নাহি করে
শয়তান থেকে সদাই দূরে
সৎ কাজের আদেশ দেয়
অসৎ থেকে মানুষকে ফিরায়।

ইসলামের পতাকা হাতে ধরে
সত্যের পথে লড়াই করে
সফলতা এদের জন্যই তবে
পরকালে নাজাত এরাই পাবে।

আখিরাতে সফল হতে যাবে
দুনিয়াতে লোকসান গুণতেই হবে
জীবনের প্রকৃত সফলতা তাই
পার্থিব প্রাপ্তির মধ্যে নাই
সফলতার মূল চাবি তবে
'দ্বীন' মানার মাঝেই পাবে।

ভালো-মন্দের বুঝ হায়
অন্তরে ঠুকে দিয়েছেন খোদায়
নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেবে
প্রকৃত সফলতার জীবন পাবে।

কলুষিত নিজেকে করলে ভাই
সফলতার কোনো আশাই নাই
নন্দিত জাতি নিন্দিত গন্তব্যে
মানব জনম বৃথাই তবে।

শিরকমুক্ত ঈমান রবে
বিদাতমুক্ত আমল হবে
আদেশ পালনে তৎপর পাই
নিষেধ থেকে দূরে সদাই।

নেকির পাল্লা ভারী হবে
জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে
জান্নাত নসিব হবে ভাই
প্রকৃত সফলতার জীবন-এটাই।

মিথ্যে সভ্যতার এক কলঙ্ক

সত্যের বিপরীত কথা হলে
মিথ্যে তাকে সবাই বলে
যে কথার বাস্তবতা নাই
এমন কথাই মিথ্যে পাই
কাফির-মুশরিক-মুনাফিক রবে
মিথ্যেবাদী এরা সবে ।

চলার পথে সুযোগ পেলে
মিথ্যে প্রায় সকলেই বলে
শিক্ষিত-মূর্খ ভেদাভেদ নাই
মিথ্যাকে নিত্য সঙ্গী পাই
সভ্য সমাজে বসবাস যার
অসভ্য আচরণ শোভে নাকো তার।

আগের মানুষ ছিল অশিক্ষিত
মিথ্যে কথা কমই বলতো
শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারে তাই
মিথ্যার প্রকোপ বেড়েছে ভাই।

মিথ্যের দ্বারা সমাজ সয়লাব
সত্যবাদীর বড়োই অভাব
মিথ্যুকরাই আজ সমাজটাকে হায়
দাপটের সাথে চষে বেড়ায়।

মিথ্যেই এখন প্রতিষ্ঠিত তাই
সত্যের মূল্যায়ন কমই পাই
ঈমান আমলে ঘাটতির সমাজে তবে
মিথ্যের বাজার চড়াই পাবে।

মক্কেল যাতে জিততে পারে
মিছে 'আর্গুমেন্ট' উকিল করে
মিথ্যে সাক্ষী দাঁড় করায়
বিচারের রায় প্রভাবিত হয়
খুনের আসামি খালাস পায়
নির্দোষ মানুষ পচে জেলখানায়।

নেতারা যখন ভোট চায়
মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে যায়
"এবার নির্বাচনে জিতলে পরে
দিব রাস্তাঘাট সব গড়ে"
রিলিফের গম গরিবকে দেয়
সাতপাঁচ চৌদ্দ মিলিয়ে নেয়।

মিথ্যাকে পুঁজি হিসেবে ধরে
ব্যবসা আজকাল অনেকেই করে
মানুষকে ঠকাতে মিথ্যে বলে
ভেজাল পণ্য বাজারে চলে
ব্যবসা যদিও হালাল বটে
হারাম হয়েছে মিথ্যের দাপটে।

পাওনাদার ফোনে তাগিদ দিলে
বাসায় থেকেও মিথ্যে বলে
"আমি তো আছি ঢাকাতে ভাই
পরে দেখা করো তাই।"

মোবাইল ফোন আসার পরে
মিথ্যে সমাজে গেছে বেড়ে
যেখানে সত্য বললেও চলে
অনেকটা ফ্যাশন করেই মিথ্যে বলে
সেচ্ছায় চাপাবাজি করে যায়
গর্বিত নিজেকে মনে হয়।

ছলনা করে 'মা' সন্তানকে
মিথ্যে আশ্বাসে কাছে ডাকে
হাসি-তামাশা করার ছলে
মিথ্যে কথা অনেকেই বলে
জেনে রাখা ভালো তবে
মিথ্যের পাপ এতেও হবে।

কোনো কথা শোনার পরে
যাচাই ছাড়াই প্রচার করে
মিথ্যাবাদী সেও ভবে
মিথ্যার দায়ে দণ্ডিত হবে।

ছলে-বলে-কলে-কৌশলে
ধর্মের নামেও মানুষ মিথ্যে বলে
কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করে
ফেসবুক-ইউটিউবে 'স্ট্যাটাস' ছাড়ে
জাল হাদিসের ছড়াছড়ি পাই
'বিদাতি' আমলের ঘাটতি নাই।

রাজনীতি-আদালত-মিডিয়াতে হায়
নির্লজ্জ চর্চা মিথ্যের হয়
যে যার অবস্থানে থেকে
ভুগছে সবাই মিথ্যের অসুখে।

ব্যক্তি থেকে সমাজ জীবন তবে
মিথ্যের দাপটে গেছে ডুবে
সমাজে বিশৃঙ্খলার মূলে তাই
মিথ্যের ভূমিকা অনেকটাই।

মিথ্যে পাপের 'জননী' হায়
মিথ্যায় মিথ্যা জন্ম দেয়
একটা মিথ্যা ঢাকতে যাবে
দশটা মিথ্যা বলতে হবে
এমনই দুর্গন্ধ মিথ্যার রয়
একমাইল দূরে ফেরেশতা পালায়।

অনবরত মিথ্যে অভ্যাস যার
মিথ্যেবাদীর খাতায় নাম তার
মিথ্যুকের সত্য কথাও হায়
বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

মিথ্যা অশ্লীলতার পথ দেখায়
অশ্লীলতা মানুষকে জাহান্নামে নেয়
সত্যবাদী মানুষের শ্রদ্ধা পায়
মিথ্যুক সদাই ঘৃণিত হয়
অনাবিল শান্তিতে সত্যবাদী রবে
মিথ্যাবাদী অশান্তিতে ডুবে যাবে।

মিথ্যুক জঘন্য অপরাধী তাই
আল্লাহর 'লানত' তার উপর পাই
মিথ্যাবাদী সীমা লঙ্ঘনকারী ভবে
হেদায়েত কখনো নাহি পাবে।

মিথ্যাবাদী 'কবরে' যাবে
লোহার পেরেক চোয়ালে ঢুকাবে
ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছাবে ভাই
বাঁচার কোনোই রাস্তা নাই
ভয়ংকর এমন আজাব তবে
কিয়ামত অবধি অব্যাহত রবে।

মিথ্যাকে এতোটা হালকা ভেবো না
মিথ্যা জঘন্য কবিরা গুনাহ
শয়তানের হাতিয়ার মিথ্যা ভবে
মুনাফিকের চরিত্র এতে পাবে।

মিথ্যার আশ্রয়ে ধোঁকা দিচ্ছো মানুষকে
আসলে তুমি ঠকাচ্ছো নিজেকে
অন্তর তোমার ব্যাধিগ্রস্থ তাই
ভালোমন্দ বুঝার ক্ষমতা নাই।

সত্যের জয়-মিথ্যার লয়
কুরআন শিক্ষা এমনই দেয়
মিথ্যা জীবনের বড়ো ভুল
মিথ্যাই সকল পাপের মূল।

মিথ্যে মানুষকে পাপের দিকে ঠেলে
পাপ জাহান্নামে দেয় ফেলে
মিথ্যে বলা ছেড়ে দেবে
বেহেশতের মধ্যস্থলে ঘর পাবে
বাক্‌শক্তি যার নিয়ন্ত্রণে রবে
পরকালে সেই তো জান্নাতে যাবে।

মিথ্যে কঠিন কবিরা গুনাহ
তওবা বিনে মাফ হবে না
বাঁচতে যদি পরকালে চাও
সঠিক তওবা করে নাও।

আল্লাহকে অন্তরে ভয় করো
সভ্যতার কলঙ্ক আজই ছাড়ো
তোমার সৎ ইচ্ছেই তবে
কলঙ্ক ঘুচাতে যথেষ্ট হবে।

বিশ্বাস যে করে তোমারে
বিশ্বাসঘাতকতা করো নারে
মিথ্যাকে সবাই পরিহার করি
সত্যের আদর্শে জীবন গড়ি
পরকালে জান্নাত মিলে যাবে
নইলে ঠিকানা জাহান্নামই হবে।

তকদিরে বিশ্বাস

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শেষ অবধি তবে
কোথায় কী ঘটে যাবে
আল্লাহর পূর্ব প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে
সমস্ত বিষয় রেখেছেন নির্ধারণে।

জ্ঞাত জিনিস ডায়ারি করে
লিখে রেখেছেন কিতাব ভরে
এ মহাবিশ্বে যাকিছু সংঘটিত হয়
তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাহিরে নয়।

আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা ভবে
ভালোমন্দ কর্মও তারই সৃষ্টি পাবে
কর্মের স্বাধীনতা মানুষের রয়
স্বেচ্ছায় ভালোমন্দ কর্মে জড়ায়
সব মিলিয়েই ভাগ্য হয়েছে পরে
বুঝতে মানুষ ভুল করে।

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তবে
কী তোমার বাজেটে রবে
সবই নির্ধারণে আছে ভাই
ভাগ্য বলতে আসলে এটাই
তকদিরে অবিশ্বাসকারী হবে
সমস্ত আমলই বিফলে যাবে।

অধিকাংশ মানুষকেই সমাজে পাই
তকদিরে বিশ্বাসের ঈমান নাই
তকদিরের ঈমান নাই যার
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অপূর্ণ তার।

তকদিরে অবিশ্বাসীর অভাব নাই
সমাজে হতাশা বেড়েছে তাই
‘ফ্যাসট্রেশন’ থেকে বাঁচার তরে
গ্রুপেও আজকাল ‘সুইসাইড’ করে।

ভাগ্যে বিশ্বাস আছে যার
শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল অন্তর শুধুই তার
সফলতায় সে অহংকারী নয়
ব্যর্থতায়ও হতাশ নাহি হয়
সাফল্যে ‘শোকর’ করে হায়
ব্যর্থতায় ‘সবর’ করে যায়।

যখন যে অবস্থায় রবে
আত্মতৃপ্তি পেয়ে যাবে
ভাগ্যে বিশ্বাস মানুষকে কর্মমুখী করে
অবিশ্বাসী সদাই হতাশায় মরে।

স্বেচ্ছায় মানুষ কর্ম করে
ফলাফল তার হাতে নারে
আল্লাহর ইচ্ছা যেমন হবে
তেমন ফলাফলই হাতে পাবে।

“যদি থাকে নসিবে
আপনা-আপনিই আসিবে”
নসিবে কারো যদিও রবে
চেষ্টা ফিকির করতেই হবে
চেষ্টার পূর্বে তকদির নাই
প্রচেষ্টার ফলাফলই তকদির পাই।

তকদিরে বিশ্বাস নিয়ে তাই
বিভ্রান্তির সমাজে শেষ নাই
‘কাদারিয়ারা’ তকদিরকে অবিশ্বাস করে

কর্মকেই একমাত্র ভরসা ধরে
'যাবারিয়াদের' বিশ্বাস থাকলেও ভাই
কর্মের স্বাধীনতায় অবিশ্বাস পাই।

তকদিরে যেমন বিশ্বাস রবে
কর্মের স্বাধীনতাও মেনে যাবে
তকদির আল্লাহর বিধান তাই
কর্মও তারই সৃষ্টি পাই
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় আস্থা রবে
আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা স্বীকৃতি পাবে।

মানুষ যখন জন্ম নেয়
ভাগ্য গলায় লটকানো রয়
মৃত্যু অবধি ভাগ্য তবে
সঙ্গের সাথি তোমার হবে
'দোয়ায়' ভাগ্যের পরিবর্তন হয়
সেটাও তকদিরের বাহিরে নয়।

ভাগ্য সৃষ্টির এক রহস্য তাই
মানুষের বুঝার ইখতিয়ার নাই
তকদির গভীর সমুদ্র তবে
ঝাঁপ দিলে ডুবে যাবে
সীমাহীন রাস্তা তকদির ভাই
গন্তব্যে পৌঁছানোর সুযোগ নাই।

আল্লাহ ও বান্দার গোপন রহস্য হায়
তকদিরের মাঝেই লুকানো রয়
আল্লাহ নিজেই ইচ্ছা করে
তকদিরকে রেখেছেন আড়ালে ধরে।

রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যাবে
সীমালঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার হবে

তকদির নিয়ে বাড়াবাড়ি করে
বহুজাতির ধ্বংস হয়েছে পরে
স্রষ্টার জ্ঞান ও ন্যায়নীতিতে আস্থা রবে
তকদিরের বিশ্বাস পোক্ত তবে।

এমন অনেককেই সমাজে পাই
নামাজ-রোজায় কোনো ঘাটতি নাই
তকদিরের ভালোমন্দের প্রশ্নে এসে
অজান্তেই অবিশ্বাস করে বসে
বিপদে 'সবর' নাহি অন্তরে
অহরহ 'যদি' শব্দ ব্যবহার করে।

তকদিরের প্রতি অবিশ্বাস রবে
ঈমান তোমার হারিয়ে যাবে
সমস্ত আমল নষ্ট হবে
নবীর সাফায়াত নাহি পাবে
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা পাই
তকদিরে বিশ্বাসের বিকল্প নাই।

ক্ষমতার অপব্যবহার

কারো উপর অর্পিত দায়িত্বই তবে
ক্ষমতা বলে স্বীকৃতি পাবে
এক সুবিধার নাম ক্ষমতা ভাই
অন্যের উপরই যার প্রয়োগ পাই
মানুষের সহজাত স্বভাব রয়
ক্ষমতার চেয়ার সবাই চায়।

যাকে ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমতা দেন
যাখেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন
ক্ষমতার মালিক তিনিই ভাই
মানুষের কোনো ইখতিয়ার নাই।

স্রষ্টার দেওয়া ক্ষমতা ভবে
তাঁর নির্দেশেই ব্যবহার হবে
উলটাপালটা ব্যবহার হলে
ক্ষমতার অপব্যবহার তাকেই বলে।

ক্ষমতার চেয়ারের গদিতে হায়
দুর্নীতির বীজ লুকানো রয়
একবার চেয়ারে বসলে পরে
দুর্নীতি তাকে ঘিরে ধরে।

ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের তরে
ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে
সাধারণ জনগণ বঞ্চিত হয়
চেয়ারই সব লুটে খায়।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর কাছে যাবে
ঘুস-দুর্নীতির গন্ধ পাবে
ক্ষমতার অপব্যবহার করে
নিচ্ছে কামিয়ে পকেট ভরে।

বড়ো স্যারের সাক্ষাৎ চাও
পিয়নকে আগে কিছু দাও
নইলে স্যারের দেখা না পাবে
কাজটাই তোমার ‘পেন্ডিং’ রবে।

ক্ষমতার অপব্যবহার ব্যবসায়ীরা করে
‘সিন্ডিকেটে’ দ্রব্যমূল্য বাড়ে
কমদামে কেনার পরে
চড়াদামে বাজারে ছাড়ে।

বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে ভাই
রাজনীতিবিদদের অবস্থাও ভালো নাই
পার্টি যখন ক্ষমতায় রয়
বাড়তি সুবিধা হাতিয়ে নেয়।

জনপ্রতিনিধির কাছে যাই
সঠিক ব্যবহার ক্ষমতার নাই
রিলিফ ও রাস্তাঘাটের বাজেট পায়
সুযোগে দু’পয়সা হাতিয়ে নেয়।

মামার জোর থাকলে পরে
ক্ষমতার ‘মিস ইউজ’ ভাগ্নেও করে
বাস্তব চিত্র সমাজের এটাই
ক্ষমতার অপব্যবহার করছে সবাই।

নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন হবে
ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার তবে
কর্তব্যের প্রতি অবহেলা পাই
সঠিক ব্যবহার ক্ষমতার নাই।

ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যেখানে রবে
দুর্নীতির গন্ধ সেখানেই পাবে
মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়
প্রকৃত হকদার বঞ্চিত রয়।

ক্ষমতা এক আমানত তাই
হকদারকে পৌঁছে দেওয়া চাই
ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে
আমানতের খেয়ানত করে সে।

যার মধ্যে আমানতদারী নাই
তার তো কোনো ঈমানই নাই
আমানতের খেয়ানতকারী ভবে
মুনাফিক হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে।

প্রত্যেক কর্মজীবী মানুষের হায়
কিছু না কিছু ক্ষমতা রয়
সুযোগকে তারা কাজে লাগিয়ে
অর্থসম্পদ নিচ্ছে হাতিয়ে
ক্ষমতার অপব্যবহার এতে হয়
জুলুম ছাড়া কিছু নয়।

হাশরে এমন ব্যক্তি তবে
জালিম বলেই গণ্য হবে
জুলুমে আল্লাহ অসন্তুষ্ট তাই
জালিমের কোনো সাহায্যকারী নাই
মজলুমের দোয়াই কবুল হবে
নিশ্চিত সাজা জালিম পাবে।

ক্ষণস্থায়ী এই মর্তের ভবে
ক্ষমতার বাহাদুরি কার ক'দিন রবে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্ষমতা নয়
সময়ের সাথে হাত বদলায়
আল্লাহ ইচ্ছে করলে তবে
নিমিষেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে।

ক্ষমতা এক নিয়ামত ভবে
এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে
সঠিক ব্যবহার ক্ষমতার হলে
মুক্তির পথ যাবে মিলে
অপব্যবহার এর করে যাবে
জালিম হিসেবে সাজা পাবে।

আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাকে ভাই
মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাই
ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করি
ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ি
হাশরে আমলনামা ডান হাতে পাবে
জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হবে।

আবারও বলি মন দিয়ে শোন
ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় যেন।

নেশার কবলে যুব সমাজ

যে রাসয়নিক দ্রব্য হায়
গ্রহণে বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়
একেই সবাই মাদক বলে
যুব সমাজ আজ এর ছোবলে।

দীর্ঘদিন 'মাদক' গ্রহণ করে
নির্ভরশীল একসময় হয়ে পড়ে
অবস্থা এমন হয় যে তার
মাদকবিহীন জীবন চলে না আর
'নেশা' এরই নাম পাই
জীবন বিধ্বংসী এক 'মিসাইল' তাই।

জমানার কুবাতাস ভেসে এলো
মাদকের নেশা যুবকদের পেলো
গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই যাই
ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ নাই
স্কুল-কলেজ ফাঁকি মেরে
নির্জনে বসে নেশা করে।

মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে
হুশজ্ঞান মানুষের যায় চলে
হৃদয়ে নেশার ঝড় এলে
হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে
আপন পর চিনে না ভাই
নেশার টাকার জোগান চাই।

যুবকরা অধিকাংশই বেকার রয়
নেশার টাকা জোগানো দায়
মায়ের গহনা চুরি করে

লকার ভেঙে টাকা মারে
বাবার স্বাক্ষর জাল হয়
ব্যাংকের টাকা খোয়া যায়।

বাবা-মাকে টর্চার করে
মেরে ফেলার হুমকি মারে
নেশার জোগান তবুও চাই
নইলে জীবন বাঁচে না ভাই।

পরিস্থিতি বেসামাল হলে পরে
বাসা থেকে সে কাট মারে
সঙ্গের সাথি কেহই নাই
ভবঘুরে জীবন এখন তাই।

কাগজ কুড়িয়ে বিক্রি করে
সুযোগে মানুষের পকেট মারে
স্টেশনে কুলির কাজ ধরে
পথে-ঘাটে ছিনতাই করে।

প্রয়োজনে খুন করা চাই
নেশার টাকা মিস নাই
একদিন দু'দিন এমনই করে
অপরাধ জগতে ঢুকে পড়ে।

বন্ধু-বান্ধব খারাপ রয়
নেশার দ্রব্য ধরিয়ে দেয়
"একটা টান দোস্ত দেবে
নিমিষেই বাদশা বনে যাবে"
ধূমপানের হাত ধরেই হায়
নেশার জগতের 'হাতে খড়ি' পায়।

মাদকের অফার করে যে
বন্ধু কখনো নয় সে
মুমিন বিনে বন্ধু নাই
হাদিসের বিধান এমনটাই।

অনেক যুবকই পড়ে হতাশায়
প্রশান্তির জন্য মাদকে জড়ায়
কৌতূহলি মন যুবকের রয়
সখের বসেও জড়িয়ে যায়
সাময়িক ফুর্তির জের ধরে
পরবর্তীতে নেশায় পায় তারে।

বড়োবড়ো ক্রাইম সংগঠিত হয়
নেশাগ্রস্থ অবস্থায় অপরাধী রয়
ক্রাইম ও নেশার মাঝে তাই
গোপন যোগসূত্র রয়েছে ভাই
সমস্ত অপরাধের চাবি তবে
নেশার মাঝেই খুঁজে পাবে।

কৈশোরেই লাগাম টেনে ধরি
প্রয়োজনে তাকে শাসন করি
লাগামহীন স্বাধীনতা পেলে তবে
সন্তান অবশ্যই বিপথগামী হবে।

জীবন গড়ার উত্তম সময়
কৈশোর ছাড়া আর কিছু নয়
বর্তমান প্রজন্মের যুবকই তবে
আগামীতে দেশের কর্ণধার হবে।

যুব সমাজ শোনো আজ
হারাম নেশা শয়তানের কাজ
দুষ্ট বন্ধু-বান্ধব রবে
সঙ্গ তাদের ছাড়তে হবে
বন্ধুর নীতিতে চলে সবাই
নীতিবান বন্ধুই থাকা চাই।

হতাশাও যদি জীবনে রবে
মরণ নেশায় নাহি জড়াবে
ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নষ্ট হয়
জীবনে নামে পরাজয়
সামাজিক মর্যদা ক্ষুণ্ন হবে
সুখের সংসার ভেঙে যাবে।

মাদকের বিষাক্ত দংশনে হায়
ভুক্তভোগী ক্রমেই হারিয়ে যায়
লিভার-কিডনি নষ্ট করে
হার্ট এটাকের ঝুঁকি বাড়ে।

এইডস ও হেপাটাইটিস হয়
যৌন শক্তি হ্রাস পায়
মাদক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হানে
অকাল মৃত্যু ডেকে আনে।

বেশিতে যে জিনিসে নেশা ঘটে
অল্প খাওয়াও হারাম বটে
হিরোইন-ইয়াবা-গাজা-তামাক রবে
নেশাজাতীয় দ্রব্য এসব তবে
নেশার বস্তু একবার খেলে
'চল্লিশ' দিনের নামাজ যায় বিফলে।

মদখোরের সাথে উঠাবসা করো না
রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যেয়ো না
আল্লাহ ও রাসুলের (স:) অভিশাপ রবে
মরলে জানাজায় নাহি যাবে
এমনই ধামকি ইসলামের পাই
নেশায় কভু জড়াতে নাই।

যুব সম্পদ উন্নয়নে যাবে
নেশাই প্রধান বাধা হবে
মাদক মানুষকে ‘স্লো পয়জনিং’ করে
‘সুইসাইডে’ সাথে সাথে মরে
মাদক ও ‘সুইসাইডের’ মধ্যে ভাই
মূলে কোনো পার্থক্য নাই।

মদখোর হাশরে হাজির হবে
বুক পর্যন্ত জিহ্বা ঝুলে রবে
লালা ঝরতে থাকবে ভাই
ঘৃণা ও ধিক্কার দিবে সবাই।

নেশার খাঁচায় একা বন্দি রবে
পুরো পরিবারটাই ভুক্তভোগী হবে
পারিবারিক সমস্যা নেশাকে তাই
খাটো করে দেখার সুযোগ নাই
সঠিক চিকিৎসা এর করে
ঘরের ছেলে ফিরো ঘরে।

সকল ‘খবিসের মা’ মাদককে পাই
সমস্ত পাপের মূলেও এটাই
তাই তো নেশা কবিরা গুনাহ
জাহান্নামই হবে শেষ ঠিকানা।

সঠিক তওবা করে নাও
মরণ নেশা ছেড়ে দাও
জীবনকে ভালোবাসতে শেখো
নেশার ভূত থাকবে নাকো
তোমার সৎ ইচ্ছেই তবে
নেশাকে ছাড়তে যথেষ্ট হবে।

ইসলামের পতাকা উড্ডয়ন করি
নেশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ি।

দুর্নীতির ভয়াবহতা

ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের তরে
অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে
নীতি-আদর্শের বিচ্যুতি ঘটে
অন্যের ক্ষতি হয় তাতে
দুর্নীতি এরই নাম পাই
দুর্নীতিতে ভরা এ সমাজটাই।

দুর্নীতি এখন জাতীয় ব্যাধি
ইসলাম সদাই এর বিরোধী
নীতি বহির্ভূত যত কাজ রবে
দুর্নীতি বলেই স্বীকৃতি পাবে
দুর্নীতির উপাদান খুঁজতে যাবে
অনৈতিক আচরণকেই শুধু পাবে।

ঘুস-আত্মসাৎ-ক্ষমতার অপব্যবহার তাই
দুর্নীতির বিভিন্ন ধরন পাই
দারোয়ান থেকে 'বস' পর্যন্ত যাবে
এ কাজে জড়িত সবাইকে পাবে
ভয়াবহ অবস্থা দুর্নীতির বলে
'টপ টু বটম' দুর্নীতি চলে।

অর্থ-সম্পদের লোভের কারণে
নয়তো বিলাসবহুল জীবনযাপনে
কারো আবার স্বজনপ্রীতি রয়
দুর্নীতির 'প্র্যাকটিস' এভাবেই হয়
ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারে হায়
দুর্নীতিতে মানুষ জড়িয়ে যায়।

পার্থিব লোভের মোহে পড়ে
যত দুর্নীতি মানুষ করে
ধর্মীয় শিক্ষার অভাব তাই
দুর্নীতির বাজার চড়াই পাই।

ব্যবসায়ীরা মিলে দুর্নীতি করে
'সিন্ডিকেটে' দ্রব্যমূল্য বাড়ে
ভেজাল-দ্রব্য বাজারে রয়
আসল বলে বিক্রি হয়।

কাঁচা ফলে 'ক্যামিকেল' মেরে
পাকা বানিয়ে বিক্রি করে
ফলের পচন রোধে হায়
বিষাক্ত 'ফরমালিন' মিশানো হয়
দুধে মানুষ পানি মারে
জাল টাকা বাজারে ছাড়ে।

দধি-মিষ্টি তৈরি হবে
চিনির পরিবর্তে 'স্যাকারিন' পাবে
স্বর্ণকার গহনা তৈরি করে
প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ ভরে।

'টেন্ডার ড্রপ' করতে গেলে
সশস্ত্র সন্ত্রাসীর বাধা মিলে
ঠিকাদার 'ওয়ার্ক অর্ডার' পায়
দুই নম্বর কাজই করে যায়।

শিক্ষক ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে
সাইড ব্যবসা নেয় জমিয়ে
নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়
অযোগ্য লোক চাকুরি পায়।

‘নবেল’ পেশা চিকিৎসা তবে
দুর্নীতির গন্ধ সেখানেও পাবে
জীবন রক্ষাকারী ঔষধও হায়
ভেজাল কাঁচামালে তৈরি হয়।

এমন ‘সেক্টর’ পাবেনা ভাই
যেখানে কোনো দুর্নীতি নাই
হাজি-গাজি-পাজি রবে
দুর্নীতির গন্ধ গায়ে পাবে।

সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তাই
নির্লজ্য দুর্নীতি ঢুকেছে ভাই
দুর্নীতিকেই এখন নীতি বলে
সমাজ তো ধরা এরই জালে।

বীরদর্পে দুর্নীতি করে
ঠকিয়ে তুমি দিলে তারে
আসলে তুমি ঠকালে নিজেরে
পাবে টের রোজ হাশরে।

বান্দার হক এতে নষ্ট
পরকালে তোমার বাড়বে কষ্ট
হকদাররা সেদিন হাজির হবে
সমুদয় পাওনা বুঝে নেবে
দুর্নীতির দায়ে ফেঁসে যাবে
জাহান্নামের পথ সুগম পাবে।

লাগামহীন ভাবে দুর্নীতি করে
দিনকে দিন যাচ্ছে বেড়ে
“ছাড় দেওয়া হয়েছে তাই
ছেড়ে দেওয়া হয় নাই”
রবের ধরা কঠিন হবে
সময়ে টের ঠিকই পাবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন গড়ে
টানছে পাবলিকের লাগাম ধরে
নৈতিক চরিত্র মানুষের নাই
প্রত্যাশিত ফলাফল মিলছে না তাই।

দেশের উন্নয়ন করতে যাবে
দুর্নীতির জোয়ার ভাসিয়ে নেবে
উন্নতি আর দুর্নীতি তাই
পাশাপাশি চলার সুযোগ নাই
ন্যায়নীতি ও সততাকে ভাই
জাতীয় জীবনের পাথেয় চাই।

ইসলামের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো
আল্লাহকে অন্তরে ভয় করো
এমনই শক্তি পয়দা হবে
ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে দেবে।

ঈমান ও তাক্বওয়া একত্রে রবে
নৈতিক চরিত্রের সংশোধন হবে
দুর্নীতিকে ছাড়ার দরকার নাই
দুর্নীতিই তোমায় ছাড়বে ভাই
সমাজের দুর্নীতি ঘুচাতে তাই
ইসলামের বিকল্প রাস্তা নাই।

দু'দিনের এই দুনিয়া ভাই
একবার ভেবে দেখো তাই
আজকে তুমি আছো ভবে
হয়তো কালই হারিয়ে যাবে।

খালি হাতেই বিদায় নেবে
লুটেরারা সবই লুটে খাবে
হাশরের দুর্দিনে তবে
একাই তুমি ফেঁসে যাবে।

দুর্নীতি কবিরা গুনাহ পাই
তওবা-ইস্তেগফার করা চাই
ন্যায়-নীতির রাস্তা ধরো
ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ো
পরকালে জান্নাতের আশা রবে
নইলে ঠিকানা ভিন্ন হবে।

এসো মিলে শপথ করি
দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি
নীতির পথে সদাই চলি
দুর্নীতিকে সবাই 'না' বলি।

রেগে গেলে তো হেরে গেলে

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হায়
রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা বয়
রাগ এরই নাম হায়
রাগের পরিণতি ভালো নয়।

মূর্খতা দিয়েই শুরু যার
অনুতাপ নিয়েই শেষ তার
বুদ্ধিহীন নিজেকে জ্ঞানী ভাবে
এমন মূর্খতাই রাগ তবে।

তীব্র অসন্তোষ অন্তরে রবে
আবেগে মুখভঙ্গি বিকৃত হবে
বড়োবড়ো চোখে তাকিয়ে থাকে
কান দু'টো লাল সেই ফাঁকে
মাথা গরম এই অবস্থাকে তবে
রাগের বহিঃপ্রকাশ জানে সবে।

ক্রোধ মানুষের স্বভাবে রয়
মানুষ এজন্য দায়ী নয়
স্বেচ্ছায় চরিতার্থ করলেই তবে
রাগ দূষণীয় আচরণ হবে
ক্রোধে যখন মানুষ জড়ায়
শয়তান এসে মদদ জোগায়।

হৃদয়ের দরজায় ক্রোধ ঢুকাবে
জানালা দিয়ে 'বিবেক' পালাবে
ক্রোধের ঝড় এলে তবে
'জ্ঞানের বাতিও' নিভে যাবে।

জ্ঞান-বিবেকশূন্য হয়ে শেষে
অঘটন মানুষ ঘটিয়ে বসে
ক্রোধের ঝড় থেমে যাবে
ক্ষতির 'লিষ্টটা' লম্বাই পাবে।

রাগান্বিত মানুষ হলে পরে
উগ্রমূর্তি ধারণ করে
যেন নরখাদক বাঘ হায়
শিকার ধরতে লাফিয়ে যায়।

রাগের মধ্যে 'আগুন' রয়
রাগলে তাইতো লালবর্ণ হয়
পাবলিক এসে টেনে ধরে
ফিরানো কভু যায় না তারে।

শয়তান কুমন্ত্রণা দেবে ভাই
"পিছু হটার সুযোগ নাই
মান-ইজ্জতের ব্যাপার তবে
শেষ দেখেই ছাড়তে হবে
খুন-খারাপির নাইকো ভয়
জেলফাঁসি তো মানুষেরই হয়।"

রাগ বারুদের গুদাম তবে
সাবধানেই পাহাড়া দিয়ে যাবে
একটু আগুনের ছোঁয়া পাবে
নিমিষেই সব জ্বালিয়ে দেবে।

রাগের মাথায় ঝগড়ায় পড়ে
মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে
নিজেকে বীর মনে হয়
আসলে তা সঠিক নয়
প্রকৃত বীর তো সেই হবে
রাগকে হজম করে নেবে।

ক্রোধ শয়তানের হাতিয়ার ভাই
ক্রোধকে কুকুরের স্বভাব পাই
ক্রোধে বুদ্ধি লোপ পায়
ঝগড়াঝাঁটির কারণ হয়
ক্রোধ ঈমানকে ধ্বংস করে
সর্বশান্ত মানুষ হয় যে পরে।

ক্রোধ মানুষকে জেলে ঢুকায়
ফাঁসির রশি গলায় ঝুলায়
ধর্মকে মিটিয়ে দিয়ে পরে
জাহান্নামের রাস্তা সুগম করে।

রেগে গেলে তো হেরে গেলে
কথাটা মানুষ মুখেই বলে
বাস্তবে এর প্রয়োগ নাই
রাগের মাথায় বেহুশ সবাই।

রাগের জের এমনই রয়
সুখের সংসারও ভেঙে যায়
পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে
সমাজে অশান্তি যায় বেড়ে।

রাগ 'জিদের' পর্যায়ে যাবে
অবস্থা তখন এমনই হবে
নিজেই বিষ খেয়ে পরে
অন্যের মৃত্যুর অপেক্ষা করে
রাগ ও অহংকার বেশি রবে
তার ধ্বংসকারী সে নিজেই ভবে।

বোকার রাগ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে
জ্ঞানী সবসময় নিয়ন্ত্রণে নেবে
জ্ঞানী মানুষের কাছে তাই
রাগের কোনো পাত্তা নাই।

চাপা স্বভাবের মানুষ হবে
রাগে পেট ভরা পাবে
দিলখোলা মানুষের ভাই
বলতে গেলে রাগই নাই।

রাগের সময় কখনই তাই
কোনো কর্মই করতে নাই
করলে সেটা কুকর্ম হবে
আজীবন তার মাশুল দিবে
নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে নেবে
আল্লাহর রাগ থেকে রক্ষা পাবে।

অনেক অনিষ্টতার মূলে এটাই
তাই তো রাগ করতে নাই
পরিণতি এর ভালো নয়
জীবনে নামে পরাজয়
ভেবে কাজ করো তাই
করে ভেবে লাভ নাই।

রাগ উঠলে নীরব রবে
'আউজুবিল্লাহ' পড়ে নেবে
দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে
বসে থাকলে শুতে হবে
তবুও রাগ না থামলে ভাই
ঠান্ডা পানির অজু চাই।

শক্তিশালী তো সেই ভবে
রাগেও যার নিয়ন্ত্রণ রবে
প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকারও পরে
ক্ষমা করে দিলে তারে
মুমিন বলেই গণ্য হবে
হাশরে পুরস্কার পেয়ে যাবে।

শয়তানের হাতিয়ার রাগ তাই
বহু পাপের অনুঘটক এটাই
‘কন্ট্রোল’ একে করে নেবে
নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে
রাসুলের (সা:) বিশেষ উপদেশ পাই
“রাগ তুমি করো না ভাই”।

আল্লাহ-নবী-কুরআন-ধর্মকে তাই
‘শিয়ারুল ইসলাম’ নামে জানে সবাই
এগুলোর ব্যাপারে কোনো কটূক্তি হবে
রাগ ও প্রতিবাদ ফরজ তবে
এক্ষেত্রে যে নীরব রবে
ঈমান তার হারিয়ে যাবে।

ক্রোধ মানুষের রক্তে রয়
মূলোৎপাটন সম্ভব নয়
রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে
তবেই না তুমি মুমিন ভবে
রেগে গেলে তো হেরে গেলে
কথাটার যৌক্তিকতা যাবে মিলে।

ভুলের দুনিয়া

মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা হলো
ফেরেশতারা এতে ভেটো দিল
ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করে
সৃষ্টি করলেন আল্লাহ 'আদমেরে'
ফেরেশতারা তাঁকে সম্মান দিল
যদিও 'আযাযিলের' আপত্তি ছিল।

নিজ হাতে মানুষ সৃষ্টির পরে
বেহেশতে স্থান দিলেন তারে
ইবলিসের কু-মন্ত্রণায় পড়ে তাই
ধরাতে মানুষের আগমন পাই।

'রূহকে' আল্লাহ সৃষ্টি করে
'রবের' স্বীকৃতি চাইলেন পরে
সবাই তাতে সম্মতি দিলো
আল্লাহকে 'রব' মেনে নিলো।

প্রত্যেক মানুষের জন্ম তাই
'মুসলিম মিল্লাতের' উপরই পাই
বাবা-মার খপ্পরে পড়ে
অনেকেই বিধর্মী হয় পরে।

মানুষ সৃষ্টির নেপথ্যে ভাই
রবের উদ্দেশ্য একটাই
ইবাদত তাঁর করে যাবে
বিনিময়ে পুরস্কার জান্নাত পাবে।

পরকালকেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ধরে
ইবাদত বন্দেগি যাবে করে
একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত হবে
তাগুতের ইবাদত নিষেধ ভবে।

সমাজের দিকে তাকালে ভাই
ভিন্ন চিত্রই দেখতে পাই
'রূহ'কে নিয়ে মানুষ ধরাতে এসে
'রবকে' অমান্য করে বসে।

গোলক ধাঁধার চক্করে পড়ে
তাগুতের ইবাদতই শুরু করে
নিশ্চয়ই মানুষকে ধরাতে তাই
রবের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ পাই।

টার্গেটে সবার দুনিয়া রয়
পরকালকে কৌশলে এড়িয়ে যায়
সম্পদ-সন্তানকে 'মাকসুদ' ধরে
জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হালাল-হারামের তোয়াক্কা নাই
দু'হাতে সম্পদ করছে কামাই
বিলাসবহুল জীবনের অধিকারী হবে
দাপট নিয়েই সমাজে বেঁচে যাবে
সন্তানরাও তার দুধেভাতে রবে
মরেও যেন শান্তি পাবে।

যেতে যেতে একদিন তবে
পথেই সন্ধ্যা নেমে যাবে
জীবন সূর্য অস্তমিত হবে
মূল মাকসুদই অপূর্ণ রবে।

দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত তাই
আল্লাহর স্মরণে 'গাফেল'পাই
ইহকালই জীবনের নিশানা যার
পরকালে নাজাত হবে না তার।

পার্থিব পাওয়া ক্ষণস্থায়ী তবে
আখিরাতের পাওয়াই চিরস্থায়ী রবে
এক ভুলের কারণে মানুষ ভবে
আরেক ভুল তাকে জাহান্নামে নিবে।

চলার পথে দুনিয়াটা হায়
সরাইখানা বিনে কিছু নয়
মূর্খ তো সেই ভবে
সরাইখানাকেই গন্তব্যস্থল ভাবে।

দুনিয়াদারী তুমি করো ভাই
নিষেধ করা হয় নাই
'টার্গেটে' তোমার পরকাল রবে
ইবাদত একমাত্র স্রষ্টারই হবে।

হালাল রুজি করে খাবে
শিরক-বিদাতে নাহি জড়াবে
দুনিয়া নতজানু হয়ে তবে
পদতলে এসে ধরা দেবে।

ঈমান আমলকে সম্বল ধরো
পরকালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করো
স্ত্রী-সম্পদ-সন্তান তবে
যাত্রাপথের শুধু সঙ্গীই হবে।

সম্পদ-সন্তান-ফেতনা ভবে
নিরাপদ দূরত্বে চলতে হবে
হাশরের মাঠে সেদিন ভাই
এদের কোনো খাওয়া নাই
ঈমান-আমল সঙ্গে রবে
নিশ্চিত জান্নাত পেয়ে যাবে।

**ভুলের দুনিয়ায় ভুল হয়
মানুষ তো ভুলের উর্ধ্বে নয়
অতীত ভুলের জন্য তাই
তওবা-ইস্তেগফার করো ভাই
উত্তম পাপী তো সেই ভবে
পাপ করেই যে ক্ষমা চাবে।**

**দ্বীন-ইসলামের রাস্তা ধরো
ঈমান আমলের জিন্দিগি গড়ো
অতীত গ্লানি ঘুঁচে যাবে
জান্নাতের মানুষ জান্নাতই পাবে।**

আমি কবর বলছি ভাই

'সাড়ে তিন' হাত মাটির গর্তে তবে
'বারযাখের' জিন্দিগি কাটাতে হবে
অন্ধকার জগৎ এটাকে পাবে
সঙ্গের সাথি কেউ না রবে
কবর এরই নাম পাই
কবরকে ভয় করো সবাই।

দুনিয়া সাজাতেই ব্যস্ত সবাই
কবরের প্রতি উদাসীন পাই
আজ না হয় কাল তবে
কবরের পেটে যেতেই হবে
এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা যদিও ভাই
মানুষের ভাবনায় মোটেও নাই।

নিউজপেপারে প্রতিদিন হায়
কতই না খবর ছাপা হয়
ফেসবুক-ইউটিউবে ভাই
দিন-দুনিয়ার খবর পাই।

ঘরের কাছেই মাটির তলে
কত মানুষ গেল চলে
সবাই নিঝুম নিরালায়
শুয়ে আছে বাঁশতলায়
কোনো বিজ্ঞানী আজও তাই
খবর এদের পায় নাই।

বহুজন বহুভাবে তবে
কবরকে জানতে চেয়েছে ভবে
ব্যর্থ সবাই হয়েছে ভাই
কবরের রহস্য অজানা তাই।

আমি কবর বলছি ভাই
তোমার সাথে পরিচয় নাই
“আমি তো মাটির ঘর
আমি একাকিত্বের ঘর
আমি তো পোকামাকড়ের ঘর
আমি অপরিচিতের ঘর।

আমি তো অন্ধকারের ঘর
আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর
আমার নিষ্ঠুরতা ভয়াবহ পাবে
প্রস্তুতি নিয়েই আসবে তবে”
এখানে যে রেহাই পাবে
পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হবে।

আমি হরহামেশা ডাকি তাই
“হে দুনিয়াদার শোনো ভাই
আলিশান বাড়ি করেছো ভবে
শীঘ্রই ছিনিয়ে নেওয়া হবে
অচিরেই যে বাড়ি পাবে
‘ডেকোরেশন’ তার সারবে কবে।”

“চাঁদাবাজ-সুদখোর-ঘুসখোর রবে
সন্ত্রাসী-মাস্তান হওনাকো ভবে
হাজার কোটি ব্যাংক ঋণ করে
ক্ষমতার বলে সবই দিয়েছো মেরে
রাজা-প্রজা-আমলা তাই
কাউকেই আমি চিনি না ভাই।”

“আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হবে
ঈমান-আমল সঙ্গে নেবে
নইলে এমনই ছ্যাঁচা খাবে
বাপ-দাদার নামও ভুলে যাবে।”

মুনকার-নাকিরের প্রশ্ন হবে
মুমিনই শুধু জবাব দেবে
ঈমান-আমল সঙ্গে নাই
জবাবের ভাষা অজানা তাই
এমন সুযোগ নাহি তবে
চাপার জোরে বেঁচে যাবে।

মুমিনের জন্য কবর তবে
জান্নাতের এক বাগান হবে
দৃষ্টি সীমানায় প্রশস্ত পাবে
বেহেশতের ফানুস এসে যাবে।

জান্নাতি বিছানা বিছিয়ে দেবে
নিশ্চিন্তে বান্দা ঘুমিয়ে রবে
সিঙ্গার ফুৎকার বিনে তার
কিছুতেই ঘুম ভাঙবে না আর।

বেদ্বীনের জন্য কবরকে তাই
দোজখের এক গর্ত পাই
জাহান্নামের আজাবের মহড়া তবে
কবর দিয়েই শুরু হবে
প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় হায়
শেষ ঠিকানা মুরদা দেখতে পায়।

কবর দু'পাশ থেকে যবে
এমন চাপ তোমায় দেবে
এক পাশের পাঁজর ভেঙে তবে
অন্য পাশের পাঁজরে ঢুকে যাবে।

লোহার গুর্জের আঘাত মেরে
দেহকে চূর্ণবিচূর্ণ দিবে করে
এমন চিৎকার মানুষ দেবে

জ্বিন-ইনসান বিনে শুনবে সবে
আঘাতটা যদি পাহাড়ে হতো
মুহূর্তেই পাহাড় গুড়িয়ে যেত।

মারাত্মক বিষধর সাপ রবে
নির্মমভাবে দংশে যাবে
একটা নিঃশ্বাসও যদি জমিনে দিতো
বিষাক্ত জমিনে ঘাস না হতো।

আগুনে কিংবা পানিতে মৃত্যু হবে
নয়তো পশুপাখি খেয়ে নেবে
বরযাখের জিন্দেগি তারও রবে
পাপের শাস্তি ঠিকই পাবে।

নিষ্ঠুর আজাব এমনই ভাবে
'কিয়ামত' অবধি অব্যাহত রবে
ভয়াবহ এ আজাব থেকে তাই
রাসুলও (স:) পানা চেয়েছেন সদাই।

কবরের আজাব যদি দেখানো হতো
হাসি-তামাশা মানুষ ভুলে যেত
বিভীষিকাময় এমন আজাবের ডরে
মুরদাকে মানুষ রাখতো না কবরে
কবরের দৃশ্য ভয়াবহ তাই
এর চেয়ে ভয়াবহ কিছুই নাই।

যতবড়ো শেঠই হওনা ভবে
তোমার দৌরাত্ম্য সামান্যই রবে
ফিরতি টিকিট ধরিয়ে তাই
পাঠানো তোমাকে হয়েছে ভাই।

জন্মিলে মৃত্যু হবে
চরম সত্য এটাই ভবে
সময়ের ব্যবধানে একদিন তবে
কবরকে ধরা দিতেই হবে।

পরকালের 'মিশন' শুরু হবে
প্রথম ঘাঁটি কবরকেই পাবে
কবরে যদি বাঁচতে পারো
তাহলেই তোমার 'পোয়াবরো'।

হে দুনিয়ার মানুষ সবে
মনোযোগ দিয়ে শোনো তবে
আহল-মাল-ঈমান-আমল রবে
জীবদ্দশায় সঙ্গের সাথি পাবে
মৃত্যু যখন তোমার হবে
আহল-মাল পিছুটান দেবে।

স্ত্রী-সন্তান-ধন করে আপন
আমোদ-ফুর্তিতে কাটছে জীবন
চোখ বন্ধ করে দেখো ভাই
তোমার পাশে তো তারা নাই।

নিরাপদ কবর পেতে চাও
ঈমান আমলের জিন্দিগি বানাও
দুর্দিনে তোমার সাথি রবে
কবরের আজাব নাহি হবে।

শুধুমাত্র পরকালের মঙ্গলের তরে
পরিচয় আমার দিলাম তোমারে
সুযোগের সৎ ব্যবহার চাই
আমি কবর বলছি ভাই।

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

আত্মার সাথে সম্পর্ক রবে
আত্মীয় তারই নাম পাবে
সামাজিক জীব মানুষ ভাই
একেলা চলতে পারে না তাই
সমাজবদ্ধ হয়ে চলতে যাবে
আত্মীয়-স্বজন দরকার হবে।

জন্মসূত্রে আর বিবাহে তাই
মানুষে মানুষে সম্পর্ক পাই
আত্মীয় বলতে এরাই ভবে
আত্মীয়তা রক্ষা ফরজ তবে।

রক্তের সম্পর্কের মানুষ যারা
নিকট আত্মীয় ভবে তারা
এমন আত্মীয় খুঁজতে যাবে
বাবা-মাকেই সর্বাগ্রে পাবে।

জমানার বাতাস খারাপ তাই
বাবা-মায়ের কদর সমাজে নাই
শ্বশুরবাড়ির লোকজন হবে
পরম আত্মীয় তারাই ভবে।

বাবা-মাকে অনেকেই ভুলে যায়
শ্বশুর-শাশুড়িই আপন হয়
শালা-শালীতে ভরা ঘর
ভাই-বোনেরা হলো পর
রক্তের সম্পর্ক যদিও পাই
আত্মীয়ের লিস্টে অনেকেই নাই।

মানবতা আজ বিপন্ন তাই
গরিব আত্মীয়ের পরিচয় নাই
নিকট আত্মীয় হলেও তবে
স্বেচ্ছায় পাশ কাটিয়ে যাবে
ধনীর কোনো অনুষ্ঠান হবে
গরিব আত্মীয় বঞ্চিত রবে।

আত্মীয় যদি ধনী হবে
গায়ে পড়েই পরিচয় দিবে
'চেয়ারম্যান' হলো খালাতো ভাই
আপনের চেয়েও বেশি পাই।"

নিকট আত্মীয় দরিদ্র হবে
ফোনে অন্তত খবর নেবে
সালাম দিয়ে হলেও ভাই
সম্পর্ক অটুট রাখা চাই
মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবে
সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হবে।

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন আত্মীয়তা রবে
জোড়া দিতে যে অগ্রগামী হবে
সত্যিকারের মুমিন তো সেই ভবে
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হাশরে পাবে।

আত্মীয় তোমায় এড়িয়ে যাবে
তুমিই এগিয়ে ভাব জমাবে
হাত গুটিয়ে নিলেও ভাই
তোমার হাত প্রসারিত চাই।

আত্মীয়ের সাথে ঝগড়া হবে
আপস তুমিই করে নিবে
অত্যাচারিত হলেও তবে
ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিবে।

আত্মীয় করলে আমি করবো হায়
এর নাম আত্মীয়তা নয়
আত্মীয় তোমায় কষ্ট দিবে
তুমিই সাথে জুড়ে রবে।

তোমায় যে বয়কট করে
জুড়ে থাকো তার তরে
কুরআন হাদিসের বিধান এটাই
আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট চাই।

সমাজের মানুষের কাছে ভাই
আত্মীয়ের হকের কদর নাই
বাবার সম্পত্তি বণ্টনে যাবে
ভাই-ভাইকে ঠকিয়ে খাবে।

বোনে যদি 'ওয়ারিশ' চায়
ভাইয়ের মুখটা বেজার হয়
ফুপু পাওনা নিতে যাবে
ভাইপো হাইকোর্ট দেখিয়ে দেবে।

ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে হায়
ভাতিজার 'ওয়ারিশ' বেদখলে যায়
কঠোর নির্দেশ আল্লাহর তবে
নিকট আত্মীয়ের হক বুঝে দেবে।

স্বজন যখন গরিব হবে
সদকা সবার আগে পাবে
মিসকিনকে দান করে যাবে
দানের সওয়াবই শুধু হবে।

আত্মীয়কে যদি সদকা দিবে
'দ্বৈত' সুবিধার ভাগী হবে
শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেবে
সর্বশ্রেষ্ঠ সদকা সেটা তবে।

বাসায় কোনো অনুষ্ঠান হবে
গরিব আত্মীয় অগ্রাধিকার পাবে
আত্মীয়ের যেকোনো বিপদে ভাই
সাহায্যের হাত বাড়ানো চাই।

আত্মীয় অমুসলিম হলেও তবে
দুনিয়াতে সম্পর্ক রাখতেই হবে
আত্মীয় যদি বিপদগামী হবে
দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিবে।

বর্তমান স্বার্থপর সমাজ ব্যবস্থায়
আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকানো দায়
পরস্পরে তেমন আন্তরিকতা নাই
স্বার্থের জন্য যেটুকুন পাই।

বাবামা-সন্তানের ভালোবাসা রবে
স্বার্থের গন্ধ সেখানেও পাবে
আদরযত্ন যে বেশি করে
তার দিকেই বাবামা ঝুঁকে পড়ে
সম্পত্তি লিখে দিয়ে তারে
অন্য সন্তানের হক দেয় মেরে।

সন্তান ভালো কিংবা খারাপ রয়
দেখার কোনো বিষয়ই নয়
ন্যায্য হিস্যা সবাই পাবে
ইসলামের বিধান এমনই তবে
নির্ধারিত 'মিরাসে' কাউকে বঞ্চিত করে
'জান্নাতের মিরাস' হারাবে হাশরে।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে হায়
মানুষের আমল উপস্থাপিত হয়
আত্মীয়ের সম্পর্ক ছিন্নকারী রবে
নেক আমল তার গৃহীত না হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন যার
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নাইকো তার
আত্মীয়তার বাঁধন অটুট রবে
রবের সাথে সু-সম্পর্ক পাবে
আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাসী ভাই
আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন চাই।

"সিলাতুর রেহেম" ফরজ ভবে
ইবাদত হিসেবেই করে যাবে
প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দেবে
মানুষের কাছে নাহি চাবে।

সম্পর্ক ছিন্নকারী অভিশপ্ত ভবে
পাপের শাস্তি দুনিয়াতেও পাবে
হাদিসের রয়েছে পরিষ্কার ঘোষণা
সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাত পাবে না।

যেকোনো মূল্যে হলেও ভাই
আত্মীয়ের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন চাই
ইসলামের বিধান মেনে নাও
'আত্মীয়-স্বজনের অধিকার' বুঝিয়ে দাও।

প্রতিবেশীর হক

আশপাশে বসবাসকারী মানুষগুলো হায়
ঘরের পাশেই যাদের ঘর রয়
আপদে-বিপদে কাছে পাবে
তারাই তোমার প্রতিবেশী তবে।

কর্মক্ষেত্রে-যাত্রাপথে পাশে রবে
প্রতিবেশীর মর্যাদা তারাও পাবে
ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম পাই
মানুষের কাছে যদিও কদর নাই।

সামাজিক জীব মানুষ ভাই
চলতে হলে প্রতিবেশী চাই
প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রবে
সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে।

জিবরীলের (আ:) বার্তায় বুঝা যায়
সীমাহীন গুরুত্ব প্রতিবেশীর রয়
অবস্থা এমনটা হওয়ার কারণে
ভাবনা জেগেছিল রাসুলের (স:) মনে
আশঙ্কা তিনি করেছিলেন তবে
প্রতিবেশীও বোধহয় 'ওয়ারিশদার' হবে।

প্রতিবেশী মুসলিম কিংবা অমুসলিম রবে
আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় হবে
সবারই ন্যায্য পাওনা এটাই
ভালো ব্যবহার করো সবাই।

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে
ভালো প্রতিবেশী বলে তারে
কারো ব্যবহার খারাপ হবে
উত্তম ব্যবহারই উপহার দেবে।

নামাজরোজা যতই করো না ভাই
তোমার দুর্ব্যবহারে প্রতিবেশী সুখে নাই
ইবাদত সবই বিফলে যাবে
জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হারাবে।

প্রতিবেশীকে যে কষ্ট দেয়
ঈমানি দুর্বলতা তার মধ্যে রয়
কষ্ট কখনো নাহি দেবে
কেউ দিলেও সহ্য করে নেবে।

আচার-আচরণে তুমি কেমন তাই
প্রতিবেশীকেই সবচেয়ে ভালো বিচারক পাই
তাদের সাথে ভালো ব্যবহার হবে
যথার্থ মুসলিম তুমিই তবে।

বাড়ি-জমির সীমানা নিয়ে
বিরোধে কখনো যাবে না জড়িয়ে
এগুলো যখন বিক্রি হবে
প্রতিবেশীকে আগে জানান দেবে
উঁচু দালান বানাতে যাবে
অনুমতি তার নিয়ে নেবে।

তাদের দোষ-ত্রুটি পাবে
ক্ষমার দৃষ্টিতে এড়িয়ে যাবে
ভালো কিছুর আয়োজন হবে
সাধ্যমত তাকে দিয়ে খাবে।

সংসারের টুকিটাকি জিনিস রবে
ধার চাইলে দিয়ে দেবে
সদকায় সওয়াব ‘দশগুণ’ হয়
কর্যে হাসানায় ‘আঠারগুণ’ রয়।

প্রতিবেশীকে 'হাদিয়া' দেবে
দাওয়াত দিলে আমলে নেবে
নিজের ক্ষতি কিছু হবে
তবুও সুবিধা দিয়ে যাবে
প্রতিবেশীর হক ফরজ তাই
কারো করুণা এতে নাই।

সমাজের বাস্তব চিত্র পাবে
প্রতিবেশীকে অনেকেই শত্রু ভাবে
নামাজ-রোজা যদিও করে
প্রতিবেশীর হক দেয় মেরে।

চলার পথ আটকে দেয়
যাতায়াত তাতে বিঘ্নিত হয়
লাঠির জোরে আইল ঠেলে
জমি-জমা নেয় দখলে।

সীমানার উপর লাগায় গাছ
প্রতিবেশীর ঘরের সর্বনাশ
রাস্তায় ময়লা ফেলে রাখে
বলতে গেলে বাজে বকে।

গোরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি রয়
বিচার-সালিশ নিয়মিতই হয়
জায়গাজমি নিয়ে বিবাদ করে
লাঠির আঘাত মাথায় মারে।

বাচ্চাদের ঝগড়ার জের ধরে
পরস্পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে
মিথ্যে মামলায় আসামি করে
হাজতে ভরে দেয় তারে
পান থেকে চুন খসলে ভাই
প্রতিবেশীর কোনো রক্ষা নাই।

শহর জীবনের প্রতিবেশী রবে
ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবে
নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সবাই
আশপাশের কোনো খোঁজখবর নাই।

চারপাশে কে বসবাস করে
কেউ কারো খবর রাখে নারে
বছরের পর বছর হায়
পাশের 'ফ্ল্যাটেই' কেটে যায়।

চলার পথে 'হায়হ্যালো' বিনে
কেউ কাউকে নাহি জানে
স্বার্থপর এই সমাজে ভাই
আত্মকেন্দ্রিক মানুষ এরা সবাই।

শরিয়তের বিধান ভিন্ন পাই
প্রতিবেশীর কদর করা চাই
তার খোঁজ-খবর নেবে
আপদকালে পাশে দাঁড়াবে
সুসংবাদ যদি কিছু পাবে
অভিনন্দন তাকে জানিয়ে দেবে।

যার অনিষ্ঠ থেকে হায়
তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়
সে কী করে মুমিন হয়
আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়
প্রতিবেশী যার অনাহারে রবে
সে পেটুকও মুমিন নয় তবে।

নামাজ নিয়মিতই পড়ো ভাই
সিয়ামেও কোনো ঘাটতি নাই
প্রচুর দান-খয়রাত করার কারণে
দানবীর হিসেবেই সবাই জানে।

আচরণ তোমার এমনই খারাপ রয়
প্রতিবেশী তাতে কষ্ট পায়
যত আমলই করো না ভবে
জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হারাবে
হাদিসের বিধান পরিষ্কার পাবে
এমন ব্যক্তিও জাহান্নামী হবে।

ঈমান তোমার আছে কী নাই
প্রতিবেশীর সাথে ব্যবহারেই পরিচয় পাই
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার হবে
প্রকৃত মুমিন তুমিই ভবে।

কতটা ভালো মানুষ তুমি তবে
প্রতিবেশীই তার 'সার্টিফিকেট' দেবে
প্রতিবেশী যাকে ভালো কয়
সেই সত্যিকারে মুমিন হয়
যাথেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়
কী করে সে জান্নাতে যায়।

প্রতিবেশীর কাছে যে ভালো রবে
আল্লাহর কাছেও সে ভালো হবে
পরকালে যার বিশ্বাস রয়
প্রতিবেশীকে সে সম্মান দেয়।

উত্তম প্রতিবেশী যদি পাবে
সৌভাগ্যবান মানুষ তুমি ভবে
খারাপ প্রতিবেশী থেকে তাই
রাসুলও (স:) পানা চেয়েছেন সদাই
ভালো প্রতিবেশী সবারই চাই
নিজের খবর কারোরই নাই।

বান্দার হকের বিচার হবে
প্রতিবেশীর হক অগ্রাধিকার পাবে
এটাকে যদি মেরে দেবে
হাশরে আদায় করে নেবে।

বাঁচতে যদি পরকালে চাও
প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হও
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে
প্রাপ্য অধিকার দাও তারে
ইসলামের বিধান এমনটাই
নইলে জান্নাত কপালে নাই।

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ভাই
প্রতিবেশীর হক অক্ষুণ্ন চাই।

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

স্রষ্টার সৃষ্টির এমনই বিধান
বাবামা বিনে হয় না সন্তান
তাদের উভয়েরই ওসিলায় তবে
আগমন তোমার মর্তের ভবে।

আপন বলতে এ ধরাতে তাই
বাবা-মায়ের সমতুল্য কেহই নাই
কুরআনে ঘোষণা বহুবার পাই
তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার চাই
নাফরমানি কেহ করলে তবে
ইহকাল পরকাল-দুটোই হারাবে।

নয়মাস দশদিন পেটে ধরে
মা প্রসব করলো তোমারে
তোমাকে মানুষ করার কষ্ট
জীবন-যৌবন তাতে নষ্ট।

সন্তান যখন বড়ো হয়
অতীতকে বেমালুম ভুলে যায়
বাবা-মার কোনো গুরুত্বই নাই
স্ত্রী-সন্তানই সব পাই।

তুমি ও তোমার সম্পদকে হায়
পিতার উপার্জনই ধরা হয়
সংসার ধর্ম পালনে যাবে
সর্বাধিক গুরুত্ব বাবামাই পাবে।

সমাজে এমন অনেককেই পাই
দ্বীনের বুঝ অন্তরে নাই
সে তার স্ত্রীকে হায়
মায়ের উপর প্রাধান্য দেয়।

ভবিষ্যত তার অন্ধকার রবে
আল্লাহর 'লানতে' ডুবে যাবে
মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি তাই
স্ত্রীকে অগ্রাধিকারের সুযোগ নাই।

প্রকৃতির নিয়মে বাবামা একসময়
সন্তানের উপরই নির্ভরশীল হয়
আল্লাহর নির্দেশে দায়িত্ব তোমার
বার্ধ্যকেও করো ভালো ব্যবহার।

অবহেলা কিংবা অবজ্ঞা করে
কথার মাইর মারবে নারে
পিতা-মাতাকে গালি দেবে
অবাধ্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ হবে।

বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে যাবে
শিশুসুলভ আচরণ পাবে
শত কষ্ট দিলেও তোমাকে
'উহ' শব্দ আনবে না মুখে।

কোনো কারণে বিরক্ত হবে
'ধমক' কভু নাহি দেবে
সন্তানের সামান্য অবহেলা অন্তরে
গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে।

মমতার জালে আবদ্ধ করে
রাখবে তাদের আগলে ধরে
তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রবে
সমস্ত হাজত পুরাতে হবে
আরাম-আয়েশ তাদের দেবে
হক কথা মেনে নেবে।

ছোটোবেলায় যেমন পুষেছে তোমাকে
বার্ধ্যকেও তেমনি পুষবে তাদেরকে
ইসলামের বিধান এমনই পাবে
ব্যতিক্রম হলে জাহান্নামি হবে
সন্তানের ভালোবাসাই একমাত্র পারে
আগলে রাখতে অসহায় বাবামারে।

সমাজ সংসারের দিকে তাকালে
ভিন্ন চিত্রই বেশি মিলে
নাতিকে স্কুলে পাঠাতে হয়
বাজারটাও বাবার দায়িত্বে রয়।

বাসার যত 'বিল' আছে
হিসাবনিকাশ মুরুব্বির কাছে
ঘরের যত কাজ রবে
জোগান মাকেই দিতে হবে।

রুটিন এ কাজগুলো হায়
বৃদ্ধ বাবামার দায়িত্বে রয়
বিন্দুমাত্র এতে হেরফের হলে
খাওয়ার খোঁটা কপালে মিলে
বৃদ্ধ বাবামা এভাবেই হায়
অধিকাংশ পরিবারে সম্মানিত হয়।

শিক্ষিত ধনবানের বাবামাকে তবে
বৃদ্ধাশ্রমের আঙ্গিনায় বেশি পাবে
দরিদ্র পরিবারে যেমনটি হয়
বাবামার ভরণপোষণে অনিহা রয়
বাঁচার তাগিদে কেউ রিকশা ধরে
ভিক্ষাবৃত্তি আবার অনেকেই করে।

স্টেশনে বাবামাকে ফেলে যায়
এমন ঘটনাও বিরল নয়
মানবতা আজ বিপন্ন তাই
বৃদ্ধ পিতামাতার কদর নাই।

আল্লাহর ইবাদতের পরেই ভাই
মাতা-পিতার প্রতি 'এহছান' চাই
বিধর্মীও যদি তারা হবে
ভালো ব্যবহার তবুও পাবে
কুরআন দিল ঘোষণা
"ওয়ালিদাইনি ইহ্‌ছানা।"

বড়ো ব্যবসা কিংবা চাকুরির অহংকারে
গরিব বাবামাকে অস্বীকার করে
'কুফরি' কাজ সেটা তবে
পরকালে জান্নাত নাহি পাবে
সমাজের যে স্তরেই তারা রবে
যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পাবে।

তোমার গায়ের চামড়া দিয়ে
মায়ের জুতা দাও বানিয়ে
একধার দুধের ঋণও তবে
পরিশোধ তাতে নাহি হবে।

আজীবন খেদমত করে যাবে
বাবামায়ের ঋণ শোধ না হবে
তাদের প্রতি দুর্ব্যবহারকারী তবে
কঠিন শাস্তি হাশরে পাবে।

পিতামাতা যার সন্তুষ্ট রয়
আল্লাহও তার উপর রাজিখুশি হয়
পিতামাতা নারাজ রয় যার
স্রষ্টাও তার উপর হয় বেজার।

বাবা-মায়ের দোয়া এমন
সুইচে বাতি জ্বলে যেমন
বন্দুকের গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট পাই
বাবামায়ের দোয়া 'মিস' নাই
অভিশাপ যখন তারা দেবে
হাড়ে-হাড়ে তা লেগে যাবে।

পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেলে
জান্নাত কিনতে ব্যর্থ হলে
ধিক্কার জানাই তোমায় তবে
ধ্বংস তোমার অনিবার্য হবে।

বাবামার খেদমদ করে যাবে
তাড়াতাড়ি খুশি আল্লাহকে পাবে
স্রষ্টাকে রাজিখুশি করতে ভাই
এরচেয়ে উত্তম আমল নাই।

নামাজ-রোজায় স্রষ্টা যতটা খুশি
পিতামাতার খেদমতে তার চেয়েও বেশি
এমন রত্ন বাসায় ছেড়ে
পীরের খেদমতে আছো পড়ে
পিতামাতার অবাধ্য সন্তান হবে
জান্নাতকে হারাম করেছেন রবে।

তাদেরকে যদি সম্মানিত করবে
দীর্ঘজীবী হওয়ার সুযোগ হবে
এমন সন্তান উপহার পাবে
তারাও তোমায় সম্মান দেবে
পিতা-মাতার হক অনাদায় রবে
পাপের শাস্তি দুনিয়াতেও পাবে।

বাবামা একদিন চলে যাবে
'হক' তবুও পাওনা রবে
'ইছালে সওয়াব' পৌঁছে দেবে
'বরযাখের' জীবনেও লাভবান হবে।

পিতামাতার অবাধ্য সন্তান হলে
নামাজ-রোজা সবই যাবে বিফলে
আল্লাহ-রাসুলের অভিশাপ পাবে
জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হারাবে
নবি (স:) মোদের গেছেন বলে
সন্তানের বেহেশত বাবামায়ের পদতলে।

'আব্বা-আম্মা' নামে তবে
জান্নাতের দু'টো দরজা পাবে
বাবামা যার রাজি খুশি রয়
সন্তানের বেহেশত ব্যাপারই নয়
বাবামাই তোমাকে জান্নাতে নিবে
তাদের নাফরমানীতে জাহান্নাম পাবে।

বাবামা আল্লাহর নিয়ামত ভবে
শুকরিয়া এর করো সবে
শর্টকাটে জান্নাত কিনতে চাও
বাবামায়ের খেদমত করে যাও
আল্লাহও তাতে রাজিখুশি হবে
জান্নাতকে হাতের মুঠোয় পাবে।

হিজাবি নারী

কোনো মহিলার সৌন্দর্য হায়
পর পুরুষ যেন দেখতে না পায়
নারী তার রূপ লাবণ্যকে তবে
বস্ত্রাদি দ্বারা ঢেকে নেবে
পর্দা এরই নাম পাই
হিজাবের বিধান ফরজ তাই।

দৃষ্টিকে সংযত রাখার পরে
গুপ্তাঙ্গের হেফাজত যায় করে
সমস্ত শরীর ঢেকে নেয়
সৌন্দর্য তার প্রকাশ নাহি পায়
এহেন অবস্থা যার রবে
হিজাবি নারী সেই তো ভবে।

"পর্দার শিকলে আবদ্ধ করে
আটকানো হয়েছে নারীকে ঘরে"
নাস্তিকরা এমনই স্লোগান ধরে
খ্যাপাচ্ছে নারীদের উসকানি মেরে।

নারী স্বাধীনতার ধোঁকায় পড়ে
ঘর ছেড়েছে নারীরা পরে
পর্দার প্রচলনও সমাজে নাই
ধর্ষণ-ইভটিজিং নিত্য সঙ্গী পাই।

স্রষ্টার নিয়ামত বদনখানা পেয়ে
দেমাগ নিয়ে চলছো মেয়ে
প্যান্ট-টিশার্ট পরনে পাই
ওড়নাও বুকে জড়াও নাই
পাশ্চাত্যের কালচারের ধোঁকায় পড়ে
ডুবছে নারী পাপ সাগরে।

বেপর্দায় নারী চলে রাস্তায়
রূপ-লাবণ্য মানুষকে দেখায়
সৌন্দর্য যে দেখাবে ও দেখবে ভাই
উভয়ের উপরই আল্লাহর লানত পাই।

দেখতে পাবে সমাজ ভরে
পর্দার চাকা উলটো ঘুরে
দাদি-নানিরা বোরকা ধরে
নাতনি ঘুরে প্যান্ট-শার্ট পরে
পর্দা নারীকে সম্মানিত করে
বেপর্দায় লাঞ্চিত হয় পরে।

"মনের পর্দাই আসল পর্দা তাই
বাহ্যিক পর্দার দরকার নাই"
এমন স্লোগান ভণ্ডরা মেরে
ভোগ করছে নারীদের পণ্য করে।

রক্ষণশীল কিছু পরিবারে ভাই
আংশিক 'প্র্যাকটিস' পর্দার পাই
বাহিরে যদিও বোরকা পরে
বেপর্দার হাটবাজার বসে ঘরে।

আপন ভাই ছাড়া ভবে
অন্য যত ভাই রবে
বেগানা পুরুষ এরা সবাই
পর্দা বিনে যুবতীর সাক্ষাত নাই
ভাবির জন্য দেবর মৃত্যুতুল্য পাই
পর্দা বিনে কোনো 'মুলাকাত' নাই।

পর্দায় থাকার জন্যই তবে
নারী সৃষ্টি হয়েছে ভবে
ঘরই নারীদের কর্মক্ষেত্র পাই

ইসলামের বিধান এমনটাই
বিশেষ প্রয়োজন যদি হবে
পর্দা মেনে নারীরা বাহিরে যাবে।

নারী জাতিকে আল্লাহ তবে
রোজগার হতে অব্যাহতি দিয়েছেন ভবে
একেবারেই নিরুপায় যদি হবে
পর্দা মেনে উপার্জন করা যাবে।

অনেকেই সংসারের স্বচ্ছলতার তরে
উপার্জনকারী থাকা সত্ত্বেও চাকুরী করে
বাড়তি দু'পয়সা রোজগারের আশায়
দেহব্যবসায়ও অনেকেই জড়িয়ে যায়।

এমন উপার্জনের চেয়ে ভাই
পর্দার গুরুত্ব কোটিগুণ বেশি পাই
বর্তমানে নারীদের অবস্থা তাই
জাহেলিয়াত যুগের মতোই পাই।

পর্দাহীন নারী বেপরোয়া চলে
মান ইজ্জতকে তার নিলামে তুলে
নষ্টামি ও নগ্নতার ফাঁদে পড়ে
নিজের সর্বস্ব হারায় পরে।

নারী সেজেগুজে বেপর্দায় রাস্তায় বেরোয়
একপাল শয়তান পিছু লেগে যায়
কাজ তাদের একটাই তবে
সমস্ত পুরুষের দৃষ্টি নারীর দিকে নেবে।

বেপর্দায় নারীকে দেখার পরে
যুবকের অন্তর আফসোসে মরে
এভাবেই নারী ফাঁদে পড়ে
হাজারটা চোখের জিনা করে।

অবিচার-বৈষম্যের শিকার নারী হবে
পর্দা এজন্য আসেনি ভবে
মর্যাদা ও সতীত্ব তার রক্ষা করে
আত্মসম্মানকে আরও দেয় বাড়িয়ে
অশ্লীলতামুক্ত সমাজ গড়ে
পরকীয়া-ইভটিজিং রাখে দূরে।

রাস্তাঘাটে নারীকে নিরাপত্তা দেয়
সামাজিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রয়
নারীর রক্ষা কবচ পর্দাতে রবে
অধিকার তার বাস্তবায়ন হবে
ফরজ বিধান পর্দাকে পাই
খাটো করে দেখার সুযোগ নাই ।

পর্দা করতে হলে ভাই
শর্ত কিছু মানা চাই
'ভারি' কাপড়ে হিজাব হবে
ঢিলাঢালা তার ডিজাইন রবে
সমস্ত শরীর ঢাকা চাই
'টাইটফিট' হওয়ার সুযোগ নাই।

সাদামাটা কালো বোরকা চাই
আকর্ষণীয় কারুকার্য যেখানে নাই
ডিজাইনের ব্যাপারে সতর্ক রবে
কাফিরদের পোষাকের সাদৃশ্য না হবে
হিজাব নিজেই যখন সাজ হয়
এমন চকমকে হিজাব নিষেধ রয়।

হিজাব নারীর রক্ষাকবজ তাই
নিজেকে প্রদর্শনের সুযোগ নাই
গোপনীয় বিষয় নারী ভবে
সৌন্দর্য তার গোপনই রবে।

রাহিরে 'সেন্ট' ব্যবহার করতে নাই
পরপুরুষ আকৃষ্ট হবে তাই
স্বামীকে আকৃষ্ট করতে তবে
আতর-সেন্ট ব্যবহার করা যাবে।

সমাজের কিছু মহিলাকে পাই
সুযোগ বুঝে পর্দা করে ভাই
দাড়িওয়ালার সামনে পর্দা করে
ফিরিওয়ালাকে নিয়ে বসায় ঘরে
শ্বশুরালয়ে পর্দা অনেকেই করে
বাবার বাড়িতে ফ্রি স্টাইলে ঘুরে।

অনেকেই আজকাল হিজাব পরে
পর্দার নামে ফ্যাশন করে
পাতলা আটষাট হিজাবে হায়
শরীরের গঠন গোপন নাহি রয়
উপর্যুপরি চোখ ধাঁধানো রঙের কারণে
কামনা জাগে তরুণের মনে।

এমন সুবসনা হিজাবি নারী তবে
আখিরাতে বস্ত্রহীন বলেই গণ্য হবে
হতভাগা নারী তো এরাই ভবে
হিজাব পরেও জাহান্নামে যাবে।

উটের ঝুলেপড়া কুঁজের ন্যায়
মাথার উপর খোঁপা রয়
'ভ্রু' থাকে 'প্লাগ' করা
ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক মারা।

ডিজিটাল 'সেন্ট' গায়ে মাখে
যুবকরা আকৃষ্ট তাকে দেখে

এমন সাজের নারী তবে
জান্নাতের ঘ্রাণও নাহি পাবে।

পর্দা তো সেই নারী করে
নিজের মূল্যকে যে বুঝতে পারে
ঝিনুকে লুকানো মুক্তো যেমন
পর্দার ভিতর নারী তেমন
হিজাব যখন নারী পরে
সৌন্দর্য তার আরও বাড়ে।

"লজ্জা নারীর ভূষণ" তাই
নারীর লজ্জা থাকা চাই
লজ্জা যখন উঠে যাবে
ঈমান তার নাহি রবে
ঈমানের বহিঃপ্রকাশ পর্দাতে পাই
বেপর্দা নারীর ঈমান নাই।

পাশ্চাত্যের কালচার পরিহার করো
প্যান্টশার্ট ডিজিটাল হিজাব ছাড়ো
তওবা-ইস্তেগফার করো তাই
সঠিক প্র্যাকটিস পর্দার চাই।

ইসলামের রজ্জুকে আকঁড়ে ধরো
আসল হিজাবের অভ্যাস গড়ো
কাফনের কাপড়ই যেন হায়
জীবনের প্রথম হিজাব না হয়।

নারীরাই বেশি জাহান্নামে যাবে
হাদিসের বাণী এমনই পাবে
মুসলিম নারীরা শোনো তাই
পর্দা বিনে জান্নাত নাই।

সশ্রদ্ধ সালাম তোমায় করি
ওগো আমার হিজাবি নারী।

আদর্শ শিক্ষা

জ্ঞান লাভের এমন প্রক্রিয়া হায়
ব্যক্তি সম্ভাবনা যেখানে বিকশিত হয়
জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে
সমাজের উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শিক্ষা এরই নাম পাই
জাতির মেরুদণ্ড বলতে এটাই।

ধর্মকে পুঁজি করে শিক্ষা নেবে
যা অনুকরণীয় ও গ্রহণযোগ্য হবে
শুধু জ্ঞান অর্জনই এতে নয়
নৈতিক চরিত্রও বদলে দেয়।

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ায়
দেশ ও দশের কল্যাণ চায়
আদর্শ শিক্ষা বলতে এটাই
ঘাটতি যার সমাজে পাই।

দেশ ও জাতি এতে উপকৃত হবে
ব্যক্তি জীবনেও সফলতা পাবে
সততা-নৈতিকতা-ধর্মভীরুতাকে ভাই
এ শিক্ষার মূলমন্ত্র পাই।

ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষা হবে
কুশিক্ষা হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে
এমন কুশিক্ষিত লোকের ভাই
দেশের উন্নয়নে কোনো ভূমিকা নাই
দুর্নীতি আর প্রতারণার পরে
নিজের উদরই ভর্তি করে।

যে জ্ঞান শুধু অর্থই উপার্জন করে
আসে না মানুষের কোনো উপকারে
এমন জ্ঞান অর্থহীন পাই
এমন জ্ঞানীকেও ধিৎকার জানাই।

ধর্মহীন কর্ম শিক্ষা-কর্মহীন ধর্ম শিক্ষা হায়
উভয়ই জাতির জন্য ক্ষতিকর রয়
শিক্ষিত অসৎ লোক অধম তাই
জ্ঞানী সৎ লোকই উত্তম পাই।

মিথ্যা-দুর্নীতি যার আদর্শ রয়
কখনো সে শিক্ষিত নয়
সনদই শিক্ষার পেয়েছে ভাই
জ্ঞানের আলো অন্তরে নাই।

শিক্ষক জ্ঞানের আলো দিল
জীবন তাই তো ধন্য হলো
জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে ভাই
মানুষের কল্যাণ করে যাই
জীবনে যেমন প্রতিষ্ঠা পাবে
পরকালেও নাজাতের ব্যবস্থা হবে।

ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-কৃষিবিদ তাই
সমাজে ঘাটতি কোনোটারই নাই
নীতি-আদর্শের প্রশ্নে তবে
আপসহীন কাউকে নাহি পাবে।

দুনিয়া কামানোর শিক্ষায় ভাই
নীতি আদর্শের বালাই নাই
দু'হাতে সম্পদ কামিয়ে যায়
পরকালের ভাবনা নাহি রয়

সুশিক্ষিত মানুষ তো সেই ভবে
ধর্মের দীক্ষা যার অন্তরে রবে

নীতি-নৈতিকতায় অপসহীন হবে
'টার্গেটে' যার পরকাল পাবে।

জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে
জ্ঞান লুকানো সুশিক্ষার ভিতরে
ধর্মহীন শিক্ষা পঙ্গু তাই
জ্ঞানের আলো এতে নাই।

দুনিয়ার ফিকির করো ভাই
দোষের কিছু তাতে নাই
ইসলামের আদর্শকে পুঁজি ধরে
পার্থিব জীবনকে নাও গড়ে
নয়তো শিক্ষিত লোকের সমাজ হবে
শিক্ষার সুফল নাহি পাবে।

ধর্ম ও নৈতিকতাকে ভাই
একই সূত্রে গাঁথা পাই
ধর্মীয় শিক্ষার অভাব তাই
নৈতিকতা মানুষের মাঝে নাই।

নীতি-নৈতিকতাহীন শিক্ষার কারণে
অবক্ষয় বিরাজমান শিক্ষা অঙ্গনে
নৈতিক শিক্ষা ছাত্ররা পাবে
সুশিক্ষিত আদর্শ নাগরিক হবে।

কর্মজীবনে যখনই যাবে
নীতি-আদর্শে অটল পাবে
ঘুস-দুর্নীতিতে নাহি জড়াবে
দেশ ও জনগণের সেবক হবে।

অভিভাবকের নৈতিক অবক্ষয় রবে
সন্তানের জীবনেও প্রতিফলন পাবে

অবক্ষয়ের জাতিকে বাঁচাতে ভাই
ধর্মীয় আদর্শের কোনো বিকল্প নাই।

ইসলামি আদর্শের শিক্ষা রবে
সোনার মানুষ ধরাতে পাবে
উত্তম মানুষ তো আসলে তারাই
সুশিক্ষিত-সৎ-ধার্মিক পাই
ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষায় তবে
নীতিহীন অসৎ মানুষই হবে।

বাস্তব জীবনে দেখতে পাই
আদর্শ শিক্ষা সমাজে নাই
কুশিক্ষার কড়াল গ্রাসে পড়ে
নীতি-আদর্শ গেছে মরে
শিক্ষিত-সৎ মানুষগুলো অবহেলিত রয়
পথভ্রষ্ট অসৎ মানুষেরাই সম্মান পায়।

বিবেকহীন এমন রক্তচোষারা হায়
নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রয়
অন্যের কথা ভাবে না তারা
দেশ ও জাতির কলঙ্ক এরা।

বড়ো বড়ো আমলা এরাই রয়
জনপ্রতিনিধিও এরাই হয়
নীতিহীন এসব মানুষের দখলে
সমাজটা আজ গেছে চলে।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যারা
ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার শিকার তারা
আদর্শ দ্বীনি শিক্ষা নিয়েও হায়
নীতিআদর্শে অনেকেই আপসহীন নয়।

বড়ো বড়ো অনেক হুজুরকেও তবে
দুর্নীতির সাথে জড়িত পাবে
নৈতিক অবক্ষয়ের সমাজে ভাই
জীবনের বাস্তবতা এমনই পাই।

"মিথ্যার দূরীকরণ হবে
সত্য প্রকাশ পাবে"
"সুস্থ দেহমন তৈরী হলে
শিক্ষা আসলে তাকেই বলে।"

মনীষীদের মতে হায়
এমন জ্ঞানকেই 'শিক্ষা' কয়
মিথ্যা-দুর্নীতির জীবন যার
শিক্ষিতের দাবি মিছেই তার।

বিশ্বমানবতার আদর্শ হিসাবে
আগমন রাসুলের (স:) মর্তের ভবে
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুশিক্ষা তাই
রাসুলের (স:) আদর্শেই খুঁজে পাই।

আদর্শকে তাঁর আঁকড়ে ধরো
ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ো
দোজাহানেই তুমি সফলকাম হবে
আদর্শ শিক্ষার সুফল পাবে।

ধর্মান্ধ অনৈতিক শিক্ষা মূল্যহীন পাই
আদর্শ শিক্ষাই সবার চাই।

জিভের আপদ

মুখগহ্বরে একখণ্ড মাংশপিণ্ড রয়
জিভ ছাড়া কিছু নয়
মানুষের দুশমন এটাকে পাই
ব্যবহারে অবশ্যই সতর্কতা চাই
বনি আদমের অধিকাংশ পাপই হায়
জিভের কারণেই সংঘটিত হয়।

প্রতিদিন প্রভাত হলে
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে বলে
"আমরা তোমারই অনুবর্তী তাই
আল্লাহকে ভয় করো ভাই।"

"যদি তুমি ঠিক রবে
আমাদেরকেও সঠিক পাবে
ঝামেলা তুমি করলে তবে
ভোগান্তি আমাদেরকেও পোহাতে হবে।"

অন্তরের দূত জবানকে পাবে
সমস্ত পরিকল্পনা সামনে এনে দেবে
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত কর্মস্পৃহা রয়
জবানই সব জোগান দেয়
এর উপরই ভিত্তি করে
ভালোমন্দের ফয়সালা আসে পরে।

জিভ এমন এক অঙ্গ ভাই
ক্লান্তি যার নাহি পাই
জেলে বন্দি রাখার মতো তাই
জিভের চেয়ে ভালো কিছু নাই
সবচেয়ে বিপদজনক অঙ্গ ভেবে
সতর্ক সাবধান থাকতে হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা হবে
জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে
ইসলাম বিরোধী কথায় হায়
জাহান্নামের পথ সুগম হয়।

সৎ কাজের আদেশ দিবে
অসৎ থেকে নিষেধ হবে
হক কথার চর্চা করো
স্রষ্টার জিকির জিভে ধরো
সত্যের বুলি সদাই রবে
মিথ্যের চর্চা নিষেধ তবে।

জিভ নামক ইন্দ্রিয়ের ভাই
সঠিক ব্যবহার সমাজে নাই
অহরহ মানুষ মিথ্যে বলে
সুযোগ পেলেই 'চুগলখোরী' চলে।

'গিবতের' অসুখ জিভকে পায়
দান করেও মানুষ খোটা দেয়
মিথ্যে কসমে পণ্য চালায়
অপবাদের জালে মানুষকে জড়ায়।

মাজারে মানত করে থাকে
বিপদে পড়লে 'গায়রুল্লাহকে' ডাকে
'খাজার' কাছে ধন চায়
নিয়ামতের না শুকরিয়া করে বেড়ায়
এহেন ব্যবহার জিভের করে
ডুবছে মানুষ পাপ সাগরে।

জবানে শিরক আর কুফর রবে
জিভের সবচেয়ে বড়ো পাপ ভবে
পাপ সম্পর্কীয় যত কথা বলে

নোংরা ভাষার ব্যবহার চলে
হাজারো এমন পাপকর্ম রয়
জিভের দ্বারাই সংঘটিত হয়।

মুখের কথা মিষ্টি হবে
শত্রুও মিত্র বনে যাবে
ভাষা যদি খারাপ রয়
আপনজনও বিগড়ে যায়।

বিষাক্ত সাপের দংশন হলে
চিকিৎসায় আরোগ্য যায় মিলে
বিষাক্ত জিভের ছোবল হবে
নিরাময় কখনো নাহি পাবে
এতটাই মারাত্মক এটা হায়
জীবিতকে যেন 'লাশ' বানায়।

লোহার তীরে বাহ্যিক জখম হয়
কথার তীর হৃদয়ে রক্ত ঝড়ায়
কথার ক্ষতের ব্যথা হায়
বর্শার আঘাতকেও হার মানায়।

বাহ্যিক জখমের উপশম পাই
হৃদয়ের ক্ষত সারে না ভাই
পরিবেশ-পরিস্থিতির কবলে পড়ে
ক্ষতস্থানে রক্ত ঠিকই ঝরে
লোহার তীরের চেয়ে তাই
বাক্-তরবারির তীক্ষ্ণতা বেশি পাই।

অনেক মুমিনকেই পাওয় যায়
ইবাদত বন্দেগির মাস্টার রয়
কথার ক্ষেত্রে দেখবে ভাই

জিভের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই
জিব ও যৌনাঙ্গের অপব্যবহার
জাহান্নামে পৌঁছার প্রবেশদ্বার।

যখন যা মুখে আসে
বেফাস কথা বলে বসে
গুনাহের কথা জবানে না রবে
জায়েজ ও নেকির কথাই হবে।

ঢিল ছোড়ে ফিরিয়ে আনা যায়
বলা কথা ফেরানো দায়
'হারাম' থেকে বাঁচা সহজ হবে
জিভকে নিয়ন্ত্রণ কঠিন ভবে
মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাই
রসনার মাঝেই লুকানো পাই।

সদালাপী ও শুদ্ধাচারী হবে
ভালো মানুষ সেই তো ভবে
উগ্রভাষীর জন্য বেহেশত নাই
কথাটা মনে রেখো ভাই।

আল্লাহর ভয় নাই অন্তরে
রসনার বিষ সদাই ঝরে
জিভের মন্দ কর্মই তবে
নাক হেঁচড়ে জাহান্নামে নেবে।

জবানকে তুমি সংযত করে
স্রষ্টার ভয় রাখো অন্তরে
বাকসংযম নিরাপত্তা দিবে
পরকালে সহজেই নাজাত পাবে
জবান ও গুপ্তাঙ্গ হেফাজতে রবে
জান্নাতের জামিন রাসুল (স:) হবে।

যার জিভ ও হাত থেকে ভাই
অন্য মুসলমানের নিরাপত্তা নাই
সে কী করে মুমিন হয়
কখনো সে মুমিন নয়
ঈমানকে বিশুদ্ধ রাখতে তাই
জিভকে সংযত রাখা চাই।

আল্লাহর নিয়ামত রসনাকে পাই
ব্যবহারে কোনো 'ভ্যাট' নাই
'ট্যাক্সের' বিধান থাকলে পড়ে
বলতো কথা হিসেব করে
বাচাল কখনো বিপদমুক্ত নয়
জ্ঞানীদের মন্তব্য এমনই রয়।

জবান আল্লাহর নিয়ামত তাই
ইচ্ছাস্বাধীন ব্যবহারের সুযোগ নাই
দু'জন ফেরেশতা তোমার দু'পাশে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বসে আছে।

যখন যা বলে বেড়াবে
সবকিছুই রেকর্ড হয়ে যাবে
প্রতিটি কথারই হিসেব হবে
হাশরে ছাড়া নাহি পাবে
জবানে যার ভেজাল পাই
দ্বীন তার সঠিক নাই।

মুমিন-মুত্তাকি যে হয়
নিরবতা তার বৈশিষ্ট্য রয়
শ্রমবিহীন এক ইবাদত এটাই
অস্ত্রবিহীন এক বিজয় পাই।

অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া
জিভকে যাবে না নাড়া
পাপ থেকে যদি বাঁচতে চাও
জিভকে 'লক' করে দাও।

অতিরিক্ত কথা মুখে ঝরে
অন্যকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে
নবীর উম্মতের মধ্যে তাই
খারাপ মানুষ এদেরকে পাই।

রাসুলের (স:) উপদেশ দিলে ধরো
জবানকে সবচেয়ে ভয় করো
জবান 'নীরব' থাকে যার
মুত্তাকি হওয়া সহজ তার
মারাত্মক অস্ত্র জিভকে পাই
ব্যবহারে তাই তো সতর্কতা চাই।

জিভে লাগাম লাগিয়ে দাও
হিসেব করে কথা কও
জিভ মূল্যবান ও উপকারী হবে
নয়তো ভয়ানক ও বিপজ্জনক পাবে।

বিনা কষ্টের এক ইবাদত ভবে
'নীরবতা' তার নাম পাবে
জেনে রাখা ভালো তাই
"বোবার কোনো শত্রু নাই।"

অতীত ভুলে অনুতপ্ত হই
তওবা-ইস্তেগফার করে নেই
সঠিক ব্যবহার জিভের ধরি
ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ি।।

জিভকে তুমি শামলে রাখো
যথাসম্ভব ঘরের মধ্যেই থাকো
হাদিসের বিধান মেনে নেবে
'জিভের আপদ' ঘুচে যাবে।

আহকামুল ঈমান (কালেমার শর্ত)

কালেমার বুলি শুধুই ভাই
মুখে আওড়িয়ে লাভ নাই
এথেকে ফায়দা নিতে যাবে
ওয়াজিব শর্তকে মানতেই হবে
'আহকামুল ঈমান' বলতে এটাই
শর্তবিহীন কালেমায় ঈমান নাই।

তাওহিদের এলেম [১] অন্তরে রবে
সহজেই আল্লাহকে চেনা যাবে
তাগুতকে বর্জন করে ভাই
আল্লাহকেই শুধু অন্তরে বসাই
ইবাদত এক আল্লাহরই হবে
মুমিন মুসলমান বনে যাব।

জাহালিয়াত থেকে মুক্তি পাবে
শিরক-কুফর দূর হবে
হালাল-হারাম বেচে খাবে
মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

'এলেমহীন' কালেমা পড়ার কারণে
নাইকো ঈমান মানুষের মনে
জীবনযাত্রার কোনো পরিবর্তন নাই
সুদ-ঘুস-দুর্নীতি চলছে সদাই
শিরক-কুফর-বিদাত সবই করে
মুসলমানের দাবিও রাখে অন্তরে।

পীর-মাজারে সন্তান চায়
সেজদা মানত করে বেড়ায়
মানুষকে 'গাউসুল আজম' ডাকে

খাজার কাছে 'ধন' মাগে
তাওহিদের জ্ঞানের অভাব তাই
মুমিন হতে পারে নাই।

তাওহিদ-রিসালতের উপর ভাই
দৃঢ় বিশ্বাস[২] অন্তরে চাই
আল্লাহ-রাসুলে (স:) ঈমান আনার পরে
বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখে না অন্তরে
মুমিন তো আসলে তারাই ভবে
বিশ্বাসের বদলা পরকালে পাবে।

কালেমাকে বিশ্বাস করার পরে
অহংকারের দেমাগে ছেড়েছে তারে
মুমিন হতে পারে নাই
কাফির-মুশরিক সেজেছে তাই।

ইবাদত যত আছে ভবে
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই হবে
পূর্ণ এখলাসের[৩] সাথে তাই
তারই আনুগত্য করো ভাই।

গায়রুল্লাহর জন্য ইবাদত হলে
শিরকের পাপে জড়িয়ে গেলে
'দ্বীনকে' বিক্রির সুযোগ নাই
এককভাবে আল্লাহর জন্যই চাই।

মুখে কালেমার সাক্ষ দেয়
বিপরীত বিশ্বাস অন্তরে রয়
অন্তর দিয়ে কথার সত্যায়ন[৪] হবে
তবেই না মুমিন বনে যাবে।

কালেমার বুলি মুখে আওড়াও
ফজরের টাইম ঘুমিয়ে কাটাও
মুয়াজ্জিনের আজান শুনেও তাই
তোমার হাজিরা মসজিদে নাই
কথা ও কাজে গড়মিল রয়
মুনাফিক বৈতো মুমিন নয়।

কালেমাকে ভালোবাসার মানে তবে
সবথেকে ভালোবাসা[৫] আল্লাহ পাবে
আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালোবেসে যাবে
তাঁর জন্যই কেহ ঘৃণার পাত্র হবে
মুমিনদের মাঝেও পরস্পর ভালোবাসা চাই
'তাগুতের' অনুসারীরা পরিত্যাজ্য তাই।

পীর-আউলিয়াদের অতিভক্তি করে
বিভ্রান্তিতে অনেকেই আছে পড়ে
ভালোবাসার ক্ষেত্রে দেখা যায়
সর্বাধিক গুরুত্ব এরাই পায়।

সম্পদ-সন্তানের ভালোবাসায় তবে
দেওয়ানা অনেক মুমিনকেই পাবে
আল্লাহ-রাসুলের (স:) কদর নাই
মুমিন কী করে হলে ভাই।

কালেমার চাহিদা ও দাবি এটাই
আল্লাহ-রাসুলের (স:) আনুগত্য[৬] চাই
আদেশ মানার পাশাপাশি তবে
নিষেধ থেকে তাঁর দূরে রবে।

সমাজের দিকে যদি তাকাই
আনুগত্যের ব্যাপারে অনিহা পাই
আদেশ যদিও কিছু মানে
নিষেধ মানতে নাহি জানে।

সুদ-ঘুস-দুর্নীতি দিয়ে
সমাজটা এখন গেছে ছেয়ে
হালাল-হারামের তোয়াক্কা নাই
বৈধ এখন সবই পাই।

আনুগত্যের দাবি মুখেই পাই
কর্মে কোনো বাস্তবায়ন নাই
'তাগুতের' বাসা অন্তরে রবে
আনুগত্যের দাবি বিফলে যাবে।

যুক্তি-তর্ক দিয়ে হায়
আনুগত্য মোটেও সম্ভব নয়
বুঝে না আসলেও তবে
যুক্তি ছাড়াই মেনে নেবে
'শুনলাম এবং মানলাম' তাই
এমন অনুগত্যই মুমিনের চাই।

মনেপ্রাণে কালেমা গ্রহণ হবে
কবুলের[৭] শর্ত পূরণ তবে
একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ধরে
কালেমাকে নাও কবুল করে
একবার গ্রহণ করার পরে
জীবদ্দশায় ছাড়া যাবে না তারে।

কালেমার যত চাহিদা রবে
সানন্দে পূরণ করে দেবে
জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাই
কবুলের উপরই অটল চাই।

মানুষ আধুনিকতার নাম ধরে
কালেমার শর্তকে লঙ্ঘন করে

মুমিনের দাবি করলেও ভাই
মূলে এদের ঈমানই নাই।

সকল শর্ত পূরণের শেষে
কালেমা দিলে যাবে বসে
‘আহকামুল ঈমান’ আদায় হবে
জান্নাতের নিশ্চয়তা পরকালে পাবে
শর্তবিহীন কালেমার জন্য ভাই
কোনো নিশ্চয়তা আসে নাই।

কালেমা জান্নাতের চাবি হবে
শর্তকে চাবির দাঁত পাবে
জান্নাতের তালা খুলতে তাই
দাঁতওয়ালা চাবিই সঙ্গে চাই।

সকল শর্ত মেনে যাবে
জান্নাত তোমার ওয়জিব হবে
নাজাতের আশা যদি করো
‘আরকানুল ঈমানকে’ আঁকড়ে ধরো।

টীকা:
কালেমার শর্তসমূহ–
১/এলেম
২/দৃঢ় বিশ্বাস
৩/এখলাস
৪/সত্যায়ন
৫/ভালোবাসা
৬/আনুগত্য
৭/কবুল

মুনাফিকের স্বরূপ

অন্তরে অবিশ্বাস লালন করে
বাহিরে ইসলামের পতাকা উড়ে
এক দরজায় দ্বীনে ঢুকার পরে
অন্য দরজায় খুশিমনে বেরিয়ে পড়ে
মুখে মধু মনে বিষ রয়
'গিরগিটির' মতো রং বদলায়।

কালেমা শাহাদাত মুখে পাবে
অন্তর কুফর নাস্তিকতায় ভরা রবে
দ্বিমুখী আচরণ করে চলে
প্রকৃত মুনাফিক একেই বলে
শেষ বিচারের ফয়সালায় তবে
জাহান্নামের তলদেশে স্থান পাবে।

রাসুলকে (সা:) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে
হিংসা তার প্রতি রাখে অন্তরে
আনিত বিধানের প্রতি বিদ্বেষ রয়
দ্বীনের অবনতিতে খুশিই হয়
এমন বৈশিষ্ট প্রমাণ করে
বিশ্বাসের মুনাফিকি আছে অন্তরে।

পড়ে পার্থিব লোভ-লালসায়
দুনিয়াকেই তারা প্রাধান্য দেয়
নানাবিধ স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে
মুনাফিকি আচরণ শুরু করে
মুনাফিকের অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ তাই
অধিক লোভ-লালসায় ভরা পাই।

প্রকাশ্যে কাফিরের সাথে আঁতাত রয়
গোপনে মুমিনের বন্ধু সেজে বেড়ায়
আল্লাহ ও মুমিনে ধোঁকাবাজি করে
নিজেই শেষে ধোঁকায় পড়ে।

যখন যে দলে ভিড়ে
সাফাই তার পক্ষেই করে
এদিকেও নয় সেদিকেও নয়
ঈমান-কুফরির মাঝে দোদুল্যমান রয়
কুরআনের দৃষ্টিতে এগুলোই তবে
প্রকৃত মুনাফিকের চরিত্র পাবে।

অহংকার ভরে মুনাফিক চলে
রোজগার করে ছলে বলে
মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছে নাই
শেষোক্তে নামাজ পড়ে সদাই
ফজর ও এশার নামাজ তাই
মুনাফিকের জন্য ভারি পাই।

মুখে ঈমানের দাবি রয়
কর্মেও এর প্রকাশ পায়
এদের মৌখিক ঈমান আসলে
মুমিনকে রাখে ধোঁকায় ফেলে
অন্তর অবিশ্বাসে ভরা তাই
মূলে এদের ঈমানই নাই।

ধর্মীয় প্রতারক এরা তবে
মুমিনকে তারা নির্বোধ ভাবে
আসলে নিজেরাই নির্বোধ তাই
বুঝার ক্ষমতা তাদের নাই।

মৃত্যুর ভয় নাহি অন্তরে
প্রবৃত্তির গোলামি যায় করে
এরা বধির-বোবা-অন্ধ তবে
সঠিক পথে ফিরে নাহি যাবে।

ইসলামের ঘোর শত্রু এদেরকে পাই
রাসুলকে (স:) বেশি কষ্ট দিয়েছে এরাই
ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নেপথ্যে হায়
মুনাফিকরাই বেশি দায়ী রয়
নবীও (স.) দোয়া করেছেন রবের তরে
"অন্তরের মুনাফিকি থেকে বাঁচাও মোরে।"

হাশরে এদের চেনা যাবে
আগুনের দু'টি মুখ রবে
ব্যবসায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ ভবে
পরকালেও নাজাত নাহি পাবে।

ইসলামে প্রকৃত মুনাফিক তবে
কাফিরের চেয়েও খারাপ রবে
কাফিরের শাস্তি জাহান্নাম হবে
মুনাফিক তার তলদেশে যাবে।

সমাজের অনেক মানুষকে পাবে
আন্তরিকভাবে দ্বীনকে মেনেছে ভবে
ঈমানের দৃঢ়তা তাদের মধ্যে নাই
অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত পাই
কর্মের মুনাফিক এরাই ভাই
এদের সঙ্গে চলতে নাই।

'ক্রিমিনালি' বুদ্ধি থাকার ফলে
মিথ্যে ভাঙিয়েই সমাজে চলে
ওয়াদা পালনে অনীহা পাই

আমানতের খেয়ানত করে সদাই
ঝগড়াঝাঁটি বাঁধলে পরে
গালাগালি দেয় শুরু করে।

এর একটিও কারো মধ্যে পাবে
কর্মের মুনাফিক সেই তো ভবে
সবগুলো ত্রুটি একসাথে পেলে
কর্মের খাঁটি মুনাফিক হলে।

দাড়ি-টুপি-জুব্বা পরে
'কিয়ামুল লাইল' আদায় করে
মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ছলে
কছম খেয়ে মিথ্যে বলে।

সাজিয়ে গুছিয়ে কথার পরে
মিষ্টি মধুর আচরণ করে
কর্মের মুনাফিক এরা তবে
দেখে নিজেই 'হ্যাং' হবে
দেখবে যদি সমাজ ঘুরে
মিলবে এদের ঘরে-ঘরে।

মুমিন 'ক্ষেতের শস্যের' মতো
বাতাস তাকে দোলায় শত
বাস্তবে তাই তো দেখা যায়
বিপদ বেশি মুমিনেরই হয়।

প্রকৃত মুনাফিক 'বটবৃক্ষ' তাই
বাতাসের কোনো ভূমিকা নাই
ঝড় যখন বয়ে যাবে
সমূলে উৎপাটন করে দেবে।

বড়ো মুনাফিকের অবস্থা হায়
ঈমান-ইসলাম নাহি রয়
ছোটো মুনাফিক যে হবে
ঈমান তার ঠিকই রবে
বড়ো নিফাককারী মুনাফিক কাফির ভাই
ছোটো নিফাকে মুনাফিক মুমিন পাই।

যাচাই-বাছাই করতে যাবে
নিজের মাঝেও নিফাকি পাবে
বিশ্বাসের মুনাফিক যদি রবে
তওবা করে ঈমান আনতে হবে।

কর্মের মুনাফিক যদি হও
স্বভাবটা আজই বদলে নাও
তওবা করে মুত্তাকি বনে যাবে
পরকালে জান্নাতের আশা রবে।

ঈমানের ভিত শক্ত গড়ো
কথা ও কাজে মিল করো
আল্লাহকে অন্তরে ভয় করে
মুনাফিকি স্বভাব দাও ছেড়ে।

ফরিয়াদ মোদের একটাই
নিফাকি থেকে বাঁচতে চাই।

নিয়ামতের শুকরিয়া চাই

আল্লাহর সৃষ্ট সবকিছু ধরার পরে
যাথেকে মানুষ সুবিধা ভোগ করে
নিয়ামত এরই নাম পাই
নিয়ামতে ভরা এ দুনিয়াটাই।

আসমান জমিনে যাকিছু পাবে
আল্লাহর নিয়ামত সবই তবে
ঈমান ও রাসুলকে (স:) তাই
জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পাই।

অন্তরে নিয়ামতদাতার ভালোবাসা রবে
মুখে তাঁর প্রশংসা হবে
অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে ভাই
তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগি চাই
শুকরিয়া এরই নাম পাই
নিয়ামতের শুকরিয়া মানুষের নাই।

ডানে-বামে-নিচে তাকাই
আল্লাহর নিয়ামত দেখতে পাই
সামনে-পিছনে-উপরেও তাই
নিয়ামতের পাহাড় রয়েছে ভাই।

মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করে
নিয়ামত দ্বারা দিয়েছেন ভরে
দোলনা থেকে কবরে যাই
নিয়ামতে ভরা এ জীবনটাই।

নিয়ামত বন্টনে দেখা যায়
সবাই সবকিছু নাহি পায়
স্বয়ং সম্পূর্ণ এখানে কেউ নয়

একে অন্যের উপর নির্ভরশীল রয়
আল্লাহর চিরস্থায়ী বিধান এটি তবে
মেনেই সবাইকে চলতে হবে।

সুস্থতা-অবসর-আলো-বাতাস-পানি-দেহ
নিয়ামত এগুলোকে ভাবে নাতো কেহ
হাজারো এমন নিয়ামত রয়েছে ভবে
গণনা করলে শেষ না হবে।

নিত্য যার চলে ব্যবহার
শুকরিয়া মানুষ করে নাকো তার
প্রতিটি নিয়ামতের প্রতি তাই
মানুষের শুকরিয়া থাকা চাই।

অকৃতজ্ঞ হওয়া মানুষের স্বভাব
শোকর-সবরের বড়োই অভাব
গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই যাই
অকৃতজ্ঞ লোকের অভাব নাই
ধরা মাঝে খুঁজলে তবে
অল্প মানুষকেই কৃতজ্ঞ পাবে।

টিনের ঘরে থাকো ভাই
মনে কষ্ট অনেক তাই
"বিল্ডিংটা যদি আমার হতো
কাটতো জীবন মনের মতো"
পাওয়াতে তৃপ্তি কারোরই নাই
না পাওয়া নিয়েই হতাশ সবাই।

তোমার চেয়েও খারাপ অবস্থানে হায়
সমাজের বহু মানুষই রয়
ঘরের পাশেই রাস্তার ধারে
ঝুপড়িতেও মানুষ বসবাস করে।

তাদের কথাও ভাবতে শেখো
মনের কষ্ট থাকবে নাকো
নিজের অবস্থানেও আত্মতৃপ্তি পাবে
নিয়ামতের শুকরিয়া সহজ হবে।

দৃষ্টি দিয়ে ‘উপরের’ দিকে
সমাজের মানুষ হতাশায় ভোগে
শয়তান পিছু লাগে তার
শুকরিয়া করা হয় নাকো আর।

নিজের চেয়ে বিত্তবানকে না দেখে তাই
বরং কম বিত্তবানের দিকেই তাকাই
নিয়ামতের শুকরিয়া করতে যাবে
দৃষ্টিকে ‘অবনত’ রাখতে হবে
অন্তর-জবান-আমলের মাধ্যমে তবে
প্রকৃত শুকরিয়া নিয়ামতের হবে।

নিয়ামত পাবার যোগ্যতা মানুষের নাই
আল্লাহর মেহেরবানি এটা তাই
অন্তরে এ বিশ্বাস রাখলে তবে
অন্তরে নিয়ামতের শুকরিয়া হবে।

নিয়ামত ভোগ করার পরে
‘আলহামদুলিল্লাহ’ মানুষ পড়ে
জবানের শুকরিয়া এতে হয়
সমাজে এটাই প্রচলিত রয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক ব্যবহার ধরে
নেক আমল যাবে করে
আমলের শুকরিয়া আদায় হবে
প্রকৃত শুকরিয়ার স্বাদ পাবে।

অজু-সালাত-হালাল রুজি হবে
হাতের শুকরিয়া আদায় তবে
সুদ-ঘুসে হাতের ব্যবহার হলে
নিয়ামতের না শুকরিয়া গেল মিলে।

সমাজের বাস্তবতা এমনই পাই
প্রকৃত শুকরিয়া নিয়ামতের নাই
মৌখিক শুকরিয়াই শুধু আছে ধরে
বাকি সব দিয়েছে বিদায় করে।

স্রষ্টার কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি তবে
পারস্পারিক কৃতজ্ঞতাও থাকতে হবে
কেউ উপকার করলে ভাই
তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা চাই
মানুষের শুকরিয়া করে না যে
আল্লাহর শুকরিয়াও করে না সে।

দরিদ্রতা ও বিপদের সময়
শুকরিয়া যতটা সহজ হয়
স্বচ্ছলতা ও নিরাপদে হায়
শুকরিয়া ততটা সহজ নয়
মুমিনের বৈশিষ্ট্য এটাই হবে
সর্বাবস্থায় নিয়ামতের শুকরিয়া রবে।

শুকরিয়াতে নিয়ামত বাড়ে
অকৃতজ্ঞ হলে যায় ফিরে
কৃতজ্ঞ বান্দা যদি হবে
অধিক পরিমাণে নিয়ামত পাবে
না শোকরকারী বান্দার তবে
কঠিন শাস্তি হাশরে রবে।

নিশ্চয়ই মানুষকে মর্তের ভবে
রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ পাবে
প্রত্যেকেরই ঈমানি দায়িত্ব তাই
প্রতিটি নিয়ামতের শুকরিয়া চাই।

গল্প নয় জীবন কাহিনি

মাত্র ক'দিন আগের কথা
দুপুরের নিস্তব্ধ নীরবতা
বসে একা বাতায়নে
হঠাৎই গল্পটা এলো মনে।

মুসলিম এক পরিবার ছিল
বেড়ানোর খুব শখ হলো
'জীবন' নামের গাড়িতে চড়ে
সপরিবারে একদিন বেড়িয়ে পড়ে।

গাড়ি চলা শুরু হলো
পথে এক লোক সিগন্যাল দিল
'ধনসম্পদ' আমি ভাই
সফর সঙ্গী হতে চাই
স্ত্রী-পুত্র সম্মতি দিলো
সঙ্গী করে তারে নিলো।

একটু সামনে আসার পরে
হোটেলে সবাই নাস্তা করে
পাশের টেবিলে লোকটি ছিল
কথার দাপটে বুঝিয়ে দিলো।

'ক্ষমতা' আমার নাম তবে
সঙ্গে নিলে কাজে দেবে
শুনে সবাই খুশি হলো
সঙ্গে করে নিয়ে নিলো।

স্ত্রী-পুত্র আছে সাথে
বাকি দু'জনকে পেলাম পথে
চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই
জীবনের জার্নিটা সফল তাই।

চলতে চলতে রাস্তার মোড়ে
আরেক পথিক ইশারা করে
'দ্বীন' আমার নাম ভাই
সঙ্গী আমিও হতে চাই
সঙ্গে আমায় যদি নেবে
সফল জার্নির স্বাদ পাবে।

স্ত্রী-পুত্র-সঙ্গীরা যুক্তি করে
একবাক্যে বয়কট করলো তারে
স্ত্রী অভিমত দিলো ভাই
"বাড়তি ঝামেলার দরকার নাই।"

"একে যদি সঙ্গে নেবে
নারী স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে
পর্দার হুকুম এসে যাবে
ক্লাবে যাওয়া নিষেধ দেবে।"

ধন-সম্পদেরও পরামর্শ পাই
"দ্বীনকে নেওয়ার দরকার নাই
নীতিবাক্য শুনিয়ে দেবে
অবৈধ উপার্জন বন্ধ হবে
সম্মান নিয়ে বাঁচতে হলে
ধনসম্পদের বিকল্প নাহি মিলে।"

ক্ষমতা দাঁড়িয়ে বললো তবে
"দ্বীনকে মাইনাস করতেই হবে
দ্বীনদার দুর্বল প্রকৃতির বলে
মানুষকে তোষামোদ করে চলে
মাথা উঁচু করে বাঁচতে তাই
ক্ষমতার কোনো বিকল্প নাই।"

লোকটাও ভেবে দেখলো পরে
"নামাজ-রোজা পড়বে ঘাড়ে
শরিয়তের বিধান এসে যাবে
সুদ-ঘুস ছাড়তে হবে
বাড়তি ঝামেলার দরকার নাই
একেই বরং রেখে যাই।"

'জীবন' নামের গাড়িতে তাই
দ্বীনের জায়গা হলো না ভাই
সঙ্গীদের কুপরামর্শে পড়ে
ছাড়লো দ্বীনকে রাস্তার মোড়ে।

'দ্বীন' বেচারা নিরীহ তাই
আফসোস করে বলে ভাই
"সঙ্গীদের প্ররোচনায় ধোঁকায় পড়ে
রাস্তায় ফেলে গেলে মোরে
সফর শেষে যবে সন্ধ্যা হবে
আমায় তুমি খুঁজবে তবে।"

সঙ্গীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি
আমোদ-ফুর্তিতে চলছে গাড়ি
হঠাৎ করেই একি হলো
পুলিশ গাড়ি থামিয়ে দিলো
'ওয়ারেন্টের' কপি দেখিয়ে পরে
এরেস্ট করে নিলো তারে।

অনুমতি যদি একটু পাই
সঙ্গীদের সাথে নিতে চাই
"তোমার সঙ্গী যারা ভাই
যাওয়ার যোগ্যতা কারো নাই।"

*"দ্বীন যদি সঙ্গে থাকতো
দুর্দিনের বন্ধু সেই হতো
মুক্তির দিশারি হয়ে যেতো
সমস্ত মুছিবাত ঘুচিয়ে দিতো।"*

*এমন বাণী পুলিশের শুনে
গেল লোকটা ব্যাকুল বনে*
***"অবহেলা আর অবজ্ঞা করে
ফেলে এলাম যারে রাস্তার মোড়ে
দুর্দিনে তাকেই প্রয়োজন ছিল
স্ত্রী-পুত্র-সঙ্গীরা অর্থহীন হলো।"***

*গল্পটা যদিও কাল্পনিক তবে
জীবনের বাস্তবতা এমনই হবে
সম্পদ-স্ত্রী-পুত্র-ক্ষমতা তাই
সেদিন কাজে আসবে না ভাই
সুদিনেই তাদের সঙ্গে পাবে
বিপদের দিনে কেউ না রবে।*

*সম্পদ-সন্তান ফেতনা ভবে
ভুল করেও পিছু না নেবে
দুনিয়াতেই এদের সঙ্গে পাবে
দুর্দিনে একমাত্র দ্বীনই রবে।*

*দ্বীনকে আপন করে নাও
ঈমান আমলের জিন্দিগি বানাও
দ্বীনের ক্ষমতা এমনই তবে
নিশ্চিত জান্নাতে পৌঁছে দেবে
নইলে হাশরে পস্তাবে ভাই
'ষোল' আনাই মিছে জীবনটাই।*

এতিমের অশ্রু

পিতৃহীন নাবালক সন্তানকে ভাই
এতিম বলেই জানে সবাই
অভিভাবকহীন অনাথ এ জীবনে
কতইনা কষ্ট এতিমের মনে।

পিতার ভালোবাসা আর আদরে
জীবনে সবাই উঠছে বেড়ে
এতিম অসহায় যে ভাই
অভিভাবক বলতে কেহই নাই
'বাবা' ডাক শুনতে পেলে
বড়োই কষ্ট পায় দিলে।

এতিম বলে তো অপরাধী নয়
সমাজে তার ঠাঁইটুকু কোথায়
পথে ঘাটে সবাই অবহেলা করে
ঘৃনাভরে শুধু ঠেলে দেয় দূরে
কেউ তো আসেনি দু'হাত বাড়িয়ে
তুলে নিতে অসহায় তারে।

এতিমের সরদার রাসুল (সঃ) ছিলেন
গর্ভে থাকতেই পিতা হারালেন
বয়স 'ছয়' হলে পরে
মাতাও ছেড়ে গেলেন তারে।

'আট' বছর যখন হলো
দাদাও বিদায় নিয়ে গেল
যেই অবলম্বনই হাতে ধরে
অকালে সেটাই ভেঙে পড়ে।

এতৎসত্ত্বেও স্রষ্টা পরে
বন্ধু বানিয়ে ধন্য করলেন তাঁরে
ভয় কেন করছো তাই
স্রষ্টার উপরই ভরসা চাই।

সন্তান নাবালক রেখে 'ভাই' মরে
এতিম ভাতিজাকে গলাধাক্কা মারে
কখনো বাসায় স্থান দিয়ে
কৌশলে সম্পদ নেয় হাতিয়ে।

অবহেলা আর অনাদরে
আগাছার মতোই উঠে বেড়ে
এহেন কাণ্ড ঘটালে তবে
দ্বীনকে অস্বীকার করা হবে।

আল্লাহর জমিনে খুঁজলে তবে
অনেক এমন জালিমকে পাবে
স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে হায়
এতিমের সম্পদ লুটে খায়।

এতিমের সম্পদ পেটে যাবে
আগুন দিয়েই পেট ভরা হবে
ধ্বংসাত্মক কাজ এটা তাই
পরকালে জাহান্নাম মিস নাই
এতিমের সম্পদ আত্মসাতের আগে যাও
নিজ সন্তানকে একবার এতিম ভেবে নাও।

এতিমের মাল ভক্ষণকারী হবে
মুখ দিয়ে 'অগ্নিশিখা' হাশরে বেরুবে
এক নজরে দেখেই তবে
এ জালিমকে সবাই চিনে নেবে।

মেরাজে রাসুল (স:) লোকদের পেল
ঠোঁট জমিনে প্রজ্জলিত ছিল
ফেরেশতারা মুখটাকে খুলে দিয়ে
গরম পাথর দিচ্ছে ঢুকিয়ে।

চিৎকার আর্তনাদ করার পরে
পায়ুপথে এগুলো যাচ্ছে বেরিয়ে
রাসুলকে (স:) পরে জানানো হলো
এরা এতিমের মাল ভক্ষণকারী ছিল।

দুনিয়াতে এতিমকে কষ্ট দিবে
জাহান্নামে পিটুনিতে 'ভুনা' হবে
এমন শাস্তি জানারও পরে
এতিমকে ঠকাও কেমন করে
সৃষ্টজীবের প্রতি দয়াবান রবে
স্রষ্টার করুণা তুমিও পাবে।

এতিমের সাথে ভালো ব্যবহার হয়
উত্তম ঘর সেটাই রয়
খারাপ ব্যবহার যেখানে পাবে
নিকৃষ্ট ঘর সেটাই ভবে।

এতিমের মাথায় হাত বুলাবে
নেকির বস্তা উপহার পাবে
হাতের নিচে যত চুল রবে
সমপরিমাণ সওয়াব পেয়ে যাবে
ঘাড় ধরে তাকে বিদায় দিলে
আবু জেহেলের 'নাতি' তুমি হলে।

এতিমের অভিবাবক যদি হবে
জান্নাতে রাসুলের (স:) পাশে বসবাস রবে
কে এমন আছো ভবে
উত্তম এ সুযোগ লুফে নেবে।

সামর্থ যদি অভিভাবকের থাকে
এতিমের খরচ মিটাও নিজ থেকে
এতিম লালন-পালনের সওয়াব পাবে
খরচকৃত অর্থ সদকার খাতে যাবে।

অভিভাবকের সামর্থ মোটেও নাই
এতিমের ধনসম্পদ আছে ভাই
মারিং-কাটিং না করে তবে
এতিমের খরচ এথেকেই মিটাবে
সম্পদ কী ভাবে বাড়ানো যাবে
তেমন প্রচেষ্টাই থাকতে হবে।

এতিমের অভিভাবকের দায়িত্ব নেবে
সম্পত্তি তার রক্ষণাবেক্ষণ ফরজ হবে
স্বাবলম্বী যখন হয়ে যাবে
দায়িত্বভার তাকে বুঝে দেবে।

নিঃস্বার্থ ভাবে যদি হবে
এতিমের সম্পদের দায়িত্ব নেবে
ফেরতের ভয়ে সাতপাঁচ করে
আত্মসাৎ করা যাবে না তারে
এতিমের মাল ভক্ষণে তবে
হক নষ্টের দায়ে ফেঁসে যাবে।

এতিমের ধন 'আমানত' তাই
সঠিক হেফাজত করা চাই
আবু জেহেলের মতো ফন্দি রবে
এতিমের সম্পদের কাছেও না যাবে।

এতিমকে কখনো ঘৃণা করো না
'ধমক' দিয়ে কথা বলো না
যখন এদের কাছে পাবে
উত্তম ব্যবহার উপহার দিবে।

সুযোগ যদি জীবনে হবে
এতিমের 'অভিভাবকের' দায়িত্ব নিবে
এদেরকে কখনো কষ্ট দিয়ো না
"এতিমের অশ্রু' বৃথা যাবে না।

সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা

কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের তরে
সহিংসতা কিংবা ত্রাস সৃষ্টি করে
দুষ্কৃতিকারীদের এমন কর্মকাণ্ডই তবে
সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা বলে জানে সবে
এহেন কাজ করতে নাই
ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম পাই।

সন্ত্রাসীর নাম শুনলেই হায়
পাবলিকের আত্মা শুকিয়ে যায়
এসেই হুমকি-দামকি মেরে
ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে।

জ্বালাও-পোড়াও-ভাংচুর ধরে
বল প্রয়োগ-ভীতি প্রদর্শন করে
এলাকার আধিপত্য বিস্তারে হায়
সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সংঘর্ষে জড়ায়
প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি ছিনতাই হয়
খুন-খারাপিতেও জড়িয়ে যায়।

জীবননাশের হুমকি দিয়ে
আসল মালিককে দিয়ে ভাগিয়ে
মার্কেট-জমি-ফ্ল্যাট বেদখল দেয়
মোটা অঙ্কের 'এনাম' হাতিয়ে নেয়
সন্ত্রাসীদের এহেন কর্মকাণ্ডে হায়
নিরীহরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রয়।

পাড়ায়-মহল্লায় সন্ত্রাসী পাবে
তাদের দখলেই এলাকা রবে
জায়গা-জমি কিনতে যাবে
কিংবা নতুন বিল্ডিং উঠাবে।

‘মাস্তান ফিটা’ আগে চাই
নইলে জমি-বিল্ডিং নাই
নেপথ্যে যারা ‘গডফাদার’ রয়
শীর্ষ সন্ত্রাসীই তাদের পরিচয়।

সমাজ ঘুরলে দেখা যায়
এমন সাধারণ সন্ত্রাসীই বেশি রয়
দরিদ্রতা-বেকারত্ব-নেশা-প্রতিহিংসা তবে
এ সন্ত্রাসের মূল কারণ পাবে
অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার ধরে
সমাজে সন্ত্রাস অনেকেই করে।

সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলাকারী জালিম তাই
এদের কোনো ধর্ম নাই
সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীই ভাই
ভিন্ন কোনো পরিচয় নাই।

ইসলামের আদর্শ ভঙ্গ করে
এহেন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে
সাম্য-মৈত্রী-শান্তির ধর্ম ইসলামে তাই
সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলার কোনো স্থান নাই।

জালিমরা এসব অপকর্ম ধরে
ন্যায়ের পথে বাঁধা দান করে
আল্লাহর দুশমন এরা ভবে
লানতে তারা জড়িয়ে যাবে।

সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি সমাজে রয়
বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়
সামাজিক সংঘাত এতে বাড়ে
ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা পড়ে
এসব কর্মকাণ্ড সমাজে রবে
সমাজের উন্নতি বাধাগ্রস্থ হবে।

শরিয়তের বিধান এমনই পাবে
ফেতনা-ফ্যাসাদ করো না ভবে
ফেতনা তথা দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা হবে
হত্যার চেয়েও খারাপ তবে।

সন্ত্রাসী বিভ্রান্ত ও বিপথগামী ভবে
ফিরিয়ে তাকে আনতেই হবে
মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব তবে
সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা থেকে বেঁচে রবে।

দ্বীনিশিক্ষার অভাব তাই
নৈতিকতা মানুষের মাঝে নাই
ধর্মকে মানুষ ঠেলেছে দূরে
সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা নির্দ্বিধায় করে
ইসলামের বিধান পরিষ্কার পাই
জালিমের কোনো সাহায্যকারী নাই।

সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা করে
আশানুরূপ সাফল্য মিলছে নারে
সমস্যার মূলে আঘাত হবে
সঠিক সমাধান খুঁজে পাবে।

ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ো
নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করো
সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা নাহি রবে
নীতি আদর্শের সমাজ হবে।

ইসলামের রজ্জুকে আঁকড়ে ধরি
সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলামুক্ত সমাজ গড়ি।

ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ

মর্তের এ ধরাতে হায়
নিশ্চিত মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়
কালের কসম দিয়ে ভাই
কথাটা **'আসরে'** উল্লেখ পাই
ঈমান আমল দুর্বল তাই
বাড়তি ঝুঁকিতে আমরা সবাই।

কিসে মানুষের সাফল্য-কল্যাণ হয়
কিংবা ধ্বংস ও সর্বনাশ রয়
দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখের পরে
সতর্ক করেছেন আল্লাহ মানুষেরে।

'সুরাটি' যদি কেহ অনুধাবন করতো
জীবন সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হতো
দু'জন সাহাবা যখনই মিলিত হতেন
একে অপরকে এ 'সুরা' শুনাতেন।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরে
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সৎকর্ম করে
হকের উপর নিজেও রয়
পরস্পরকে হকের দাওয়াত দেয়
বিপদ-আপদে সবর করে যায়
পরস্পরে সবরের বাণীও পৌঁছায়।

এরাই জীবনে লাভবান হয়েছে
বাকিরা সবাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে
ঈমান ও সৎকর্মে আত্মশুদ্ধি হয়
হক-সবরের উপদেশে হেদায়েত পায়।

হকের উপদেশ ঈমান-সৎকর্মে আগ্রহ জাগায়
সবরের উপদেশ গুনাহ থেকে বাঁচায়
সৎকাজে আদেশ করো ভাই
মন্দকাজে নিষেধ দেওয়া চাই।

এ ধরাতে তোমার আগমন হায়
শুধু নিজেই আমল করার জন্য নয়
ইসলামের দাবি এটাও তবে
হকের দাওয়াত অন্যকেও পৌঁছে দেবে
দ্বীনের একটা কথা হলেও ভাই
মানুষের কাছে পৌঁছানো চাই।

পরকালে মুক্তির জন্য হায়
নিজের সংশোধনই যথেষ্ট নয়
পরিবার পরিজন-বন্ধুবান্ধব রবে
দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেবে
ফরজ কাজ এটা ভবে
পাশ কাটানো নাহি যাবে।

সমাজের মানুষকে দেখতে পাই
দাওয়াতের ব্যাপারে উদাসীন সবাই
নিজের আমলকেই যথেষ্ট ধরে
ইবাদত-বন্দেগি যাচ্ছে করে
দাওয়াত থেকে মুখ ফিরাবে
হাশরে মুক্তি ঝুঁকিতে রবে।

হকের উপর যখনই চলতে যাবে
বাধাবিপত্তি 'ফেস' করতেই হবে
কখনো কষ্ট-বিপদ-ক্ষতির সম্ভাবনাও রবে
সর্বাবস্থায় পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেবে
হকের পথে অটল রবে
'সবরকে' সফলতার চাবি পাবে।

‘আসরে’ বর্ণিত চারটি বিষয়
মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট রয়
এর বাহিরে ভিন্ন বৈশিষ্ট পাবে
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ তারাই ভবে।

অনেক মানুষকেই দেখবে পরে
দ্বিধার সাথে ইবাদত করে
সফলতায় যদিও প্রশান্তি পায়
ব্যর্থতায় তাগুতের অনুসারী হয়
আনুগত্যে তারা অটল নয়
দু’জাহানেই তাই তো ক্ষতিগ্রস্থ রয়।

এমন অনেকেই সমাজে রয়
মুসলিম হিসেবে যার পরিচয়
ঈমানকে তারা প্রত্যাখ্যানের পরে
রবের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে
এরা জাহেল কিংবা জালিম রবে
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এরাও তবে।

ইসলাম বাদে জীবন গড়ে
বাতিল মতবাদকে সঠিক ধরে
দ্বীনের দাওয়াত নাহি পৌঁছায়
আয়াতকে তাঁর মিথ্যে বানায়
জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে
ক্ষতির লিষ্টে এরাও পড়ে।

শরিয়তের সরল পথ ছেড়ে
ভ্রান্ত পথে জীবন গড়ে
দুনিয়া কামানোর মোহে পরে
শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে
শোকর-সবর দিলে নাই
ক্ষতির লিষ্টে এরা সবাই।

ঈমান-আমলের ধার না ধারে
প্রবৃত্তির গোলামি যায় করে
তকদিরে বিশ্বাস নাহি রয়
শিরক-বিদাতে জড়িয়ে যায়
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এরাও ভাই
পরকালে জান্নাতের আশা নাই।

হকের আহ্বান ছেড়ে হায়
বাতিলের দাওয়াতই পরম্পরকে দেয়
বিপদ-মুসিবাতে বেপরোয়া পাই
ধৈর্যের আহ্বানে ভূমিকা নাই।

সম্পদ-সন্তানের মোহে পড়ে
হারাম পথেই উপার্জন করে
স্রষ্টার ভয় নাহি অন্তরে
স্বেচ্ছাচারিতায় জীবন গড়ে
দ্বীনের ব্যাপারে ঔদাসীন রয়
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এরাও হায়।

সমাজের কিছু মানুষকে পাই
উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্থ ভাই
আজীবন ভুল পথে চলে
ধরে নিয়েছে সঠিক বলে।

"দুনিয়ার জীবন আনন্দময়
করো যার যা মনে লয়"
বেশিরভাগ মানুষকে দেখতে পাবে
সীমালঙ্ঘনের এ নীতিতেই চলছে ভবে
নির্বিঘ্নে পাপাচার যায় করে
ক্ষমার ধারও নাহি ধারে।

হৃদয়ের ব্যাধিতে ভুগছে অনেকেই
পরকালের প্রতি আস্থা নাই
বিচার দিবস ব্যর্থ হবে
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এরাও সবে।

ঈমান-আমল সঠিক বানাও
আল্লাহর ভয় অন্তরে নাও
নামাজ-রোজার পাবন্দি করে
নেক আমল রাখো ধরে।

মৃত্যু আসার পূর্বেই ভাই
সুযোগে জীবনকে কাজে লাগাই
আনুগত্য ও পুণ্য দিয়ে
নিজেকে তুমি নাও সাজিয়ে
শিরকমুক্ত ঈমান রবে
বিদাতমুক্ত আমল হবে।

ঈমান আমলের জিন্দিগি রয়
ধৈর্য ও ন্যায়ের উপদেশ দেয়
এমন মুমিন যদি হবে
ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে।

পরকালে জান্নাত পাবে ভাই
'ক্ষতিগ্রস্থ' মানুষ' লাভবান সবাই।

মুঠোফোন

প্রযুক্তির শীর্ষের এক আবিষ্কার ভবে
মুঠোফোন তার নাম পাবে
'ইন্টারনেট' সেবা যুক্ত করে
পৃথিবীকে দিয়েছে মোবাইলে ভরে।

বিশাল পরিধি 'নেটের' রয়
ঈমানের পরীক্ষা এখানে হয়
শুভ ও কল্যাণ এতে পাবে
অশুভ ও অকল্যাণে ভরা রবে।

মোবাইলের ফেসবুক-ইউটিউবকে তবে
চরিত্র ধ্বংসের বড়ো মাধ্যম পাবে
ব্যবহারে তাই তো সতর্কতা চাই
নইলে ঈমান টিকবে না ভাই।

বিশ্বটা এখন হাতের মুঠে
মুহূর্তেই মিলে যেখানে যা ঘটে
তথ্যের আদান-প্রদান সহজ হয়েছে
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছে।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সুবাদে ভাই
প্রবাসীর টাকা ঘরে বসে পাই
চিঠি লিখে 'সেন্ট' করে দেবে
মুহূতেই বন্ধু হাতে পাবে।

টর্চের আলোয় পথ চলি
ভিডিও কলে কথা বলি
যেকোনো বিষয়ে জানতে হলে
মোবাইল ফোনে সবই মিলে।

অনলাইনের সুবিধা ফোনে এসে
কেনাকাটা এখন ঘরে বসে
এহেন সুযোগ কাজে লাগিয়ে
ইসলামের প্রচারও যাচ্ছে এগিয়ে
এতসব সুবিধা যদিও রয়
ক্ষতির লিস্টটাও ছোটো নয়।

যুগের চাহিদায় ছেলেমেয়েরা হায়
উঠতি বয়সেই মোবাইল হাতে পায়
সুযোগের সৎ ব্যবহার করে
পর্নোগ্রাফির নেশায় জড়িয়ে পড়ে
চরিত্র এতে কলুষিত হয়
ধর্ষণ-ইভটিজিং সমাজে ছড়ায়।

ফোনে অনেকেই কথা বলে
আনমনা হয়ে পথে চলে
ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ির দাপটে
অহরহ যায় দুর্ঘটনা ঘটে।

মোবাইল ফোনের সুবাদে ভাই
মিথ্যের বাজার চড়াই পাই
ঘরে বসেই ফোন ধরে
বলে আছি অনেক দূরে।

উঠতি বয়সের দোষে পড়ে
মোবাইলে প্রেম কিশোর করে
ভবিষ্যৎ ‘ক্যারিয়ার’ নষ্ট হয়
জীবনে নামে পরাজয়।

ফেসবুকে চ্যাটের সুবাদে হায়
যুবক-যুবতীরা ঘনিষ্ট হয়
সুযোগ সন্ধানীদের বাগে পড়ে
নারী সর্বস্ব হারায় পরে।

একটা বাটন টিপার শেষে
হাজারো 'পর্নোগ্রাফি' সামনে আসে
হৃদয়ের আঙিনা ঘিরে ফেলে
মনটা এবার শয়তানের দখলে।

যুবক মন কৌতূহলী রয়
জীবনে এর বাস্তবায়ন চায়
নিষিদ্ধ পল্লীতে গমন করে
অবৈধ যৌনাচারে জড়িয়ে পড়ে।

প্রবাসীর স্ত্রী মোবাইলের জোরে
বন্ধুর সাথে পরকীয়া করে
সুখের সংসার ভেঙে যায়
এমন ঘটনাও বিরল নয়।

মোবাইলের অপসংস্কৃতির নেশায় পড়ে
অনেকেই পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে
বউ-শাশুড়ি মুখোমুখি হয়
নিত্য কলহ বেঁধেই রয়।

অশ্লীল গান বাজনা শোনে
ধর্মের বিধান নাহি মানে
জুয়া খেলে 'সেল' ফোনে
নিঃস্ব অনেকেই গেছে বনে।

মোবাইল ফোন আসার পরে
ক্রাইম সমাজে গেছে বেড়ে
খুন-ধর্ষণ-ডাকাতি-ছিনতাই তাই
নিত্য দিনের ঘটনা পাই।

ড্রাইভার মোবাইলে আলাপ পাড়ে
দুর্ঘটনার ঝুঁকি এতে বাড়ে

ফেসবুকে মহিলারা ব্যস্ত রয়
স্বামী-সংসার উপেক্ষিত হয়
মোবাইল ফোন না হাতে দিলে
বাচ্চারাও খাবার নাহি গিলে।

দীর্ঘক্ষণ ফোন চালালে রাতে
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তাতে
মাথা ব্যথার মতো অসুখে পায়
দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা কমায়।

বেশিক্ষণ মোবাইলের ব্যবহার ধরে
'রেডিয়েশন হ্যাজার্ডে' বেশি বাচ্চারাই পড়ে
মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি করে
ব্রেইন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

চোখের উপর প্রেসার পড়ে
দৃষ্টিশক্তির অসুখে ধরে
পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ হারায়
একাডেমিক পারফরমেন্স আশানুরূপ নয়।

হাটে-ঘাটে-পথে-প্রান্তরে
নয়তো নির্জনে বসে ঘরে
স্টেশন কিংবা বিমানবন্দরে
অফিস নয়তো চায়ের ঘরে
শোবার আগে ডিনারের শেষে
কেউবা লেকের ধারে বসে।

বাসে-ট্রেনে যাত্রীবেশে
কিংবা পার্কে ঘুরতে এসে
শিক্ষার্থীরা ক্লাসের শেষে
আড্ডা দিতে ক্যাম্পাসে বসে।

কৃষক-শ্রমিক-কুলি রবে
নাহয় অফিসের বড়ো 'বস' হবে

ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ নাই
ফোনের নেশায় ব্যস্ত সবাই।

সুযোগ এলেই মোবাইল হাতে
মুল্যবান সময় নষ্ট তাতে
শহর কিংবা গ্রামে যাবে
অভিন্ন চিত্র দেখতে পাবে।

অতিরিক্ত ফোন ব্যবহার করে
ফোনের নেশায় অনেকেই পড়ে
অবস্থা এমন হয় যে তার
এ ছাড়া জীবন চলে না আর।

আল্লাহকে অন্তরে ভয় করি
মোবাইলের অপব্যবহার আজই ছাড়ি
অশ্লীল চ্যানেল বন্ধের তাই
রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ চাই।

ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ি
সঠিক ব্যবহার মুঠোফোনের করি।

চোখের গুনাহ

হাজারো নিয়ামত দিয়েছেন রবে
চোখ তার অন্যতম ভবে
সঠিক ব্যবহার এর হলে
নিয়ামতের শুকরিয়া গেল মিলে
হারাম জিনিসে দৃষ্টি দিবে
চোখের গুনাহ তাতে হবে।

মানুষের দৃষ্টিকে সবসময় তবে
জিনা-ব্যভিচারের বার্তাবাহক পাবে
অপকর্ম যত সংঘটিত হয়
দৃষ্টিই সবকিছুর মূলে রয়।

বিশ্বায়নের এই যুগে হায়
হাতের মুঠেই পৃথিবীটা রয়
যাকিছু দেখার ইচ্ছে হবে
'নেটের' বদৌলতে সবই পাবে।

যুবক-যুবতীরা 'ইউটিউবে' ঢুকে
আপত্তিকর দৃশ্য দেখে থাকে
নৈতিক চরিত্রের অবনতি হয়
'পর্নোগ্রাফির' নেশায় জড়িয়ে যায়
চরিত্রে এতে কলঙ্ক পড়ে
ধর্ষণ ইভটিজিং সমাজে বাড়ে।

অশ্লীল যৌন উত্তেজনাকর দৃশ্য দেখে
জিনার মতোই পাপ করে থাকে
চোখের জিনা একেই বলে
যুব সমাজ আজ এর কবলে
চোখের জিনার সূত্র ধরে
মূল অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

ব্যভিচারের মতো পাপও হায়
চোখের দ্বারাই শুরু হয়
ব্যভিচারের প্রাণকেন্দ্র চোখ তাই
যত যৌন দুর্ঘটনার নায়ক এটাই।

পর্নোপ্রেমিক যুবকেরা 'সন্ন্যাসীর' বেশে
হন্যে হয়ে নামে সঙ্গীর তালাশে
এসব ভণ্ডরা নারীদের দেখে
ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
কল্পনার সমুদ্রে হাবুডুবু খায়
ভাবে যদি পেতাম তাকে হায়।

বিভিন্ন পর্নোগ্রাফি দেখার কারণে
বিকৃত যৌনতৃষ্ণা মানুষের মনে
স্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর 'গার্লফ্রেন্ড' রয়
স্বামী থাকতেও স্ত্রী 'বয়ফ্রেন্ড' বানায়
একাধিক বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ধরে
জীবনকে নাকি তারা 'ইনজয়' করে।

একটা বাটনে চাপ দিবে
হাজারটা নগ্নছবি সামনে পাবে
'ইউটিউবে' এসব দেখার কারণে
যৌনতার সুরসুরি তরুণীর মনে।

সুযোগ বুঝে শয়তানে হায়
অশ্লীল কাজে ডাকে ইশারায়
হাজারো তরুণী এই সুযোগে
হারায় সতীত্ব বিয়ের আগে।

বেগানা নারীরা বেপর্দায় চলে
পড়ে দুষ্টের কুদৃষ্টির কবলে

দিন-মাস-বছর গড়ায়
সাক্ষাতে সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়
কামনার ঝড়ে হৃদয় মরে
যৌনাঙ্গ তার বাস্তবায়ন করে।

কোনো পুরুষ কামনার দৃষ্টিতে হায়
বিপরীত লিঙ্গ বা কোনো অঙ্গে তাকায়
কিংবা যৌন উত্তেজক দৃশ্য দেখে বেড়ায়
চোখের ব্যভিচার তাতে হয়।

চলার পথে হঠাৎ করে
বেগানা নারী দৃষ্টিতে পড়ে
তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরালে ভাই
দোষের কিছু তাতে নাই।

প্রথম দৃষ্টি 'নিউট্রাল' তাই
পাপ-পুণ্য এতে নাই
দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিবে
চোখের জিনা তাতে হবে।

যাত্রা-নাটক-গানের আসরে
চোখের গুনাহ হয় অগোচরে
বেগানা নারীর কাছে কিছু চাবে
আড়াল থেকেই চাইতে হবে
কারো ঘরে উঁকি মারতে নাই
চোখের গুনাহ এতেও কামাই।

'নেটে' অশ্লীলতা আর নগ্নতার ছড়াছড়ি
ঈমান তো গায়েব ওগো মুসলিম নরনারী
অধিকাংশ 'কবিরা গুনাহ' হায়
চোখের দ্বারাই শুরু হয়
মুমিন তো আসলে তারাই ভবে
দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে নেবে।

পর্নোগ্রাফির আগ্রাসনে বাঁচতে তাই
দৃষ্টিকে হেফাজতে রাখা চাই
মোবাইলের অপব্যবহার রোধ করি
অশ্লীল টিভি সিরিয়াল দেখা ছাড়ি
রাস্তাঘাটে পথ চলতে যাবে
দৃষ্টিকে অবনত রাখতেই হবে।

মিডিয়ার অশ্লীলতার স্রোতে শেষে
যুবক-যুবতীরা যাচ্ছে ভেসে
এদেরকে আগে ঠেকাতে হবে
নইলে সমাজ ডুবে যাবে
সময়ের দাবি এটা তাই
সবাইকে সচেতন হওয়া চাই।

দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবে
আজীবন তোমায় লুটে খাবে
সংযত একে রাখলে তবে
অধিকাংশ পাপ থেকেই বেঁচে যাবে।

নিজ দৃষ্টির হেফাজত হবে
জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ রবে
চিরকুমারী দু'জন 'হুর' তবে
প্রত্যেক জান্নাতীকে দেওয়া হবে।

এমন সুন্দর তাদের শরীর হবে
হাড়মাংস ডিঙ্গিয়েই মজ্জা দেখা যাবে
যদি কেহ দুনিয়ার দিকে তাকাতো
সবকিছুই আলোকিত হয়ে যেতো
ভাগ্যবান যুবক কে আছো তবে
এমন সুযোগ লুফে নেবে।

দৃষ্টিই বহু 'আবেদকে' ধ্বংস করেছে
কত 'পরহেজগার' পাপি বনেছে
একে হেফাজত করো সবাই
সমস্ত অপকর্মের মূলে এটাই।

আল্লাহকে অন্তরে ভয় করো
চোখের গুনাহ আজই ছাড়ো
দৃষ্টি ও যৌনাঙ্গ নিরাপদ রবে
আরশের ছায়ায় স্থান পাবে।

শয়তানের তীর চক্ষুকে পাই
সকল ফেৎনার মূলে এটাই
নিষিদ্ধ জিনিসে দৃষ্টি ফিরায়
সে চোখ জাহান্নামে নাহি যায়।

রাসুলের (স:) আদর্শে জীবন গড়ি
চোখের গুনাহ পরিহার করি।

আমানতের খেয়ানত করো না

কাউকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে
গচ্ছিত রাখলে কিছু তার তরে
এরই নাম আমানত পাই
আমানতের খেয়ানত করতে নাই।

আমানত এক চুক্তির নাম
দু'পক্ষ নিয়েই যার কাম
আমানত এক প্রতিশ্রুতি তবে
আল্লাহ ও বান্দার মাঝেই পাবে।

আমানত এক অঙ্গীকার ভাই
মানুষ ও মানুষের মাঝেও পাই
আমানতদারি ওয়াজিব তাই
খেয়ানতে গোনাহগার হবে সবাই।

সাধারণ মানুষের বিশ্বাস রয়
ধনসম্পদই শুধু আমানত হয়
হাজারো আমানত রয়েছে ভবে
দৃষ্টি সেদিকেও ফিরাতে হবে।

শরিয়তের বিধান যত রয়
মানুষেকে দেওয়া জীবন হায়
উপার্জিত ধনসম্পদ যত পাবে
মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই তবে
আল্লাহর দেয়া আমানত এসব তাই
মানুষকে এর আমানতদার পাই।

পিতামাতার কাছে সন্তান রবে
ওলামাদের কাছে দ্বীনি এলেম পাবে

এসবই আল্লাহর আমানত ভবে
খেয়ানতকারী গুনাহগার হবে।

নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত তাই
ইসলামের যত বিধান পাই
সঠিকভাবে মেনে যাবে
আমানতের হক আদায় হবে
এতে কোনো গাফিলতি রবে
খেয়ানতের দায়ে সাজা পাবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্রষ্টার নিয়ামত ভবে
মানুষকে এর আমানতদার পাবে
সঠিক ব্যবহারে পুণ্যবান হবে
অপব্যবহারে বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

ধনসম্পদ উপার্জন মানুষ করে
মূল মালিকানা আল্লাহর তরে
স্রষ্টার আমানত এটা তাই
সৎ কাজেই ব্যবহার করা চাই
অসৎভাবে ব্যবহার হলে
খেয়ানতের পাপে জড়িয়ে গেলে।

আল্লাহর দেওয়া জীবন ভাই
মানুষকে এর আমানতদার পাই
ব্যয় কোন রাস্তায় করেছো ভবে
হাশরে জবাব দিতেই হবে।

দ্বীনের পথে জীবনকে চালিয়ে
সফলতার দিকে যাবে এগিয়ে
পাপ কর্মে কাটিয়ে দেবে
খেয়ানতের শাস্তি পরকালে পাবে।

স্রষ্টার আমানত সন্তান ভাই
ইসলামি আদর্শেই গড়া চাই

দিক নির্দেশনার অভাবে বিপথগামী হবে
দায়িত্বে অবহেলায় ফেঁসে যাবে।

ওলামাদের হেফাজতে দ্বীনি এলেম পাই
সঠিকভাবেই এর প্রচার চাই
অপপ্রচার কিংবা গোপন করলে তবে
খেয়ানতের দায়ে পাপী হবে।

সাংবাদিকতা একটি আমানত তাই
মিথ্যার কোনো অবকাশ নাই
অনুমান আন্দাজে খবর ছাপাবে
খেয়ানতকারী হিসেবে সাজা পাবে
ভোটাধিকার গুরুত্বপূর্ণ এক আমানত ভাই
দ্বীনদার-সৎ-যোগ্য প্রার্থীতেই প্রয়োগ চাই।

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা তবে
প্রতিরক্ষা বাহিনীর আমানতদারিতে রবে
সঠিক দায়িত্ব পালন হবে
সমাজে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রবে।

দুর্নীতি করে সরে দাঁড়াবে
'ক্রাইম' সমাজে বেড়ে যাবে
নিরীহ মানুষ হয়রানি হবে
খেয়ানতের অপরাধ ঘাড়ে বর্তাবে।

চাকুরিটা তোমার আমানতদারিতে ভাই
চুক্তি মোতাবেকই করা চাই
কর্তব্য-কর্মে ফাঁকি দাও
শতভাগ বেতন তুলে নাও
এহেন হীন কর্মকাণ্ড তবে
খেয়ানত বলেই গণ্য হবে।

সরকারি সম্পত্তি জনগণের পাই
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমানতদার তাই
অন্যায়ভাবে এর ব্যবহার হবে
খেয়ানতের পাপে জড়িয়ে যাবে।

স্বামীর সবকিছু স্ত্রীর আমানতদারিতে রয়
স্ত্রীর সবকিছুর আমানতদারি স্বামী পায়
ভরণ-পোষণ না দিয়ে তারে
ইচ্ছে ভরেই রাখো দূরে
এমন কর্মকাণ্ড যার রবে
খেয়ানতের দায়ে সাজা পাবে।

নিজ দেহ ও যৌবনের ব্যাপারে তবে
স্ত্রী নিজেই আমানতদার হবে
স্বামী দূরে থাকলে তাই
সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাজত চাই।

পর পুরুষের ভাবে পড়ে হায়
অনৈতিক সর্ম্পকে জড়িয়ে যায়
অনেক নারীকেই দেখবে শেষে
আমানতের খেয়ানত করে বসে।

ন্যায় বিচারের দায়িত্ব ভবে
বিচারকের কাছে গচ্ছিত পাবে
রাষ্ট্রীয় আমানত এটা তাই
সঠিকভাবেই আদায় করা চাই।

ঘুস-দুর্নীতির লোভে পড়ে
বে-ইনসাফি রায় ঘোষণা করে
নির্দোষ মানুষ সাজা পায়
খেয়ানতের ঘণ্টা বেজে যায়।

গ্রাম-পঞ্চায়েতে সালিশ হয়
মাতাব্বর দুর্নীতির আশ্রয় নেয়

আমানতের খেয়ানত এতে হবে
নিশ্চিত ধরা পরকালে খাবে।

ধারকর্যের জিনিস আমানত পাই
ঋণের টাকার অবস্থাও তাই
ঋণ-কর্য একবার নেওয়ার পরে
ফেরত দিতে চায় না তারে
হাতে যদি একবার পায়
পৈত্রিক সম্পত্তি ভেবে নেয়।

সমাজের বাস্তবতা এখন এটাই
আমানতদারি মানুষের মাঝে নাই
আল্লাহর আমনতের খেয়ানত করে
বান্দারটাও একইভাবে মারে।

হাজারো এমন আমানত হায়
গচ্ছিত মানুষের কাছে রয়
আমানতের হক আদায় করি
ইসলামি আদর্শে জীবন গড়ি।

আমানতদারি নাই যার
ঈমান কী করে থাকে তার
প্রতিশ্রুতি যার ভঙ্গ পাই
দ্বীনদারী তার মধ্যে নাই
আমানতের দায়িত্বে অবহেলা রবে
জান্নাতের ঘ্রাণও নাহি পাবে।

রাসুলই (স:) একমাত্র ব্যক্তি হায়
আমানতদারিতে 'আলআমিন' উপাধি পায়
খেয়ানত থেকে বিরত রও
হকদারের হক মিটিয়ে দাও
খেয়ানতকারী মুনাফিক ভবে
জাহান্নামের তলদেশ ঠিকানা হবে।

পরকালে জান্নাত 'মিস' হয়ে যাবে
আমানতের খেয়ানত করো না তবে।

করো না ভিক্ষা

কারো সহানুভুতি পাবার তরে
নিজের অক্ষমতাকে ব্যক্ত করে
মানুষের সাহায্য নিয়ে হায়
জীবিকা নির্বাহ করে বেড়ায়
এদেরকেই সবাই ভিক্ষুক বলে
ভিক্ষে করেই এরা চলে।

দেশজুড়ে পঙ্গপালের মতো তাই
অপ্রতিরোধ্য মিছিল ভিক্ষুকের পাই
দিনকে দিন যাচ্ছে বেড়ে
সাধ্য কার ঠেকায় তারে
যদিও ভিক্ষে কখনো জায়েজ হয়
ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় রয়।

বাস কিংবা ট্রেন স্টেশনে যাবে
হাট-বাজার-লঞ্চ ঘাটে তবে
অফিস-আদালত-কারখানা রবে
যত মসজিদ-মাজার-স্কুল পাবে
গণমানুষের সমাবেশ যেখানেই পাই
ভিক্ষুকের কোনো কমতি নাই।

**পাবলিক যানবাহনে উঠলে পরে
কানের কাছে বিলাপ করে
বাসায় থেকেও শান্তি নাই
হ্যান্ড মাইকে ভিক্ষে করে ভাই
কর্কশকণ্ঠে সমস্বরে জারি গেয়ে
কানের বারোটা দেয় বাজিয়ে।**

প্রাইভেট কারে চলেও তাই
এদের থেকে রেহাই নাই
প্রতিটি 'ট্রাফিক সিগনালে' যাবে
সরব উপস্থিতি এদের পাবে
ঘরে-বাহিরে যেখানেই যান
ভিক্ষুকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জীবন।

বাসে-ট্রেনে হুজুরের বেশ ধরে
মসজিদ-মাদ্রাসার ব্যানারে ভিক্ষে করে
অধিকাংশই এদেরকে প্রতারক পাবে
বুঝে-শুনেই দান সদকা দেবে।

আবার কিছু ভিক্ষুক রয়
রাস্তা-ঘাটে পাওয়া যায়
মানুষের করুণা পাবার তরে
পঙ্গু-প্রতিবন্ধী সেজে ভিক্ষা কারে।

ধর্মভীরু এদেশের মানুষ ভাই
বিস্তর সুযোগ ভিক্ষার তাই
সুযোগের সৎ ব্যবহার করে
ভিক্ষার পেশায় জড়িয়ে পড়ে।

ভিক্ষার জগতে হানা দিলে
নকল ভিক্ষুকই বেশি মিলে
ভিক্ষা যারা করে বেড়ায়
অধিকাংশই সত্যিকারের ভিক্ষুক নয়
ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নিয়ে
দু'হাতে অর্থ-সম্পদ নিচ্ছে হাতিয়ে।

সত্যিকারেই যে অভাবী রয়
পক্ষে তিনজন সাক্ষ্য দেয়
স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তবে
ভিক্ষে করার অনুমতি পাবে।

ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে
অর্থাভাবে তুমি গেলে জড়িয়ে
পরিশোধ যতদিন না হবে
মানুষের কাছে চাওয়া যাবে।

দুর্ভিক্ষ কিংবা দুর্যোগে নিঃস্ব হলে
ছওয়াল করা তার চলে
স্বচ্ছলতা ফিরে আসলে তাই
আর হাত পাতার সুযোগ নাই।

এই তিন অবস্থার বাহিরে ভাই
ভিক্ষা করা জায়েজ নাই
সীমালঙ্ঘনে চেয়ে খাবে
হারাম খাবার পেটে যাবে।

দরিদ্রতা কিংবা বেকারত্বের অজুহাতে
কর্মবিমুখ নয়তো প্রতিবন্ধী হওয়াতে
ভিক্ষা অনেকেই করে ভাই
বিনা পুঁজির ব্যবসা তাই।

বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধীদের পুঁজি ধরে
কিংবা ভাড়া করা বাচ্চা 'শো' করে
ভিক্ষার ব্যবসা কুচক্রিদের রয়
হারাম ছাড়া কিছু নয়
ক্ষেত্র বিশেষ দেখা যায়
সুস্থ মানুষকেও পঙ্গু বানায়।

মৌসুমী কিছু ভিক্ষুক রয়
রমজান ও ঈদে দেখা যায়
যদিও ভিক্ষা পেশা নয়
সুযোগে কিছু কামিয়ে নেয়।

মহারাষ্ট্রের রাজধানী 'বোম্বেতে' যাবে
'হাজি আলীর' মাজার পাবে
সেখানে অনেকেই ভিক্ষে করে
গাড়ি হাকিয়ে ঢুকে শহরে
মাজারের কাছাকাছি এসে
ফকিরের বেশ ধরে শেষে।

বসে মাজারের প্রবেশ দ্বারে
হাজারো 'রুপি' রোজগার করে
দিন শেষে বাড়ি ফিরে
নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে
বহুতলা ভবন বাড়িতে রয়
ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের পেশা হায়।

ঢাকা শহরের বিক্ষুকদেরকে ভাই
সঙ্গবদ্ধ চক্রের হাতে জিম্মি পাই
উপার্জনের সামান্যই তারা পায়
কুচক্রই সব হাতিয়ে নেয়।

মফস্বল শহরে দেখতে পাবে
স্বাধীনভাবেই ভিক্ষে করে সবে
অধিকাংশই তারা অভাবী নয়
পেশা হিসেবেই এটাকে নেয়।

পরিশ্রম করার সামর্থ্য রয়
ভিক্ষাবৃত্তি তার জন্য নয়
নিঃস্ব ফকির হলেও তবে
কাজ করেই খেতে হবে
শ্রমে অক্ষম অথচ নিঃস্ব ভবে
ভিক্ষে করে খাওয়া যাবে।

অভাব-অনটন নাইকো ঘরে
সম্পদ বাড়াতেই ভিক্ষা করে
এমন ভিক্ষা হারাম রয়
জাহান্নামের আগুনই পেটে ঢুকায়।

ক্রমাগত ভিক্ষা করেই যাবে
হাশরে মাংশহীন কুৎসিত চেহারা পাবে
স্রষ্টার কাছে নিন্দনীয় হবে
রহমত থেকে তাঁর বঞ্চিত রবে।

কাঠের বোঝা পিঠে ধরে
বাজারে এনে বিক্রি করে
সওয়ালের চেয়ে উত্তম পাই
ভিক্ষার নোংরামি এতে নাই।

শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করি
ভিক্ষার হাতকে কর্ম দিয়ে ভরি
শ্রমলব্ধ উপার্জনই সর্বোত্তম তাই
ভিক্ষাবৃত্তিকে সবাই ঘৃণা জানাই।

অসম্মানজনক এক জীবিকা ভাই
ভিক্ষাবৃত্তি তার নাম পাই
বৈধ হলেও নিকৃষ্ট ভবে
পারতপক্ষে এতে নাহি জড়াবে।

ভিক্ষা যদি কেহ চাবে
নিষেধ নাহি করা যাবে
ধমক না দিয়ে বুঝাবে হায়
ছওয়াল করা উচিত নয়।

যাচনার জন্য হাত বাড়াবে
অভাবের দরজা খুলে যাবে
আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ হবে
অভাব তোমার ঘুচে যাবে।

**হারাম পথে খরচ করে হায়
অনেকেই ফকির বনে যায়
স্বেচ্ছায় ভিক্ষার দরজা খুলে দেবে
দরিদ্রতার দরজা খুলতেই থাকবে।**

**ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে তাই
নিরুৎসাহিত করেছে সদাই
একদিনের খাবারও ঘরে রবে
ভিক্ষে করা হারাম তবে
পেশাদার ভিক্ষুক যদি হবে
ভিখারি হয়েও জাহান্নামে যাবে।**

ভিক্ষার পেশা ছেড়ে দাও
তওবা ইস্তেগফার করে নাও
জান্নাতের জিম্মাদার রাসুল (সঃ) হবে
এমন সুযোগ কোথায় পাবে।

মেনে নাও নবির শিক্ষা
খেটে খাও করো না ভিক্ষা।

উম্মুল কুরআন

কুরআন যে সুরায় আরম্ভ ভাই
'ফাতিহাতুল কিতাব' নাম পাই
বারবার পঠিত সাতটি আয়াতকে পাবে
রাসুলকে (স:) দান করেছেন রবে
কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সুরা এটাই
তাওরাত-যাবুর-ইঞ্জীলেও এমনটি নাই।

'উম্মুল কুরআন' এটাকে পাই
কুরআনে আযীমও বলে অনেকেই
সকল রোগের ঔষধ মিলে
'শেফার সুরা' তাই তো বলে
কুরআনের ভিত্তি এটা হায়
শ্রেষ্ঠ দু'য়াও বলা যায়।

'সালাতের সুরা' এটা তবে
কুরআনের সর্বোত্তম সুরা পাবে
'ঝাঁড়ফুকের সুরাও' মানুষে বলে
প্রশংসার সুরাও বলা চলে।

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজকেও তাই
এ সুরা দিয়েই আরম্ভ পাই
আল্লাহ-বান্দার মাঝে কথোপকথন হায়
এর মাধ্যমেই শিখানো হয়
একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা হিসেবে
এটাই নাযিল সবার আগে।

হাদিসে কুরসিতে পাওয়া যায়
ফাতিহার দুইটি অংশ রয়
প্রথম অর্ধেকে আল্লাহর গুণগান গায়
বাকি অর্ধেকে নিজের প্রয়োজন চায়।

তাওহিদ ও ইবাদতকে ভাই
এ সুরার মূলনীতি পাই
সমস্ত কুরআন ঘেটে যাবে
এরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাবে।

সাত আয়াতের এ সুরাতে তাই
প্রথম তিনে আল্লাহর প্রশংসা পাই
শেষ তিনে বান্দার প্রার্থনা পাবে
মাঝের আয়াতে উভয়টাই রবে।

'আলহামদুলিল্লাহ' আয়াতের মানে হায়
সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য রয়
যেকোনো বস্তুর প্রশংসা হবে
বাস্তবে তা রবের জন্যই তবে।

বিশ্ব জাহানের 'রব' হিসেবে
সমস্ত প্রশংসা তাঁরই উপর বর্তাবে
সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা তিনি একাই
'তাওহিদে রুবুবিয়ার' প্রমাণ এটাই।

সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুই পরে
তাঁরই প্রশংসার 'তাসবীহ' পাঠ করে
সুখে কিংবা দুঃখে রবে
সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রশংসা হবে।

'রহমানির রহিম' তাঁকে পাই
যাঁর দয়ার কোনো শেষ নাই
তাঁর গুণবাচক এসব নামের মধ্যে তবে
'নাম ও গুণাবলীর তাওহিদের' পরিচয় পাবে
তাঁর নামও গুণাবলী শুধু তাঁরই
নাই কারো কোনো অংশীদারি

তাঁর 'রহমান' নামের গুণে হায়
কাফির-মুশরিকও ধরাতে রিজিক পায়।
হাশরের মাঠে সেদিন তবে
'রহিম' নামে তাঁর আবির্ভাব হবে
মুমিন মুসলমানই শুধু করুণা পাবে
বাকিরা সবাই বঞ্চিত রবে।

'মালিকিইয়াওমিদ্দিন' তিনি তাই
বিচার দিনের মালিক পাই
'মিযানের' পাল্লা বসানো হবে
সবার হকই সেদিন মিটিয়ে দেবে।

কারো প্রতি কোনো জুলুম হবে না
পাবে সবাই তার ন্যায্য পাওনা
সামান্যতম ভালো কাজও দেখতে পাবে
ক্ষুদ্রতম মন্দ কাজও 'মিস' না হবে
সকল ক্ষমতা সেদিন তাঁরই পাই
কেউ করো উপকারে আসবে না ভাই।

সমস্ত কুরআনের সারমর্ম হায়
ফাতিহার মাঝেই লুকানো রয়
আর ফাতিহার সারমর্ম তবে
'ইয়্যাকানায়বুদুর' আয়াতে খুঁজে পাবে।

এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়
ইবাদত শুধুমাত্র স্রষ্টার জন্যই রয়
'তাওহিদে উলুহিয়্যার' ঘোষণা এসেছে
শিরক থেকে মুক্তি মিলেছে।

নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত তাই
পিতামাতা-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের হক পাই
মূল ইবাদত এগুলোই ভাই
এখলাসের সাথেই করা চাই।

সেজদা-মানত-ইবাদত ভবে
নির্ধারিত আল্লাহর জন্যই পাবে
পীর-মাজারে এসব হবে
তাওহিদের সীমালঙ্ঘন তবে
তাঁর তাওহিদে অংশীদার করে
শিরক ডেকে আনলে ঘরে।

'ইয়্যাকানাস্তাঈনের' নির্দেশ তবে
সাহায্য সরাসরি রবের কাছেই চাবে
ভায়া মিডিয়ার দরকার নাই
উকিল হিসেবে আল্লাহকেই যথেষ্ট পাই।

মানুষ দূর্বল ও অভাবী তাই
সাহায্য বিনে অচল পাই
তাঁর উপরই ভরসা করে
সাহায্যের হাত দাও বাড়িয়ে।

যখন যা প্রয়োজন হবে
আল্লাহর কাছেই সরাসরি চাবে
পীর-মাজারে কিছু চাবে
মুশরিক বলে গণ্য হবে।

'ইহদিনা সিরাতুলমুস্তাকিম' হায়
হেদায়েত লাভের প্রর্থনা শিখায়
নবীর সুন্নতের রাস্তা ধরে
রবের ইরাদত যাও করে
সরল পথ বলতে এটাই
ভিন্ন কোনো রাস্তা নাই।

সোজা পথের মাঝে ভাই
কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ নাই

না সীমালঙ্ঘন করা যাবে
না কোনো কাটছাটের সুযোগ হবে
ডানেবামে যেকোনো রাস্তায় যাবে
প্রত্যেকটির মুখেই 'শয়তানকে' পাবে।

রবের ইবাদত নিয়মিত করে
সরল পথকে রাখবে ধরে
হেদায়েত একবার পাওয়ার পরে
আমৃত্যু টিকে রবে তারই উপরে।

এ পথে পা রাখলে পরে
অগ্রসরের পথ আল্লাহ সুগম করে
সহজেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে
দু'জাহানেই তুমি কামিয়াবী হবে।

অনেক পণ্ডিতদেরই অভিমত হায়
গন্তব্যে পৌঁছানোর অনেক রাস্তাই রয়
যে-কোনো পথে অগ্রসর হলে
মওলার দিদার যাবে মিলে
ভ্রান্ত ধারণা এসব তাই
শরিয়তের বিকল্প রাস্তা নাই।

নবী-সিদ্দীক-শহিদ-নেককার রবে
স্রষ্টার অনুগ্রহ যারা পেয়েছে ভবে
সরল পথে চলেই হয়েছে ধন্য
খোঁজ না তুমি রাস্তা ভিন্ন
শয়তান বিপথগামী করে দেবে
গন্তব্যে নাহি পৌঁছানো যাবে।

ভ্রান্ত পথে পা বাড়াবে
শেষ গন্তব্যে জাহান্নাম পাবে
পথভ্রষ্টরা এ পথ ধরে

ঈমান হারিয়ে গেছে মরে
প্রার্থনা করি তব তরে
ভ্রান্ত পথে নিও না মোরে।

দ্বীনের হুকুমের জ্ঞান থাকারও পরে
অহমিকা-ব্যক্তিস্বর্থে বিরোধিতা করে
‘ইহুদীরাই’ এভাবেই পথ হারিয়েছে
অভিশপ্ত বলে গণ্য হয়েছে।

অজ্ঞতার কারণে ভুল পথ ধরেছে
সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জন করেছে
নবীদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ ধরে
‘নাসারারা’ পথভ্রষ্ট হয়েছে পরে।

অভিশপ্ত-পথভ্রষ্টদের পথে হে অন্তর্যামী
পরিচালনা মোরে করো না তুমি
সরল পথে চালাও মোরে
গন্তব্যে যেন পাই তোমারে।

ঈমান ও তাক্বওয়া সঠিক পাই
আমলে কোনো ঘাটতি নাই
নিয়ামতে ভরা জান্নাত পাবে
পাপীরা সব জাহান্নামী হবে
উম্মুল কুরআনের শিক্ষা এটাই
কুরআন ঘেটেও পাবে তাই।

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব ভাই
‘তাসবীহস্বরূপ’ একে অন্তরে চাই
ঈমান তাতে পুক্ত রবে
মুমিনের দাবিতে জান্নাত পাবে।

এসো সবাই মুমিন ভাই
‘উম্মুল কুরআন’ চষে বেড়াই।

বাঁচতে চাই

ফেরেশতাদের দলভুক্ত 'আযাযিল' ছিল
বেহেশতে তার আশ্রয় হলো
আল্লাহর আদেশ অমান্য করায়
রহমত থেকে তাঁর বঞ্চিত রয়
ইবলিস উপাধি শেষে পেল
ইবলিস শয়তান বনে গেল।

জ্বীন-ইনছানের মাঝেও তবে
শয়তানের দোসর খুঁজে পাবে
দুনিয়ার মানুষ আমরা সবাই
শয়তান থেকে বাঁচতে চাই।

মানুষ কখনো একা নয়
শয়তান পিছু লেগেই রয়
হয় আল্লাহর ইবাদত হবে
নয়তো শয়তান পিছু নেবে।

পাপী বান্দা হলে পরে
শয়তান সহজেই ঘায়েল করে
প্রবৃত্তির অস্ত্র ছুড়ে মারে
পাপকে দেখায় শোভনীয় করে ।

মানুষ এতে উদ্‌বুদ্ধ হয়
স্বেচ্ছায় পাপে জড়িয়ে যায়
সুদ-ঘুস-জুলুম-দুর্নীতি ব্যাপার নয়
যখন যা সামনে পায়।

ধার্মিক মানুষকে দিয়ে হায়
এসব পাপ করানো সম্ভব নয়

‘শুভহাতের’ অস্ত্র ব্যবহারের পরে
ধার্মিক মানুষকে কুপোকাত করে
আক্বীদায় ভেজাল ঢুকিয়ে দেয়
অজান্তেই মানুষ পাপে জড়ায়।

‘সন্দেহ রোগ’ ঢুকায় অন্তরে
বিদাতকে ভালোমন্দ-দু’ভাগ করে
‘বিদাতে হাসানা’ ভালো তাই
আমলে কোনো পাপ নাই
এমনই ধোঁকায় ফেলে দেয়
ধার্মিকও শেষে পাপে জড়ায়।

অনেক আমল এমনও পাই
কুরআন-হদিসে কোথাও নাই
“বাপদাদা ভালো ভেবে করে গেছে
আমরা করলে কী দোষ আছে”
এভাবেই শয়তান কৌশলে হায়
ধার্মিককে দিয়ে পাপ করায়।

জিভ-চোখ ও কর্ণ দিয়ে তবে
শয়তান অন্তরে পৌঁছে যাবে
অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ নেবে
যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হবে।

‘খান্নাছ’ হয়ে ঢুকে যায়
পাপ কর্মের ‘ওয়াছওয়াছা’ দেয়
ঢুকিয়ে ‘ফিতনা’ মানুষের অন্তরে
পরক্ষণেই আবার কেটে পড়ে
ফিতনা আল্লাহর পরীক্ষা তাই
উত্তীর্ণ অবশ্যই হওয়া চাই।

কিছু মানুষকে সমাজে পাবে
শয়তানের নবুয়তি পেয়েছে ভবে
এমনসব কর্মকাণ্ড তারা ঘটায়
শয়তান নিজেও এতে লজ্জা পায়
মানুষরূপী শয়তান এরাই ভবে
এদের থেকেও সাবধান রবে।

"আদমের কারণে জান্নাত হারিয়েছি
আল্লাহর অভিশপ্ত সৃষ্টি বনেছি
প্রতিজ্ঞা তাই তো আমার একটাই
বনি আদমের জন্য জাহান্নাম চাই"
ওয়াদার সঠিক বাস্তবায়নের তরে
ইবলিস মিশন শুরু করে ।

শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে
নামাজ-জিকির থেকে টানে দূরে
বিনোদনে সবাইকে ব্যস্ত রাখে
দ্বীন থেকে যাতে গাফেল থাকে।

শিরক-কুফরের ইন্দন যোগায়
বিদাতি আমল ধরিয়ে দেয়
কবরপূজারী মানুষকে বানায়
'খুশুখুজু' নামাজের নষ্ট করে দেয়।

হারামকে হালাল বানানোর তরে
যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে
সামনে-পিছনে-ডানে-বামে থেকে
ধোঁকা দিয়ে যায় মানুষকে
পাপের কাজ যত ভবে
মূল হোতা শয়তানকেই পাবে।

নামাজের কথা বললে পরে
সাথে সাথে পিছুটান মারে
"খুব ঝামেলায় আছি ভাই
ভবিষ্যতে পড়তে আপত্তি নাই"
শয়তানের নিত্য কৌশল তবে
'আগামীর চক্করে' ফেলে দেবে।

'ভালোকে' মন্দ হিসেবে দেখায়
'মন্দ' সুশোভিত করে উপস্থাপিত হয়
দরিদ্রের ভয় দেখিয়ে অন্তরে
জাকাত-সদকা থেকে রাখে দূরে
ইবাদতে 'রিয়ার' চিন্তা ঢুকায়
নেক সুরতেও ফেলে ধোঁকায়।

এতোই পাপ করেছো ভাই
তোমার তো কোনো ক্ষমাই নাই
এমনই ধোঁকা শয়তান দেবে
ক্ষমার সুযোগটাও নাহি পাবে।

হালাল-হারাম ভুলিয়ে দেয়
দুনিয়ার নেশায় পাগল বানায়
নামাজ কিংবা কোনো ইবাদতে যাবে
তাড়াহুড়ার মনোভাব এনে দেবে।

বিপদে 'যদি' শব্দের ব্যবহার করায়
তকদিরের ঈমানে ফাটল ধরায়
লোভ-হিংসা-রাগ-অহংকার রবে
মুমিনকে ফাঁসানোর হাতিয়ার তবে।

"স্কুল-কলেজে ছেলেটাকে পড়াবে
জীবনে সে প্রতিষ্ঠা পাবে
মেধাবী ছেলেটাকে মাদ্রাসায় দেবে

‘ভিক্ষার ঝুলি’ কাঁধে নেবে”
সূক্ষ্ম এমন ধোঁকা অভিভাবককে মেরে
দ্বীনিশিক্ষা থেকে মেধাবীদের রাখে দূরে।

হাজারো এমন কৌশলে হায়
শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে যায়
যাকে যেভাবে পটাতে পারে
অনুরূপ ধোঁকাই দেয় তারে
শয়তানের প্রতিটি কুমন্ত্রণাই তবে
‘ঈমানকে’ শিকারের ফাঁদ ভবে।

হাশরের মাঠে যেদিন যাবে
জ্বালাময়ী ভাষণ শয়তান দেবে
“পাপের দিকে শুধু আহ্বানই ছিল আমার
ছিল না ক্ষমতা জোর খাটাবার।”

“ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সায় দিয়ে
পাপকর্মে তুমি গেছো জড়িয়ে
আমাকে কেন দোষী করো
নিজের পাপে নিজেই ডুবে মরো।”

আল্লাহকে অন্তরে ভয় করে
এখলাসের সাথে আমলে জুড়ে
এমন ‘মুখলিস’ বান্দার উপর ভাই
শয়তানের কোনো আধিপত্য নাই
সে কেবল তাকেই ফেলে ধোঁকায়
স্বেচ্ছায় আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।

কুকুর-পুতুল-প্রাণীর ছবি ভাই
ঘরের দেয়ালে টাঙানো পাই
কৃষ্টি-কালচার মোদের এমনই হায়
এসব দিয়েই ‘শোকেজ’ ভরা রয় ।

এগুলো শয়তানকে খুশি করে
রহমতের ফেরেশতা যায় দূরে
মুমিন-মুসলমানের গৃহ তাই
এসব থেকে মুক্ত চাই।

হে ঈমানদার শোন ভাই
শয়তানের ইত্তেবা করতে নাই
সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হায়
কুরআনের ঘোষণা এমনই রয়।

সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির ধরো
'খুশুখুজুর' সাথে নামাজ পড়ো
শয়তান থেকে বেঁচে যাবে
প্রকৃত সফলতার জীবন পাবে।

অধিকাংশ মুসলমান জানারও পরে
শয়তানের সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে
পাপ কাজ যত পৃথিবীতে হয়
ইবলিস শয়তানের প্রবঞ্চণা রয়।

শয়তানের সাথে দোস্তি রবে
ধ্বংস তার অনিবার্য তবে
শয়তানের আনুগত্য হারাম ভবে
নিশ্চিত জাহান্নাম পরকালে পাবে।

শয়তান যতভাবে পথভ্রষ্ট করে
সমস্ত কৌশল জেনে রবে দূরে
আয়ুজুবিল্লাহ-লা হাওলা পড়ো
আয়তুল কুরসী-'নাছের' আমল করো
বাকারার শেষ দু'আয়াত নিয়মিত পড়ে
শয়তান নাহি ঢুকে তার ঘরে।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করো
ইসলামী আদর্শে জীবন গড়ো
শয়তানের দূর্বল কৌশল তবে
আল্লাহর 'ফিতরাতের' কাছে হেরে যাবে।

স্রষ্টার তরে ফরিয়াদ একটাই
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে চাই।

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইচ্ছাকে আল্লাহর তরে সমর্পণের পরে
আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করে
ইসলাম এরই নাম পাই
একমাত্র জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে এটাই।

একটি মতাদর্শই এটা শুধু নয়
জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পথ দেখায়
দু'জাহানের শান্তি-নিরাপত্তা চাবে
একমাত্র ইসলামেই খুঁজে পাবে।

ব্যক্তি-পরিবার-সামাজ-রাষ্ট্র পরিচালনে
সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে
জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তবে
নিত্যদিনের যত কর্ম রবে
ইসলাম সমাধান দেবে ভাই
পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তাই তো এটাই।

চব্বিশ ঘন্টার জিন্দিগি রবে
কাটানোর পথ ইসলামই দেখাবে
অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান
ইসলামেই পাবে এর সমাধান।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ভবে
অকপটে এ কথা স্বীকার করে সবে
বাস্তবে এর প্রয়োগ নাই
আংশিক প্র্যাকটিস করে সবাই।

ব্যক্তি-পরিবার-সামাজ জীবনে
ইসলামকে মানুষ যতটুকু মানে
অর্থনীতি-রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে এসে
মেজরিটি মানুষই পা পিছলায় শেষে।

নামাজ-রোজা-হজ ঠিকই করে
উপার্জনে এসে পিছুটান মারে
সুদ-ঘুস-জুলুমের তরে
অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ে
ইসলামের অর্থনীতিতে ভাই
হারাম উপার্জনের সুযোগ নাই।

রাজনীতির অঙ্গনে যাবে
পুরো ভেজাল দেখতে পাবে
বাতিল মতবাদেই বিশ্বাসী সবাই
ইসলামি আদর্শের বাস্তবায়ন নাই।

জীবন শেষ 'আব্রাহামের' গণতন্ত্র করে
নয়তো 'মার্কস-লেলিনের' সমাজতন্ত্র ধরে
এসব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার তরে
আজীবন সংগ্রাম গেছো করে
কেউবা রাজপথে সামনে থেকে
নির্ভয়ে বিলিয়ে দিয়েছে জীবনকে।

ইসলামি মতাদর্শকে তুচ্ছ ধরে
চলেছো তুমি বাতিলের উপরে
হাবভাব যেন তোমার এমনটাই
'ইসলামে' কোনো রাজনীতি নাই
বামপন্থি যত সংগঠন রয়
ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী নয়।

বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র পরিচালনা চলে
মানুষের সৃষ্ট সংবিধানের বলে
মুসলিম রাষ্ট্রেও আজকাল ভাই
ইসলামের শাসন অচল পাই।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থায় যাকিছু চাবে
কুরআনের মাঝে সবই পাবে
আল কুরআনকে আসুন সবাই
জীবনের একমত্র 'সংবিধান' বানাই।

সহজ-সার্বজনীন-পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা চাও
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামকে বসাও
আংশিক প্র্যাকটিস ইসলামের করে
হবে না সুবিধা রোজ হাশরে
আল্লহর নির্দেশ মুমিনকে তাই
পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল চাই।

শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামকে চাই
রাজনীতি-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে নাই
এমন ধারণা মানুষ পোষণের পরে
বৈষয়িক জীবনকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

জেনে রাখা ভালো তবে
ধর্ম ও জীবনকে একইসূত্রে গাঁথা পাবে
মুমিনের জীবনের সমস্ত কর্মই ভবে
কুরআন-হাদিসের আলোকে হবে।

কোন মতবাদের রাজনীতি করেছো
কোন সংবিধানে রাষ্ট্র চালিয়েছো
সম্পদ উপার্জনের উৎস কী ছিল
কোন পথে খরচ করা হলো।

জবাবদিহী তোমাকে করতেই হবে
কোনো ভাবেই ছাড় নাহি পাবে
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে
বৈষয়িক বিষয়কেও এরই মধ্যে পাবে।

মানব জীবনের কোনো ক্ষেত্রই ভাই
আল্লাহর হুকুমের আওতামুক্ত নাই
যখন যে ক্ষেত্রে যাবে
পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে মানতেই হবে।

আংশিক ইসলামকে মানলে তবে
দুর্গতি-লাঞ্ছনার জীবন পাবে
এমনই মুমিন এরা সেজেছে
পরকালের বদলে দুনিয়া কিনেছে
কঠিন শাস্তি হাশরে পাবে
দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনে হায়
পরিপূর্ণ ইসলামে দাখিল সম্ভব নয়
ডানপন্থি রাজনীতি তাই তো দরকার
করতে প্রতিষ্ঠা ইসলামি সরকার।

আংশিক অনুসরণ ছেড়ে দাও
পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও
দু'জাহানেই তুমি সফলতা পাবে
ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ভবে।

ধূমপানে বিষ পান

তামাকজাতীয় দ্রব্যাদিকে পরে
বিশেষ উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তারে
শ্বাসের সাথে ধোঁয়া গ্রহণ করে
ধূমপান এরই নাম তাই
ইসলামে ধূমপান হারাম পাই।

সিগারেট-বিড়ি-গাঁজা-চুরুট-হুক্কা তবে
ধূমপানের বিভিন্ন ধরন পাবে
তামাক থেকেই এসব তৈরী তাই
গুণে-মানে সব একই পাই
বেশিরভাগ ধূমপানই দেখা যায়
কৈশোর বয়সেই শুরু হয়।

পৃথিবীতে এমন একটি পণ্য পাবে
যার ক্ষতি 'মোড়কে' উল্লেখ রবে
সিগারেট এরই নাম হায়
পাঁচ হাজারের বেশি ক্ষতিকর বস্তু রয়
এমনই সুসাদু খাবার এটা হায়
বাথরুমে বসেও মানুষ খায়।

সিগারেটের বিষধোঁয়া উভয় সংকট করে
ধূমপায়ী-অধূমপায়ীকে সমভাবে মারে
শিশু ও মহিলারা হায়
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এখেকে হয়।

গর্ভপাতের ঝুঁকি এতে বাড়ে
ভ্রুণের ক্ষতি সাধন করে
বন্ধ্যাত্বের মতো অসুখে পায়
বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যায়।

শিশু সন্তানকে রেখে ঘরে
ধূমপান যে বাবা-মা ধরে
নিজের সন্তানকে নিজেই পরে
যেন গলাটিপে হত্যা করে।

'ড্রাগ' শুধু গ্রহীতাকেই মারে
ধূমপান সমভাবে অন্যেরও ক্ষতি করে
ড্রাগ নেওয়ার চেয়ে তাই
ধূমপানে ক্ষতি বেশিই পাই।

অনেকেই আমরা বলে বেড়াই
ধূমপানে কোন নেশার বস্তু নাই
তামাকের মধ্যে নিকোটিন রয়
নেশার বস্তু ছাড়া কিছু নয়।

প্রত্যেক নেশার বস্তুই 'মদ' তাই
প্রত্যেক 'মদই' হারাম পাই
বেশিতে যে জিনিসে নেশা ঘটে
অল্প খাওয়াও হারাম বটে।

নিয়মিত ধূমপান করে যে
নেশার কবলে পড়ে সে
কেহ ছাড়তে চাইলেও শেষে
নেশায় তাকে পেয়ে বসে।

বাথরুমে-বদ্ধজায়গায় ধূমপানে তবে
স্বাস্থ্যের ক্ষতি আরও বেশি হবে
পরে যারা সেখানে যায়
তারাও সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নিয়মিত যারা ধূমপান করে
স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে

'হার্ট লাং' আক্রান্ত করে
ফুসফুস-মুখ-শ্বাসনালীর ক্যান্সারে ধরে
মানুষকে সাবধান করতেই হায়
ক্যান্সারের ছবি প্যাকেটে রয়।

'হার্ট এ্যাটাকের' ঝুকি বাড়ে
শ্বাসকষ্টের মতো অসুখে ধরে
সারা বৎসর খুসখুসে কাশি রয়
'স্মকারস কাফ' তারে কয়
দাঁতে কালো দাগ পড়ে
মুখের রুচি নষ্ট করে।

রক্তনালী সরু হয়ে যায়
'গ্যাংরিনের' মতো অসুখে পায়
ব্লাড প্রেসার এতে যায় বেড়ে
যৌনশক্তি ক্রমে হ্রাস করে।

যতলোক বিশ্বে মারা যায়
দ্বিতীয় প্রধান কারণ ধূমপান রয়
নিয়মিত ধূমপান করলে বটে
দশ থেকে বিশ বছর আয়ু ঘাটে।

চেইন স্মকারের জন্য তবে
ক্ষতি আরও বেশি পাবে
প্রতিটা সিগারেট জীবন থেকে হায়
গড়ে 'বিশ মিনিট' আয়ু কেড়ে নেয়।

"ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো ভাই
বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে যাই
ধূমপানমুক্ত পৃথিবী গড়তে চাই
এমন প্রত্যাশায় আমরা সবাই"
মহৎ এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে হায়
বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত হয়।

"ধূমপানে গলা- ফুসফুসের ক্যান্সার হয়"
"ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" রয়
"ক্যান্সার-ফুসফুস-হার্টের অসুখে তবে
ধূপানকেই প্রধান কারণ পাবে"
মোড়কে এমন সতর্কবার্তা থাকারও পরে
ধূমপান মানুষ তবুও করে।

"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন" ভাই
"ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" পাই
পাবলিক প্লেস ও যানবাহনে যাবে
এমন সতর্কতামূলক বার্তা দেখতে পাবে।

অমান্য কেউ করে যাবে
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে
সরকারী বিধান এমনটাই
অনেকেরই হয়তো জানাও নাই।

ধূমপান না করেও ভুক্তভোগী হয়
তাদেরকে বাচাঁতেই এ ব্যবস্থা হায়
"পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"
এমন সতর্কতাও মোড়কে রয়।

ধূমপান ধূমপায়ীকে হায়
ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়
নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে
জান্নাত তোমার জন্য হারাম হবে
তাই তো ধূমপান নিষেধ পাই
সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

নিজেকে হত্যা করো না ভাই
আত্মহত্যার জন্য বিষপান হারাম পাই
ধূমপানেও 'স্লো পয়জনিং' হয়

ধীরে ধীরে ব্যক্তিকে শেষ করে দেয়
ধূমপান তাই তো হারাম রয়
মুমিনের জন্য এসব নয়।

ধূমপানে অপচয় পাই
অপচয়কারী শয়তানের ভাই
নিজের ও পরের ক্ষতি করো না
হাদিসে রয়েছে এমনই ঘোষণা।

ধূমপান করার কারণে হায়
অপচয় ও ক্ষতি দুটোই হয়
সঙ্গত কারণেই এটা হারাম তাই
যুক্তি তর্কের কোনো অবকাশ নাই।

ধূমপানে কোনো পুষ্টি নাই
ক্ষুধাও নিবারণ করে না ভাই
জাহান্নামি খাদ্যের বৈশিষ্ট এমনটাই
তাই তো ধূমপান হারাম পাই।

সকল নেশাদার দ্রব্যই তবে
ইসলাম হারাম করেছে ভবে
তামাক এদেরই অন্তরভুক্ত তাই
হারামের ব্যাপারে সন্দেহ নাই।

হালাল-হারাম স্পষ্ট রয়
আছে মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয়
এগুলো পরিহার করলো যে
দ্বীনকে হেফাজত করলো সে
এর মধ্যে যে জড়িয়ে গেলো
হারাম কাজেই লিপ্ত হলো।

"ধূমপানে বিষপান হয়"
কথাটা মানুষ মুখেই কয়

বাস্তবে কোনো ভিত্তি নাই
এতে অভ্যস্ত ছোটোবড়ো সবাই।

মুসলমান নামাজ-রোজা যদিও করে
ধূমপান কভু নাহি ছাড়ে
ধারণা তাদের এমনই রয়
ধূমপান মোটেও **হারাম** নয়।

গুল-জর্দা-সাদাপাতা-নস্যি নেবে
একই ধরনের অপরাধ হবে
দুঃখজনক হলেও সত্য ভাই
অনেক ইমাম-মোয়াজ্জিনকে জড়িত পাই।

বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় পড়ে
সখের বসেই ধূমপান ধরে
পরে অনেকেই ছাড়তে চায়
নেশার কারণে ছাড়াও দায়
দু'তিন দিন সাময়িক বন্ধের পরে
পুনরায় আত্মঘাতি কর্ম করে।

নির্দিষ্ট প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে
ধূমপানকে তুমি দাও ছেড়ে
সাময়িক অস্বস্তি বোধ হবে
বৃহত্তর স্বার্থে মেনে নেবে
নিকোটিন প্যাচ-গাম-স্প্রে ব্যবহারে
অস্বস্তির নিয়ন্ত্রণ অনেকেই করে।

মানুষ অভ্যাসের দাস হায়
অভ্যাসও মানুষের দাস রয়
সদিচ্ছা ও কঠিন মনোবল রবে
ধূমপান ছাড়া সহজ হবে।

"আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান"
প্রমিজ-করবে না আর ধূমপান
যদি ক'দিন বাঁচতে চাও
ধূমপানকে আজই 'গুডবাই' জানাও।

\

জ্বলছে এ জীবন সিগারেটে ভাই
বুঝেও অবুঝ আমরা সবাই
ধূমপানের পরিণতি অকাল মরণ
জেনেও ধূমপান করে মানুষজন।

তামাকের রহস্য অজানার কারণে
ওলামারা একে ‘মাকরুহ’ করতো মনে
এতে নেশার বস্তুর সন্ধান মিলেছে
তাই তো ‘ফতোয়া’ **হারাম** এসেছে।

বিশ্ব বরেণ্য ওলামাদের মতবাদ এটাই
সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই
মাদক সেবনকারী জান্নাতে যাবে না
হাদিসের রয়েছে পরিষ্কার ঘোষণা
এমন সতর্কবাণী থাকারও পরে
মুসলমান কী করে ধূমপান করে।

যেকোনো ‘পাবলিক প্লেসে’ হায়
ধূমপান সরকারিভাবেই নিষিদ্ধ রয়
অমান্য কেউ করলে তবে
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

বাসার ভিতর ধূমপানে হায়
পরিবারের সদস্যদের ঘোর আপত্তি রয়
ছাদে কিংবা রাস্তাঘাটে কাজটি সেরে
দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে ঢুকে ঘরে
ধূমপানে আভিজাত্য এখন আর নাই
ঘৃণার চোখেই একে দেখে সবাই।

তওবা-ইস্তেগফার করে নাও
ধূমপান আজই ছেড়ে দাও
সুস্থ শরীর সবল মন
বাঁচতে হলে প্রয়োজন
আসুন সবাই শপথ করি
ধূমপানমুক্ত বিশ্ব গড়ি।

ছেড়ে দাও থাকতে জান
ধূমপানে বিষ পান।

ভ্রান্ত আক্বীদাহ

মানুষ দৃঢ়ভাবে অন্তরে
যেই বিশ্বাস পোষণ করে
কুরআন-হাদিস দ্বারা যা প্রমাণিত রয়
এমন ধর্মবিশ্বাসকেই আক্বীদাহ কয়
দৃশ্যমান বস্তুতে আক্বীদাহ নয়
অদৃশ্যে বিশ্বাসই আক্বীদাহ হয়।

সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাসই সহিহ আক্বীদাহ তাই
ঈমান বলতেও বাঁধা নাই
আক্বীদাহর পরিধি সীমিত রয়
ঈমানের পরিধি বিস্তৃত হয়
ঈমানের মূলভিত্তি আক্বীদাহতে পাই
আক্বীদাহ বিনে ঈমান নাই।

কুরআন ও হাদিসকে তবে
আক্বীদার একমাত্র উৎস পাবে
আক্বীদাহ কারো বিশুদ্ধ না হলে
ইবাদত সবই যাবে বিফলে।

সহিহ আক্বীদার মধ্যে হায়
ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো রয়
কুরআন হাদিস পরিপন্থি আক্বীদাহ হলে
ভ্রান্ত আক্বীদাহ তাকে বলে
বেশিরভাগ মানুষকে সমাজে পাই
ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী সবাই।

ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের ভাই
অধিকাংশের অবস্থা এমনই পাই
মুখে যদিও কালেমা পড়ে
কুফরির প্রাসাদে বসবাস করে।

বাতিল মতাদর্শী বিভিন্ন গোষ্ঠী রয়
ভ্রান্ত আক্বীদার বীজ ছড়ায়
বাতিল ফেরকা ছড়িয়ে পড়ে
ঈমানের সাথে মানুষ কুফরি করে।

নামাজ পড়তে মসজিদে যায়
খাজার কাছে 'ধন' চায়
মাজারে গিয়ে সেজদা করে
বড়োপিরকে 'গাউসুল আজম' ধরে।

শরিয়তে কোনো মুক্তি নাই
মারেফাত নিয়েই ব্যস্ত পাই
আল্লাহর ওলীরা 'কুতুব' হায়
মিটিং করে এ বিশ্ব চালায়।

আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলো
'মুস্তাফা' নামে মদিনায় এলো
'আহামদ' ও 'আহাদ' একজনই পাই
সৃষ্টি ও স্রষ্টায় পার্থক্য নাই
সৃষ্টির সাথে স্রষ্টা মিশে যায়
'হুলুল' আক্বীদায় বিশ্বাস রয়।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাই
আরশের উপরে আল্লাহ নাই
সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তবে
স্রষ্টাকে তুমি খুঁজে পাবে
'মুমিনের ক্বলব' আল্লাহর আরশ হায়
এমন বিশ্বাসও অনেকেরই রয়।

"আল্লাহর 'ধন' রাসুলকে (সঃ) দিয়া
গেছেন আল্লাহ গায়েব হইয়া
রাসুলের (সঃ) 'ধন' খাজায় পাইয়া

‘আজমিরেতে’ আছে ঘুমাইয়া
কেউ ফিরে না খালি হাতে
খাজারে তোর দরবারেতে।”

আল্লাহর কোনো আকার নাই
নিরাকার হিসেবেই তাঁকে পাই
আল্লাহর হাত-পা-চোখ-চেহারা আছে
এমন কথা সবই মিছে।

রাসুলকে (স:) সৃষ্টি না করলে পরে
এ জগত সুষ্টি হতো নারে
নূরের তৈরী নবীকে পাই
এমন বিশ্বাসীর অভাব নাই।

গায়েবের মালিক শুধু আল্লাহ নয়
নবীও গায়েব জানে হায়
রাসুল (স:) ইচ্ছা করলে পরে
স্ব-শরীরে হাজির হতে পারে
মিলাদের অনুষ্ঠানে তাই তো হায়
দাঁড়িয়ে সালাম জানানো হয়।

কবরে রাসুল (স:) সরাসরি শুনতে পায়
উম্মতের সালামের জবাব দেয়
রাসুল (স:) ও মৃত ব্যক্তির ‘ওসিলা’ ধরে
অনেক মুসলমানই দোয়া করে
আওলিয়ারা কবরে শুনতে পারে
তাই তো ভক্তরা ডাকে তাদেরে।

দ্বীনকে ‘শরিয়ত’-‘মারেফাতে’ বিভক্তের পরে
ইবাদত-বন্দেগি পথভ্রষ্টরা করে
মারেফাতের স্তরে পৌঁছালে ভাই
নামাজ-রোজার আর দরকার নাই।

কবিরা গুনাহকারীকে কাফির মনে করে
হত্যাযজ্ঞ অপরাধ হিসেবে ধরে
একে হত্যা করলে তবে
পুণ্যের কাজ সেটা হবে
এমন হাজারো ভ্রান্ত আক্বীদা তবে
সমাজের মাঝে প্রচলিত পাবে।

আক্বীদাভ্রষ্ট এসব মুসলিমের ভাই
আমলে কোনো ঘাটতি নাই
তাদের ইবাদত-বন্দেগির কাছে যাবে
নিজের ইবাদতকে তুচ্ছ মনে হবে
অথচ ইসলাম থেকে এরা খারিজ হয়
শিকারলক্ষভ্রষ্ট তীর যেমন বেড়িয়ে যায়।

ভ্রান্ত আক্বীদাহ নিয়ে অন্তরে
ইবাদত-বন্দেগি যাচ্ছো করে
আশায় বুক বেধেছো ভাই
পরকালে যেন জান্নাত পাই
প্রত্যাশা তোমার অপূর্ণ রবে
পুরস্কার হিসেবে জাহান্নামই পাবে।

বিশুদ্ধ আক্বীদাহ হক তাই
ভ্রান্ত আক্বীদাহ বাতিল পাই
নবী-রাসুলরা (স:) যুগে যুগে এসে
হকের দাওয়াতই দিয়ে গেছে
সহিহ আক্বীদাহ অন্তরে রবে
হাশরে পুরস্কার জান্নাত পাবে।

ইবাদত-বন্দেগি করলেও ভাই
ধর্মের সঠিক বুঝ অন্তরে নাই
রাসুলের (স:) বিধানকে পিছে ফেলে
বাপ-দাদার অন্ধ বিশ্বাসে চলে
হকের সাথে বাতিল মিশায়
ভ্রান্ত আক্বীদায় জড়িয়ে যায়।

ভ্রান্ত আক্বীদার ‘গুনাহকে’ তবে
‘শিরকের’ সাথে জড়িত পাবে
শিরক সেদিন মাফ হবে না
মুশরিক তাই তো জান্নাত পাবে না।

আক্বীদায় যার ভেজাল রয়
ইসলাম থেকে সে খারিজ হয়
একেবারেই ব্যর্থ মানুষ হবে
বন্দেগি সবই বিফলে যাবে।

নামাজ-রোজা যতই করুক না
জান্নাতে সে কখনো যাবে না
জাহান্নামই শেষ ঠিকানা হবে
ইসলামের বিধান এমনই পাবে।

প্রকৃত মুসলমানের জীবন তাই
সহিহ আক্বীদার উপরই প্রতিষ্ঠিত চাই
বাঁচতে যদি পরকালে চাও
তওবা-ইস্তেগফার করে নাও।

ভ্রান্ত আক্বীদার পথ ছেড়ে
সঠিক দ্বীনে এসো ফিরে
জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে
সাধ্য কার জান্নাত ঠেকাবে।

আসুন মিলে শপথ করি
ভ্রান্ত আক্বীদার সমাধি গড়ি।

শাফায়াতের বিভ্রান্তি

কারো কল্যাণ কামনা করে
নয়তো অকল্যাণ ঠেকানোর তরে
কোনো ব্যক্তির যখন মধ্যস্থতা হয়
'শাফায়াত' বলতে একেই বুঝায়।

পাপী মুমিনের জন্য তবে
পরকালে যে সুপারিশ হবে
আখিরাতের সুপারিশ সেটাকে পাই
মূল আলোচ্য বিষয় এটাই।

সাফায়াত শুধুমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে
অন্যকেহ সুযোগ পাবে নারে
যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন
অনুমতি যাদেরকে তিনি দেবেন
তারাও সুপারিশের সুযোগ পাবে
শরিয়তের বিধান এমনই রবে।

বিশুদ্ধ আক্বীদায় কবরে যাবে
বড়ো শিরক-কুফর নাহি রবে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে
নাজাত পেয়ে গেছো হাশরে
উপরন্ত স্রষ্টার অনুমতি নেবে
তবেই না সুপারিশকারী হবে ।

নবীরাসুল-ফেরেশতা-সহিদ-সিদ্দিক তাই
হাফেজ-ওলি-নেক বান্দা পাই
হাশরের মাঠে এরাই তবে
সুপারিশের সুযোগ পেয়ে যাবে।

সুপারিশ কারো পেতে চাও
মুমিন বান্দা বনে যাও
আল্লাহর সন্তুষ্টিও থাকা চাই
নইলে সুপারিশ নসিবে নাই।

রাসুলের (স:) সার্বজনীন সুপারিশে
বিচারকার্য শুরু হবে শেষে
সুপারিশে 'উজমা' বলতে এটাই
সর্ববৃহৎ সুপারিশ হাশরে পাই।

রাসুলের (স:) সুপারিশের সৌভাগ্যে তবে
বিনা হিসেবে এক দল জান্নাতে যাবে
পাপপুণ্য যাদের সমান রবে
নবীর সাফায়াতে জান্নাত পাবে।

পাপী মুমিন একদল রবে
জাহান্নামের ফায়সালা তাদের হবে
সেখানে ঢুকার আগেই তবে
শাফায়াতের বদৌলতে জান্নাত পাবে।

আর একগ্রুপ পাপী মুমিন রবে
জাহান্নামে পুড়ে অঙ্গার হবে
সুপারিশের বদৌলতে একসময় তবে
শাস্তি শেষের আগেই বেরিয়ে যাবে।

সর্বশেষ কিছু জাহান্নামির তবে
'সরষে' পরিমাণ হলেও ঈমান রবে
রবের 'গ্রীন সিগনাল' হবে
রাসুল (স:) বের করে নেবে।

সুপারিশের উপর ভর করে
পুণ্যবানদের মর্যাদা যাবে বেড়ে

পাপীদের পাপ মুছে যাবে
জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ হবে।

কাফির-মুশরিক-মুনাফিক-জালিম রবে
কারো সুপারিশ নাহি পাবে
পাপী মুমিন-মুসলমান হবে
সুপারিশে লাভবান তারাই তবে।

আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দা রয়
যারা তাদের মর্যাদার বদৌলতে হায়
রবের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে
সুপারিশে ভক্তদের নেবে তরিয়ে
এমন বিশ্বাস রয় যার
মুশরিক ছাড়া সে কী আর।

পীরকে অগ্রিম সুপারিশকারী ধরে
একদল মানুষ ধোঁকায় আছে পড়ে
যতবড়ো বুজুর্গই হউক নাকো ভাই
সুপারিশের নিশ্চয়তা কারোরই নাই
হাশরে যে নাজাত পাবে
সুপরিশকারী একমাত্র সেই হবে।

হাশরে নাজাত কে পাবে তাই
অগ্রিম কারো জানা নাই
এমন 'গ্যারান্টি' কে দিল তবে
নিশ্চিত পীরবাবা সুপারিশকারী হবে।

সেজদা-মানসি-জবাই ধরে
বাবার ইবাদতই যাচ্ছো করে
ট্রেন-লঞ্চ-জাহাজ ভরে
তরিয়ে নেবে রোজ হাশরে
জান্নাতের টিকিট কনফার্ম সবার
কেবলই একটু সময়ের ব্যাপার।

স্রষ্টার ইবাদত সৃষ্টির জন্য করে
মুশরিক বনে গেছো পরে

কারো সুপারিশই তুমি পাবে না
কুরআনে রয়েছে পরিষ্কার ঘোষণা।

হাশরের মাঠে সেদিন তবে
'ইয়ানাফসি ইয়ানাফসি' বলবে সবে
নিজের নাজাত নিয়েই সংশয়ে রবে
পীর কী করে মুরিদের খবর নিবে।

প্রত্যেক মানুষই হাশরে তবে
একাকী স্রষ্টার মুখোমুখি হবে
বাবাকে সুপারিশকারী ধরে
কোন ভরসায় আছো পড়ে।

কারো শাফায়াতকারী হতে হায়
পীর-মুর্শিদ হওয়া শর্ত নয়
ঈমান আক্বীদাহ সহিহ রবে
সুপারিশের সুয়োগ যেকেহ পাবে
আক্বীদায় ভেজাল থাকলে ভাই
পীর-মুর্শিদেরও খাওয়া নাই।

বড়োই পরিতাপের বিষয় ভাই
অধিকাংশ পীরের আক্বীদাহই সহিহ নাই
'তাগুতের' ভূমিকায় অভিনয় করে
নিজেই ধোঁকায় আছে পড়ে।

শাফায়াত কী করে করবে তারা
নিজেরাই হাশরে পড়বে ধরা
এটা তাদের শুধুই প্রতারণা
নিজের জন্যই সুপারিশকারী পাবে না।

সহায়-সম্বল সবই দিয়ে
মরীচিকার পিছে ছুটছো ধেয়ে
হাশরে শেষ রক্ষা হবে না
কোনো সুপারিশকারী তুমি পাবে না।

অনেককেই এমন দেখতে পাই
নিজে দ্বীনের উপরে নাই
ঈমান আমলের ধার না ধারে
স্রষ্টার ভয় নাহি অন্তরে।

পরকালে সুপারিশ পাবার আশায়
ছেলেকে কুরআনের হাফেজ বানায়
জেনে রাখা ভালো তাই
বেইমানের কোনো শাফায়াতকারী নাই
শাফায়াত পেতে হলে তবে
নিজেকেও মুমিন-মুসলমান হতে হবে।

প্রত্যেক নবীরই একটি বিশেষ দোয়া রয়
যা কবুলের নিশ্চয়তা দিয়েছেন খোদায়
মোদের নবী উম্মতের সাফায়াতের তরে
রেখেছেন সেটাকে সংরক্ষণ করে
যার জন্য নবীর সাফায়াত হবে
নিশ্চিত সে জান্নাত পাবে।

এখলাসের সাথে 'লা ইলাহা' পড়ো
বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো
রাসুলের (স:) সুপারিশের জন্য তবে
তুমিই সবচেয়ে বেশি হকদার হবে।

শিরকমুক্ত ঈমান গড়ো
বিদাতমুক্ত আমল ধরো
নফল নামাজ বেশি বেশি পড়ো
আজানের দোয়ার আমল করো
নবীর শাফায়াত মিলে যাবে
নিশ্চিত নাজাত হাশরে পাবে।

ভূয়া টিকিট না কিনে ভাই
নিজের ঈমান-আক্বীদাহকে সুধরাই
রাসুল (স:) নিজেই সুপারিশ করে
তরিয়ে নিবে রোজ হাশরে
পরকালে মুক্তি মিলে যাবে
'সাফায়াতের বিভ্রান্তি' নাহি রবে।

তাওহিদের গুরুত্ব

আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়-সমকক্ষহীন হয়
কোনো শরিক তাঁর নাহি রয়
একাত্ববাদের এ বিশ্বাসকে ধরে
জীবনকে তুমি নাও গড়ে
তাওহিদ এরই নাম পাই
তাওহিদ বিনে জান্নাত নাই।

তাওহিদ ঈমানের ভিত্তি রয়
আল্লাহতে একনিষ্ঠ আনুগত্য শিখায়
শিরক-বিদাত থেকে দূরে রাখে
এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকে
মানুষকে সরল পথের সন্ধান দেয়
জান্নাতের রাস্তা এতে সুগম হয়।

তাওহিদের জায়গা অন্তরে পাই
তাওহিদ বিনে ঈমান নাই
কথায়ও একে মেনে যাই
কর্মেও তার বাস্তবায়ন চাই।

তাওহিদের রোকন খুঁজতে যাবে
দু'টি শর্ত তুমি পাবে
তাগুতকে বর্জন করে ভাই
এক আল্লাহর উপরই ঈমান চাই।

ইসলামে তাওহিদ বলতে হায়
এক উপাস্যের ধারণাকেই বুঝায়
ইসলামি আদর্শের মূল নীতি তবে
তাওহিদের মাঝেই খুঁজে পাবে।

মুমিন হতে হলে ভাই
তাওহিদের বিশ্বাস সর্বাগ্রে চাই
নবী-রাসুলগণ ধরাতে এসে
তাওহিদই প্রতিষ্ঠা করে গেছে।

ঈমানের যত আরকান রবে
আল্লাহতে বিশ্বাসকেই সর্বোত্তম পাবে
‘ঈমান বিল্লাহর’ নামই তাওহিদ ভাই
তাওহিদের গুরুত্ব মানুষের নাই
তিনটি অংশ এর পাওয়া যায়
প্রতিপালন-গুণাবলী-ইবাদত রয়।

কাফির-মুশরিকও আল্লাহকেই স্রষ্টা মানে
রিজিকদাতা-পালনকর্তা হিসেবেও জানে
‘সৃষ্টি ও প্রতিপালনের তাওহিদ’ হায়
কাফির-মুশরিকরাও মেনে যায়
‘তাঁর নাম ও গুণাবলীর তাওহিদও’ তাই
মানতে তেমন কোনো আপত্তি নাই।

একমাত্র উপাস্য তিনিই ভবে
সমস্ত ইবাদত তাঁরই জন্য হবে
নবীর তরিকায় ইবাদত ধরো
‘ইত্তেবার তাওহিদ’ আদায় করো।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে” ভাই
তাওহিদের কালেমা বলে সবাই
‘লা ইলাহায়’ না-বোধক রয়
‘ইল্লাল্লাহতে’ হাঁ-বোধক হয়।

না-বোধক তাগুতকে অস্বীকার করে
হাঁ-বোধক এক আল্লাহকেই ধরে
নাই কোন হক মাবুদ ভবে
এক আল্লাহ বিনে তবে।

তাওহিদের বাক্যে এভাবেই তবে
দু'টি অংশ দেখতে পাবে
না-বোধক ও হাঁ-বোধক রবে
তবেই না তাওহিদ প্রস্ফুটিত হবে ।

'ইবাদতের তাওহিদে' এসে ভাই
যত ভেজাল দেখতে পাই
কাফির-মুশরিকরা ইবাদত করে
স্রষ্টার পাশাপাশি গায়রুল্লাহকেও ধরে
তারা মূর্তি পূজা করে গেছে মরে
'হালে' মুসলমান পীরমাজারের ইবাদত করে।

উভয়েই মুশরিক বনেছে ভাই
মুমিন তাদের কেহই নাই
'ইবাদতের তাওহিদ' বিনে তাই
শুধু 'রুবুবিয়াতে' ঈমান নাই
মুমিন যদি হতে চাও
শতভাগ তাওহিদ মেনে নাও।

পীরমাজারে সেজদা-মানসি ধরে
'ইবাদতের তাওহিদ' ভঙ্গ করে
তাওহিদের সীমা এতে লঙ্ঘিত হয়
শিরকের অপরাধে মানুষ জড়ায়
তাওহিদের বিপরীত শিরক তাই
মুশরিকের জন্য জান্নাত নাই।

যুগেযুগে নবী-রাসুল ধরাতে এসে
এক আল্লাহর ইবাদতের কথাই বলে গেছে
আসমানি কিতাব নাজিল করে
গায়রুল্লাহর ইবাদত হারাম করেছে পরে।

প্রতিপালন ও গুণাবলীর তাওহিদ মেনে
মুমিন তুমি হলে কেমনে
আরবের বিধর্মীরাও এ কাজ করে
কাফির-মুশরিকই রয়েছে পরে
তাই তো মুমিন হতে যাবে
ইবাদত শুধুমাত্র এক আল্লাহরই হবে।

প্রতিপালনও ইবাদতের তাওহিদের মধ্যে তাই
অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক খুঁজে পাই
প্রতিপালনের তাওহিদই পরে
ইবাদতের তাওহিদকে আবশ্যক করে
স্রষ্টা ও প্রতিপালক যে তোমার
ইবাদত হবে শুধুই তার।

তিনি একাই যেহেতু স্রষ্টা ভবে
মাবুদ হওয়ার যোগ্যতাও তাঁরই রবে
গায়রুল্লাহকে যে মাবুদ বানিয়েছে
নাই কোনো 'সনদ' তার কাছে।

আল্লাহ ভিন্ন যদি উপাস্য থাকতো
কতৃত্বের দ্বন্দ্ব একসময় হতো
নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে
ধ্বংস হয়ে যেতো উভয়ে।

যারা তাদের ঈমানকে ভাই
শিরকের সাথে মিশায় নাই
দু'জাহানেই তারা নিরাপত্তা পাবে
হেদায়েত প্রাপ্ত তারাই ভবে।

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ তাই
তাওহিদের মাঝেই খুঁজে পাই

তাওহিদ নিয়ে কবরে যাবে
জান্নাতের টিকিট হাতে পাবে।

ঈমান-আমলের জিন্দিগি হবে
শিরক-কুফর নাহি রবে
মুমিন-মুসলমান বনে যাবে
তবেই না তাওহিদ পূর্ণতা পাবে।

মানুষ যখন সৃষ্টি হলো
একই জাতি সবাই ছিল
তাওহিদের উপর ভিত্তি করে
দু'ভাগ হয়ে গেছে পরে
যার দিলে তাওহিদ নাই
কাফির-মুশরিক তাদেরকে পাই।

বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানে ভাই
অধিকাংশ মুসলিমের তাওহিদ নাই
পীর আর মাজার পূজা দিয়ে
সমাজটা শিরকে গেছে ছেয়ে।

ঈমান যারা এনেছে ভবে
অধিকাংশই তাদের মুশরিক পাবে
আল্লাহর ইবাদত যদিও করে
গায়রুল্লাহর ইবাদত নাহি ছাড়ে
ইবাদতের তাওহিদ ভঙ্গ হয়
তাই তো মুশরিক বনে যায়।

ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহরই হবে
মানুষ সৃষ্টি এজন্যই ভবে
কুরআনেও আল্লাহ বারবার করে
ইবাদতের তাগিদ দিয়েছেন শুধুই তারে

এরপরও মানুষ কোন সাহসের ভরে
পীর-মাজারের ইবাদত করে।

জেনে রেখো "হে মুশরিক তবে"
ঠিকানা তোমার জাহান্নামই হবে
যত নামাজ-রোজাই করো না ভাই
কপালে তোমার জান্নাত নাই।

সতেজ সম্ভাবনাময় চারাগাছ তাওহিদকে পাই
শিকড় যার উর্বর অন্তরের গভীরে ভাই
তাওহিদের দুর্গে ঢুকে যাবে
বাতিল প্রভুর গোলামি হতে মুক্তি পাবে
অন্তরে তাওহিদের আলো রবে
শিরক-কুফরে মানুষ নাহি জড়াবে।

দুর্গা আর দরগা ছাড়ো
এক আল্লাহরই ইবাদত করো
তাওহিদের পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে
জান্নাতকে হাতের মুঠোয় পাবে।

প্রবৃত্তির ধোঁকা

শক্তিশালী একখন্ড মাংশপিণ্ড হায়
মানবদেহে যার অবস্থান রয়
সকল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার পরে
ইচ্ছাস্বাধীন তার বাস্তবায়ন করে
প্রবৃত্তি এরই নাম তবে
ভালো-মন্দের প্রবণতা এতে পাবে।

জন্মগত প্রবণতা 'মনের' রয়
মন্দ কাজের আদেশই বেশি দেয়
নফস বা মনের এই অবস্থাকে ভবে
নফসে 'আম্মারাহ' বলে সবে
কু-প্রবৃত্তি নামে সমাজে চলে
প্রবৃত্তির তাড়নাও অনেকে বলে।

নফস হারামের প্রতি ঝুকে গেলে
প্রবৃত্তির ধোঁকা তাকেই বলে
কু-কর্মের দ্বারা সে মানুষকে পরে
জাহান্নামের দিকেই ধাবিত করে।

আদর-যত্ন করলে তারে
পাপ সাগরে ডুবিয়ে মারে
অপমান-অযত্ন করলে তবে
বন্ধুসুলভ আচরণ তাথেকে পাবে
আজব এক সাথি 'নফস' তাই
প্রধান শত্রু মানুষের পাই।

নফসের উসকানি থেকে হায়
কোনো মানুষই নিরাপদ নয়
শয়তান তার দোসর হয়
কু-মন্ত্রণায় মদদ জোগায়।

সমাজের অধিকাংশ মানুষকে পাবে
কু-প্রবৃত্তির গোলামিই করছে ভবে
আল্লাহর ভয় নাহি অন্তরে
ঈমান আমলের ধার না ধারে
দু'হাতে পাপ করছে কামাই
তওবা-ইস্তেগফারও করে না ভাই।

প্রবৃত্তির ধোঁকা এমনই রয়
'ভালো কাজকে' মন্দ বানায়
'মন্দকে' সুশোভিত করে
মানুষের সামনে তুলে ধরে
দুনিয়া পূজারি মানুষ হায়
লোভেই পাপে জড়িয়ে যায়।

বিবেক বুদ্ধি এতে লোপ পায়
ভালোমন্দের বুঝ নাহি রয়
আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে
হেদায়েতের আলো পৌঁছে না অন্তরে।

কামনা-বাসনাকে যে 'ইলা' বানিয়েছে
নাই কোনো সনদ তার কাছে
প্রবৃত্তিকে যারা উপাস্য ধরে
আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্ট করে
কাফির-মুশরিকের নফস এটাই
চির জাহান্নাম ঠিকানা পাই।

প্রবৃত্তি পূজারির অন্তরকে হায়
'মোহর' মেরে দেওয়া হয়
চোখ থাকতেও অন্ধ পাই
কান থাকলেও বধির তাই
পশুর মতোই এরা তবে
এথেকেও বরং খারাপ পাবে।

‘নফস’ তোমাকে দেয় কুমন্ত্রণা
স্রষ্টার সবই আছে জানা
পরীক্ষা করার জন্যই তবে
এহেন ব্যবস্থা করেছেন রবে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তাই
নফসে আম্মারার বয়কট চাই
যে করেই হউক তোমাকে তবে
বেরিয়ে এখেকে আসতেই হবে
প্রবৃত্তির গোলামি ছেড়ে দাও
প্রবৃত্তিকেই গোলাম বানিয়ে নাও।

আল্লাহকে অন্তরে ভয় করে
গোনাহের কাজ দাও ছেড়ে
তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে যাও
ঈমান-আমলের জিন্দিগি বানাও।

ঘুমন্ত বিবেক জাগ্রত হবে
আল্লাহর রহমত তুমি পাবে
নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ করে
নফসে ‘লাওয়ামার’ পোশাক নাও পরে।

কৃত পাপের সমালোচনা ধরো
নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করো
নফসে ‘লাওয়ামাহ’ বলতে তাই
আত্মভর্ৎসনাকারী এক আত্মাকেই পাই।

ঈমান যদিও আছে অন্তরে
সীমালঙ্ঘনে পাপকাজ তবুও করে
অন্তরে অনুশূচনায় ঝড় বয়
পরক্ষণেই তওবা করে নেয়
‘নফস’ ও শয়তানের মোকাবিলা করে
পাপ থেকে থাকতে চায় দূরে।

নবী-রাসুল (স:) বাদে তবে
মুমিনের 'নফস' এমনই পাবে
নফসে 'লাওয়ামাহ' বলতে তাই
নফসে মুমিনাকেই খুঁজে পাই
সমাজের অধিকাংশ মুসলমানকে ভাই
এমন নফসেরই অধিকারী পাই।

দ্বীনের উপর থাকতে চাও
নফসে লাওয়ামাকে 'ফুয়েল' দাও
ঈমানসহ নেক আমল হবে
লাওয়ামার নিয়ন্ত্রণেই তুমি রবে
দুনিয়াতে যেমন সফলতা পাবে
পরকালেও জান্নাত মিলে যাবে।

নফসের সর্বোচ্চ স্তরে যাবে
নফসে 'মুতমাইন্নাহ' নাম হবে
নবী-রাসুল (স:) যত রবে
সকলের নফসই এ পর্যায়ের পাবে
মুমিন বান্দারাও চেষ্টা-ফিকির করে
নফসের এই স্তরে পৌঁছাতে পারে।

প্রশান্ত পরমাত্মা এটা তাই
খাঁটি মুমিনের মধ্যেই পাই
পাপের নেশা নাহি রয়
নেকিই শুধু করে বেড়ায়
সুখে কিংবা দুঃখে থাকে
ভরসা আল্লাহর উপরই রাখে।

ঈমান-তাক্বওয়ায় ভরা পাবে
শিরক বিদাত নাহি রবে
আল্লাহ তার প্রতি সন্তোষ্ট রয়
সেও আল্লাহর প্রতি সন্তোষ্ট হয়
সরাসরি জান্নাত পরকালে পাবে
হেথায় সে চিরকাল রবে।

"

বনি আদমের ক্বলবসমূহ হায়
সম্পূর্ণই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়
যেকোনো কুচিন্তা আসলেও ভাই
বান্দার এতে কোনো অপরাধ নাই
স্বেচ্ছায় কুচিন্তার বাস্তবায়ন হবে
পাপের দায়ভার ঘাড়ে বর্তাবে।

ভালো-মন্দের বুঝ হায়
অন্তরে ঢুকে দিয়েছেন স্রষ্টায়
নিজেকে পবিত্র করবে যে
সফলতার জীবন পাবে সে
আত্মাকে কলুষিত করে যাবে
ব্যর্থতার গ্লানি জীবনে পাবে।

প্রবৃত্তি যখন নিয়ন্ত্রণে রবে
শ্রেষ্ঠত্বের আসন মানুষ পাবে
বল্গাহীনভাবে চলতে দিলে হায়
মনুষত্বহীন পশু বানাবে তোমায়
আত্মনিয়ন্ত্রণ মানুষকে জান্নাতে ঠেলে
প্রবৃত্তির চরিতার্থ দেয় জাহান্নামে ফেলে।

শরিয়তের বিধান দিয়ে তোমারে
পাঠিয়েছেন স্রষ্টা ধরার পরে
এরই অনুসরণ করো ভাই
প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়তে নাই
প্রবৃত্তির কাছে মানুষ বন্দি এমন
পতিতার কাছে তার 'খদ্দর' যেমন।

প্রবৃত্তি বুদ্ধিমত্তাকে আড়াল করে
সঠিকতা থেকে রাখে দূরে
হালাল হারামের বুঝ নাহি রয়
নির্দ্বিধায় পাপাচার করে বেড়ায়।

দলিল প্রমাণ দেখালেও হায়
ফেরানো কভু নাহি যায়
বুদ্ধিমত্তা প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হবে
সফলতার স্বাদ পেয়ে যাবে।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে যে কঠোর হবে
সবচেয়ে বাহাদুর সেই তো ভবে
আল্লাহর সন্তুষ্টি যদি চাও
নফসকে 'নাখোস' করে নাও
প্রবৃত্তি আর দ্বীনকে কখনো তবে
একই সূতায় গাঁথা নাহি পাবে।

হয় মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে
নয়তো প্রবৃত্তির ধোঁকায় পড়ে
প্রবৃত্তির গোলামিতে অন্তর কঠিন তবে
সমস্ত গুনাকেই হালকা মনে হবে
অনুসরণে মানবতা কলুষিত রয়
বিরোধীতায় মানবতা পুনরুজ্জিবীত হয়।

মন যদি বামে যেতে বলে
ডানে তুমি যাবে চলে
নিয়মিত আল্লাহর জিকির ধরে
অন্তরকে নাও প্রশান্ত করে
'নফস' জিন্দা হযে যাবে
প্রবৃত্তির ধোঁকা নাহি রবে।

আল্লাহর বিধান পালনে হায়
প্রবৃত্তি নামক 'তাগুতই' প্রধান অন্তরায়
মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে তাই
প্রবৃত্তির কোনো জুড়ি নাই
শয়তানকে কে শয়তান বানালো
খুঁজতে খুঁজতে এরই নাম এলো।

শত্রুর সাথে যেভাবে যুদ্ধ করো
তারচেয়েও শক্ত করে 'প্রবৃত্তিকে' ধরো
এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে
আল্লাহর ভরসা রাখো অন্তরে
বিজয় নিশ্চিত তোমারই হবে
হাশরে জান্নাত পেয়ে যাবে।

স্রষ্টাকে অন্তরে ভয় করে
প্রবৃত্তি থেকে থাকো দূরে
'হাওয়া' নামক তাগুতকে তাই
বর্জন করা ফরজ পাই।

আল্লাহর মুহাব্বতে অন্তর পূর্ণ করি
তার নৈকট্যের পথ ধরি
তব দরবারে ফরিয়াদ একটাই
'প্রবৃত্তির ধোঁকা' থেকে বাঁচতে চাই।

শরিয়তের আলোকে ইছালে সওয়াব

মুমিন-মুসলমান আমরা ভাই
স্বজনহারা শোকে ব্যথিত হই
মৃতব্যক্তির কল্যাণে যবে
নেক আমলের সওয়াব বখশে দেবে
ইছালে সওয়াব এটাই হায়
নিকট আত্মীয়ের দায়িত্বে রয়।

মৃতুব্যক্তি আজ বড়োই অসহায়
আমলনামা তার বন্ধ হয়ে যায়
আপন জনের অপেক্ষায় থাকে
পাঠায় যদি কেহ পুণ্য তাকে
শরিয়তের বিধান অনুসরণ করে
সওয়াব বখশে দাও তারে।

বাবা-মা-আপনজনের মৃত্যুতে ভাই
দোয়া অবশ্যই নিজে করা চাই
সমাজের কালচার ভিন্ন রয়
হুজুর ডেকেই সবাই 'দোয়া' করায়।

আবার কখনও দেখা যায়
গোরস্থানকেন্দ্রিক একদল হুজুর রয়
টাকার বিনিময়ে চুক্তির পরে
দোয়া বিক্রির ব্যবসা করে
বড়ো শহরের কবরস্থানে যাবে
এমন চিত্রই দেখতে পাবে।

দোয়া নিজেই করতে হবে ভাই
টাকা দিয়ে করানোর বিধান নাই
মৃতের জানাজায় শরিক হবে

সালাতরূপী দোয়া সেটাও তবে
দোয়া করা ও চাওয়ার রীতি পাই
'করানোর' বিধান ইসলামে নাই।

স্বজনের বিরহে কিযে ব্যথা অন্তরে
হুজুর বুঝবে কেমন করে
নিজের আবেগকে তুলে ধরো
নিজ দায়িত্বে দোয়া করো
মাগফিরাতের দোয়াও করা চাই
আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করে ভাই।

মৃত ব্যক্তির জন্য তবে
বেশিবেশি দান করে যাবে
মসজিদ-মাদ্রাসা-গোরস্থান গড়ে দাও
পুকুর-টিউবয়েল-রাস্তাঘাট বানাও
সদকায়ে জারিয়া বনে যাবে
কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব মৃতব্যক্তি পাবে।

আমাদের দেশের মানুষ হায়
লাভজনক এসব আমলে অভ্যস্থ নয়
সমাজের মানুষের চাপে পড়ে
চল্লিশা-চেহলামের-মৃত্যুবার্ষিকী করে
বড়ো বড়ো গোরু মহিষ জবাই হয়
নামি দামি মানুষেরা পেটপুড়ে খায়।

সদকার খানা এটা হায়
গরিবের হক ধনীরাই খায়
লক্ষলক্ষ টাকা খরচ করলে ভাই
ইসলামে যার অনুমোদনই নাই।

কাঙালিভোজ যদি দিতেই চাও
এতিমখানা-লিল্লাহ বোডিংয়ে দিয়ে দাও

সদকার খানার হকদার তারাই
ধনীদের খাওয়ার সুযোগ নাই।

মৃতের উদ্দেশ্যে গরিব খাওয়াবে
সাময়িক সওয়াব মৃতব্যক্তি পাবে
সদকায়ে জারিয়ার দানে তবে
দীর্ঘস্থায়ী সওয়াবের ব্যবস্থা হবে।

মৃত ব্যক্তির আত্মা হায়
তার ঋণের সাথে ঝুলে রয়
ঋণ যদি করে যেয়ে থাকে
শোধ করে দাও আগে
দায় থেকে বেঁচে যাবে
নইলে বোঝা ঘাড়ে রবে।

'ঋণ' রেখে বাবামা বিদায় হবে
দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা নেবে
সম্পদ ফুরালে ফুরিয়ে যাবে
ঋণ পরিশোধ করতেই হবে।

'হজ' ফরজ ছিল ভাই
করে যেতে পারে নাই
বদলি হজ করে দেবে
পাপ থেকে বেঁচে যাবে।

'অসিয়ত' করে গেলে কিছু
বাস্তবায়নে হবে না পিছু
সম্পত্তির ব্যাপারে যদি হবে
এক তৃতীয়াংশ দান করা যাবে
পুরো সম্পত্তির কথা বললেও ভাই
দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নাই।

কোনো বৈধ 'মানত' করে যাবে
পূরণ করে দিতেই হবে

পীর-মাজারের মানত ভাই
পূরণের কোনো সুযোগই নাই
অবৈধ মানত পূরণে তবে
মৃতের আমলনামায় পাপ বর্তাবে।

কোনো 'জুলুম' করে চলে যাবে
পক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে
মৃতের আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব রবে
তাদের খোঁজ-খবর নেবে।

'ওয়াদা' যদি কিছু থাকে
পালনের ব্যবস্থা করো তাকে
'আমানত' যদি কিছু রবে
দ্রুত ফেরতের ব্যবস্থা নেবে।

সুন্নত তরিকা মেনেই তবে
কবর জিয়ারত করা যাবে
মৃতের জন্য দোয়াই করবে ভাই
কিছু চাওয়ার কোনোই সুযোগ নাই।

শরিয়তবিরোধী কোনো কর্ম ধরে
গুনাহের রাস্তা চালু গেছে করে
নিজ দায়িত্বে 'ক্লোজ' করে দাও
সীমাহীন পাপ থেকে তাকে বাঁচাও।

'ভালো' কোনোকাজ চালু করে
প্রিয়জন তোমার গেছে মরে
কষ্ট করে হলেও ভাই
ধরে সেটাকে রাখা চাই

মৃতের মঙ্গল এতে হবে
পুণ্যের ভাগ নিজেও পাবে।

সমাজের বাস্তবতা ভিন্ন পাই
বাপদাদার ঐতিহ্যে আছে সবাই
চল্লিশা-চেহলাম-মিলাদ পড়ে
কুলখানি-কুরআনখানি-ফাতেহাখানি করে
ছুন্নত পরিপন্থি এসব তাই
ইসলামের স্বর্ণযুগেও ছিল না ভাই।

বিধর্মীদের কালচার এসব হায়
মুসলমানের জন্য বৈধ নয়
সমাজের মানুষের ভয়-ডরে
নির্বোধের মতো যাচ্ছে করে।

গতানুগতিক এসবে তবে
মৃতব্যক্তি কিছুই নাহি পাবে
ইছালে সওয়াবের নাম করে
ধোঁকাই দিচ্ছে মানুষ তারে।

সওয়াব রেছানি করতে ভাই
মানুষের কোনো সাধ্য নাই
একমাত্র মাধ্যম আল্লাহকে পাবে
সওয়াব মৃতব্যক্তিকে পৌঁছে দেবে।

সুন্নত তরিকায় রেছানি হবে
মৃতব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাবে
বিদাতি পন্থায় হলে ভাই
আল্লাহ-রাসুলের (স:) সম্মতি নাই
যত সওয়াবই পাঠিয়ে দেবে
মৃতব্যক্তি কিছুই নাহি পাবে।

ইছালে সওয়াব একটি 'ইবাদত' তাই
আল্লাহর রাজিখুশি এতে চাই

রাসুলের (স:) তরিকায় হতে হবে
তবেই না কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবে।

সওয়াব রেছানি করতে চাও
সুন্নত মোতাবেক কর্মে যাও
প্রকৃত ইছালে সওয়াব হবে
মৃতব্যক্তি লাভ পুরোটাই পাবে।

রসম-রেওয়াজের ভীড়ে পড়ে
সঠিক রীতিনীতি গেছে মরে
ভ্রান্তপথেই সওয়াব রেছানি হয়
দাতা-গ্রহিতা কিছুই নাহি পায়।

সঠিক সওয়াব রেছানি হলে
দৈত সুবিধা যাবে মিলে
আমলকারীর সওয়াবে ঘাটতি না হবে
মৃতব্যক্তিও পুণ্য পুরোটাই পাবে।

সওয়াব রেছানির কারণে তবে
জান্নাতের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে
জান্নাতির 'দরজা বুলন্দ' হবে
এমন সুবিধাই মৃতব্যক্তি পাবে।

শুনলাম-জানলাম-মানলাম ভাই
মুমিনের বৈশিষ্ট এমনই পাই
শুনলাম কিন্তু মানলাম নারে
মুনাফিকই সাধারণত এমনটি করে।

বিদাতি পন্থার সমাধি গড়ি
সঠিক ইছালে সওয়াব 'প্র্যাকটিস' করি।

ধোঁকার দুনিয়া

মানুষের জীবনটাকে স্রষ্টা তাই
দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন ভাই
এক অংশের নাম দুনিয়া তবে
বাকি অংশকে আখিরাত পাবে।

'দুনুব্বুন' থেকে দুনিয়া হয়
অর্থ যার ক্ষণস্থায়ী রয়
দুনিয়া মানেই ক্ষণস্থায়ী তাই
আখিরাতকেই শুধু চিরস্থায়ী পাই।

পার্থিব জীবনটা করে প্রতারণা
ভুল পথে মানুষকে করে চালনা
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্যে পড়ে
মনচাহে জিন্দেগি দেয় শুরু করে
ধোঁকার দুনিয়া একেই বলে
মানুষ তো ধরা এরই জালে।

বৃষ্টি যখন ধরাতে পড়ে
সবুজ শস্যে মাঠ ভরে
ভোরের বাতাস দোলা দিয়ে যায়
কৃষকের মন আনন্দে হারায়।

অল্পদিনেই জমিন আবার শুকায়
সবুজ শস্য মরে খড়কুটা হয়
বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় তারে
যেন ছিলনা কিছুই জমিনের পরে
ধোঁকার দুনিয়ায় তাই তো হায়
কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

ছোটোবেলা কেটে যায় খেলাধুলায়
সতেজ যৌবন অহমিকা-রংতামাশায়
ধন-জনের প্রতিযোগীতা মানুষ করে
দেখতে না দেখতেই বার্ধক্যে ধরে।

দেহের সজীবতা বিলীন হয়ে যায়
জীবন প্রদীপ যেন নিভু নিভু হায়
চুলদাড়ি মানুষের যায় পেকে
মৃত্যু একদিন নিয়ে যায় তাকে।

'হুংকারে' যার কাঁপতো মাটি থরথরে
আজ নিজেই মাটির গর্তে পড়ে
প্রতিটি উত্থানেরই পতন হয়
প্রতিটি জীবনেরই মৃত্যু রয়
পার্থিব এ জীবন তাই তো হায়
ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।

নারী-সন্তান-সোনারূপা-ক্ষেতখামার দিয়ে
প্রতারক দুনিয়াকে রেখেছেন সাজিয়ে
ধোঁকার সামগ্রী এসব তবে
সতর্ক সাবধানেই চলতে হবে।

দুনিয়ার মূল্য মাছির ডানার সমানও হতো
কাফির-মুশরিক একফোঁটা পানি না পেতো
পার্থিব জীবনকে মানুষ অগ্রাধিকার দেয়
আখিরাতই উত্তম-চিরস্থায়ী রয়।

দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র রবে
পরকালের কামাই করে নিতে হবে
পরীক্ষার জায়গা এটা তবে
পুরস্কার তো পরকালে পাবে।

দুনিয়া মুমিনের জন্য হায়
জেলখানা বৈতো আর কিছু নয়
কাফিরের জন্য এটা তবে
জান্নাত বলেই মনে হবে।

দুনিয়ার জীবনটা লোভনীয় হায়
ভোগের অনেক কিছুই রয়েছে হেথায়
পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রীকে তবে
আখিরাতের তুলনায় খুবই নগণ্য পাবে
নিঃসন্দেহে দুনিয়া 'অভিশপ্ত' ভাই
অভিশপ্ত এর মধ্যে যাকিছু পাই।

দুনিয়ার তুচ্ছ সুখে মগ্ন রবে
পরকালের অনন্ত সুখে বঞ্চিত হবে
পৃথিবীর মূল্য আল্লাহর কাছে ভাই
মশার একটি ডানার সমানও নাই।

সকালের মুমিনকে বিকেলে কাফির পাই
বিকেলের মুমিন সকালে মুমিন নাই
দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের তরে
এভাবেই মানুষ দ্বীনকে বিক্রি করে।

ধনসম্পদ-সম্মান-ক্ষমতার লোভে পড়ে
সারাক্ষণই যে দুনিয়ার পিছে ঘুরে
ভোগবিলাস আর অপচয় করে বেড়ায়
আখিরাতের নাম ভাঙ্গিয়ে দুনিয়া কামায়
দুনিয়াদার এরাই তবে
এদের থেকে সাবধান রবে।

পরকালীন জীবনকে ফাঁকি দিয়ে
আছে দুনিয়ার উন্নতি-সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে
শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করে
এমন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে
দুনিয়ার জীবনের অগ্রাধিকার এটাই
ইসলামে যার বৈধতা নাই।

তুচ্ছ দুনিয়াকে যদি অগ্রাধিকার দেবে
আখিরাত এমনিতেই পিছু হটে যাবে
আখিরাতকে যে পেতে চাবে
দুনিয়াতে লোকসান গুণতেই হবে।

দুনিয়াই যার টার্গেটে রয়
বিশৃঙ্খলার জীবন সে পায়
দরিদ্রতা ও অভাব তবে
চোখের সামনে লটকানো রবে
দুনিয়ার মুহাব্বত বেশি হয়ে যাবে
বান্দা-আখিরাতের মাঝে প্রাচীর তৈরি হবে।

আখিরাতই একমাত্র টার্গেট যার
অন্তরটাও অভাবমুক্ত রবে তার
ধন-সম্পদ উপার্জন সহজ হবে
দুনিয়া অপদস্ত হয়ে ধরা দেবে।

পার্থিব জীবনকে এমনভাবে গড়ি
পরকালকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করি
চিরস্থায়ী অর্জন সবসময়ই তবে
ক্ষণস্থায়ীর উপর প্রাধান্য পাবে।

দুনিয়ার মুহাব্বত অন্তরে রবে
আল্লাহর স্মরণে গাফেল হবে
দুনিয়াকে যদি প্রাধান্য দিবে
দুনিয়া আখিরাত দু'টোই হারাবে
আখিরাত নাই যার
বর্তমানও নাই তার।

দুনিয়াকে যে চেয়ে নেবে
পুরোটাই সে পেয়ে যাবে
পরকালে তার জন্য তবে

কিছুই অবশিষ্ট নাহি রবে
চাওয়া পাওয়া যার দুনিয়া হায়
নিশ্চয়ই সে ধোঁকার মধ্যে রয়।

একটি 'আঙ্গুল' সমুদ্রে ডুবিয়ে উঠাবে
যতটুকু পানি তোমার আঙ্গুলে রবে
এ জীবনটাও আখিরাতের তুলনায়
ততটুকু সময় ছাড়া কিছু নয়।

রাসুলের (স:) সামনে দুনিয়া তুলে ধরে
গ্রহণ করতে বলা হলো তারে
দু'হাতে ঠেলে দিয়ে দূরে
দিলেন তারে প্রত্যাখ্যান করে।

হে মুমিন মুসলমান শোন হায়
এ জীবন যেন না ফেলে ধোঁকায়
দুনিয়াই যার 'মাকসুদ' হবে
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নাহি রবে
আদমের পেট থেকে যাকিছু বেরোয়
দুনিয়ার উপমা তারই সাথে রয়।

দুনিয়ার নারী-বাড়ি-গাড়ির লোভে পড়ে
আখিরাত থেকে সরে গেছো দূরে
মৃতছাগল যেমন মূল্যহীন পাই
আল্লাহর কাছে দুনিয়ার অবস্থাও তাই।

সবচেয়ে সুখী 'দুনিয়াদারকে' হাশরে তবে
জাহান্নামে চুবিয়ে উঠানো হবে
সেদিন মানুষটি বলবে ভাই
সুখের নামও জীবনে শুনি নাই।

সবচেয়ে অসুখী ব্যক্তিকেও একইভাবে
জান্নাতে ডুবিয়ে তোলা হবে
আত্মহারা লোকটি বলবে এটাই
জীবনে দুঃখ কখনো দেখি নাই ।

রঙের এই দুনিয়ায় হায়
ক্ষণিকের সুখ মানুষকে ফেলে ধোঁকায়
চূড়ান্ত পরিণতি যার ধ্বংস পাই
বুঝেও মানুষ অবুঝ তাই।

শয়তান একে সাজিয়ে উপস্থাপন করে
লোভেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে
দুনিয়ার চাকচিক্যের আড়ালে তবে
অন্ধকার ও কদর্য এক বাস্তবতা পাবে
যতবেশি দুনিয়ার পিছে দৌড়াবে
ততবেশি পরকালের রাস্তা হারাবে।

এ জীবন ক্রীড়াকৌতুক ছাড়া কিছু নয়
আখিরাতই প্রকৃত জীবন হায়
কিছুদিন এখানে খেলাধুলা করে
আপন ঠিকানায় যেতে হবে ফিরে।

দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিবে
আল্লাহর গজব তার উপর বর্তাবে
দুনিয়ার মুহাব্বত ভরা অন্তরে
রবের ভালোবাসা থাকে কেমন করে
ধৈর্য ধরে এ থেকে বিরত রবে
জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

বেঁচে থাকাটা স্বপ্ন ভবে
চরম সত্য মরেই যাবে
দুনিয়ার বিলাসিতা-বাড়িগাড়ি হায়

মুমিনের জন্য কখনো এসব নয়
মুসাফিরের ব্যাগে সামান্য যা রবে
মুমিনের জন্য দুনিয়া ততটুকুই যথেষ্ট তবে।

হে মানুষ জাতি শোনো হায়
পার্থিব জীবন যেন না ফেলে ধোঁকায়
এ জীবনকে যদি অগ্রাধিকার দেবে
উত্তম চিরস্থায়ী পরকাল হারাবে
পরলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন ভাই
হয়তো তোমার আমার বুঝে নাই।

কোনো চোখ কখনো দেখেনি
কোনো অন্তর কখনো ভাবেনি
এমনই সুখ আল্লাহ প্রস্তুত করে
মুমিনের জন্য রেখেছেন ওপাড়ে
আখিরাতের সুখই প্রকৃত সুখ তাই
দুনিয়ার নোংরামি অশ্লীলতা ছাড়ো ভাই।

দুনিয়ার মোহ হৃদয়ের ব্যাধি
ভোগায় মানুষকে নিরবধি
ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পুঁজি ধরে
আখিরাতকে নাও কামাই করে
দুনিয়ায় বসবাস করা চাই
ভিন দেশির মতো তাই।

দুনিয়ার মুহাব্বতই যত অনিষ্টের মূল
একে প্রধান্য দিয়ে করো না ভুল
এ জীবন যেন তোমারে

কোনোভাবেই প্রতারিত না করে
পার্থিব মোহ আর লম্বা আশা ছাড়ো
আখিরাতে নাজাতের আশা করো।

এক সরাইখানা দুনিয়া তবে
চিরদিন হেথায় কেহ না রবে
সামান্য সময় বিশ্রাম নিয়ে হায়
রওয়ানা হবে আপন ঠিকানায়
দুনিয়া থেকে মুখ ফিরাও
আখিরাতের প্রতি মনোযোগী হও।

ঈমান-তাক্বওয়ার জিন্দিগি গড়ো
সালাতকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করো
হারাম থেকে দূরে রবে
হালাল উপার্জনই করে খাবে
এমন চরিত্রের মানুষ হবে
পরকাল প্রধান্য এমনইতেই পাবে।

দুশ্চিন্তা-হতাশা-পেরেশানীর দুনিয়া তবে
যথাসম্ভব এখেকে দূরেই রবে
যে দুনিয়া 'পিঠ' দেখিয়ে পালায়
সে শত্রু বৈতো মিত্র নয়
আখিরাত সামনে এসে হাজিরা দেয়
প্রকৃত বন্ধু সেই তো হয়।

পরকালকে যে অগ্রাধিকার দেবে
জান্নাতই শেষ ঠিকানা হবে
সীমালঙ্ঘনে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেবে
শেষ ঠিকানায় জাহান্নাম পাবে।

আসুন সবাই শ্লোগান ধরি
'ধোঁকার দুনিয়া' সাইড করি।

০-সমাপ্ত-০

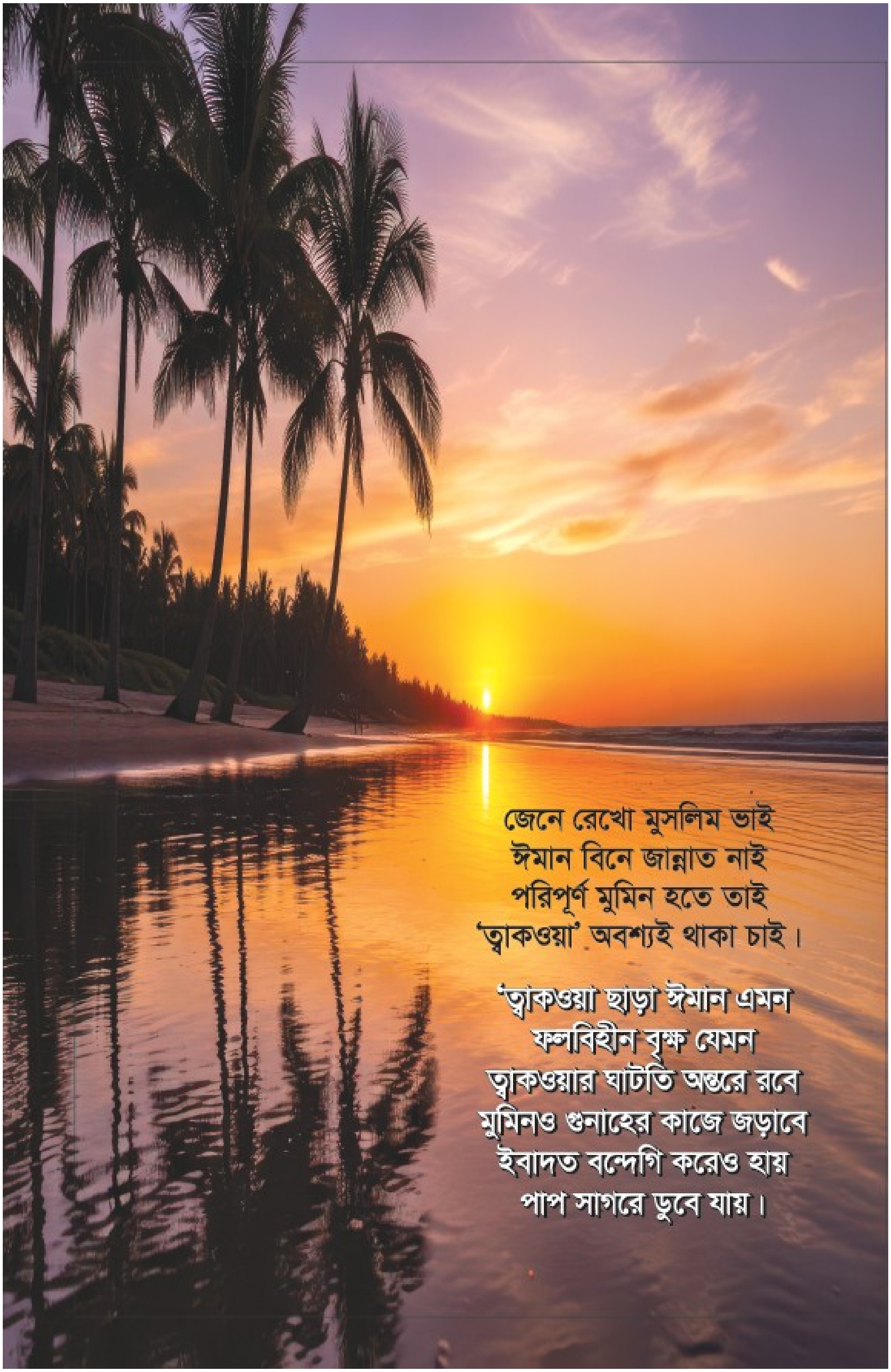
জেনে রেখো মুসলিম ভাই
ঈমান বিনে জান্নাত নাই
পরিপূর্ণ মুমিন হতে তাই
'ত্বাকওয়া' অবশ্যই থাকা চাই।
'ত্বাকওয়া ছাড়া ঈমান এমন
ফলবিহীন বৃক্ষ যেমন
ত্বাকওয়ার ঘাটতি অন্তরে রবে
মুমিনও গুনাহের কাজে জড়াবে
ইবাদত বন্দেগি করেও হায়
পাপ সাগরে ডুবে যায়।